লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নবপর্যায় ৮৩ বর্ষ | ২০তম সংখ্যা

প্রকাশনার ৯৮ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ১৭ রমযান, ১৪৪২ হিজরি | ৩০ শাহাদাত ১৪০০ হি. শা | ৩০ এপ্রিল, ২০২১ ঈসাব্দ

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

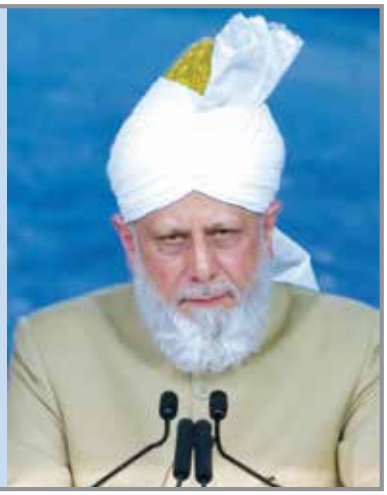

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

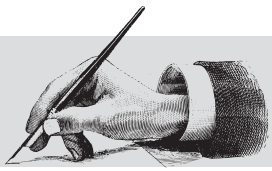

মানব সেবায় ঈদের সুখ

মানবীয় স্বভাব আকাঙ্খা করে, সে তার নিজ আত্মীয়ের সাথে, বন্ধুবান্ধবের সাথে একত্রে আনন্দ করবে। সেই উদ্দেশ্যে মানুষ এমন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করে, যার ফলে সকলে একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগও লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের স্বভাবকে দৃষ্টিপটে রেখে ঈদের খুশি উদ্‌যাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে আমরা দেখি বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ধর্মের লোক মানবীয় স্বভাবানুযায়ী তারাও নিজেদের খুশি, আনন্দ, ঈদ উদ্‌যাপনের দিন নির্ধারণ করে রেখেছে কিন্তু অন্যান্য ধর্মের লোকদের ঈদের সাথে ইসলামী ঈদ ও খুশির দিনে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান আর তাহল, মুসলিম রীতিতে এই দিনে ঈদের নামায ও ঈদের খুতবাও রয়েছে– যা অন্যদের মাঝে নেই। মহানবী (সা.) আমাদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা ঈদের খুশি উদ্‌যাপন তো করবেই তবে পাশাপাশি খোদা তা'লার কথাও মান্য করে তাঁর ইবাদত করার জন্যও একত্রিত হবে। প্রকৃত ঈদ বা আনন্দ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের ওপর দুটি দায়িত্ব অর্পন করেছেন। সেই দুটি দায়িত্ব কী? একটি হল, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করা এবং অপরটি হল, বান্দার অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্‌র অধিকার বলতে ইসলামী রীতির সকল ইবাদাতই বুঝায়। অতএব ঈদের দিন ঈদের নামায পড়া এবং খুতবা শুনার ফলে আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান তো হল কিন্তু বান্দার অধিকার কী? বান্দার অধিকার হল, যাদের সহায়সম্বল আছে, তারা অসহায়দের সাহায্য করবে, ধনীরা দরিদ্রদেরকে সাহায্য করবে, অভাবীদের অভাব পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করবে। তবে এক্ষেত্রে হতে হবে নিঃস্বার্থ। সৃষ্টির উপকার সাধনে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত– এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন, সৃষ্ট জীবের সাথে এমন আচরণ কর যেন তুমি তাদের প্রকৃত আত্মীয়। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা অনুগ্রহের মাঝে অনেক সময় লোক দেখানোর স্বভাবও বিদ্যমান থাকে তথা যদি কেউ অকৃতজ্ঞতা দেখায় তখন অনুগ্রকারী তৎক্ষনাৎ বলে উঠে, আমি তোমার প্রতি অমুক অমুক অনুগ্রহ করেছি। কিন্তু শিশুর সাথে মায়ের যে স্বভাবজ ভালবাসা, এর সাথে কোন ধরনের লৌকিকতা বা স্বার্থ থাকে না বরং যদি কোন বাদশাহ একজন মা-কে এই আদেশ দেয় যে, তুমি যদি এই শিশুকে হত্যা কর তবে তোমার কোন জবাবদিহিতা হবে না। সেই মা কখনও এই কথাতে সম্মত হবে না বরং সে উক্ত বাদশাহকে গালি দিবে।' এই উদ্ধৃতির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি মা নিজ সন্তানের লালন-পালন কোন প্রতিদানের আশায় করে না তদ্রুপ সৃষ্টির কল্যাণে হতে হবে নিঃস্বার্থ। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৬৩ নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "যারা নিজ সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে আর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তারা নিজ প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান পাবে।" অতএব ঈদের খুশি উদ্‌যাপনের মাঝে মনে রাখতে হবে, কেবল নিজেরাই স্বার্থপরের মত ঈদ উদ্‌যাপন করব না বরং যারা বঞ্চিত আছে, তাদেরকেও কীভাবে ঈদের আনন্দে শামিল করা যায়– সে বিষয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। হাদীসে আছে, যারা মানবসেবা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি প্রসন্ন হন। অতএব যাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন হন তারা তো সারাজীবন ঈদের আনন্দ উপভোগ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

সূচিপত্র

৩০ এপ্রিল ২০২১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) ৬

***কবিতা:* ঈদুল ফিতর** ৮
আশিক এলাহী

৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৯

বিষয়বস্তু: হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

২৪ মে, ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **ঈদুল ফিতরের খুতবার সারাংশ** ২০

***কবিতা:* ঈদের দিনে শিশুর গান** ২২
এন আনসারী

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২৩
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মওলানা জুবায়ের আহমদ বিপু

পর্ব-১২ ২৫
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর
[২৪ এপ্রিল ২০২১ সালে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের তিফলদের ভার্চুয়াল ক্লাস]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা ২৭
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

স্মৃতিময় ঘটনাবহুল কিছু কথা ২৯
আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৩৯
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৪২

স্মৃতিচারণ ৪৩
খন্দকার আজমল হক

সংবাদ ৪৪

শোক সংবাদ ৪৪

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

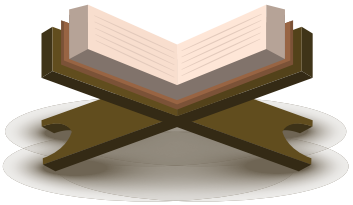

কুরআন শরীফ

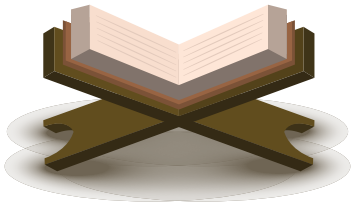

সূরা মারইয়াম-১৯

[চলমান]

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿۵۰﴾

৫০। সুতরাং সে যখন তাদেরকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলো তখন আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকূব[১৭৭৮] দান করলাম এবং (তাদের) প্রত্যেককে আমরা নবী বানালাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿۵۱﴾

৫১। আর আমরা নিজ কৃপায় তাদের ভূষিত করলাম। আর আমরা তাদেরকে এক উঁচুমানের চিরস্থায়ী খ্যাতি দান করলাম[১৭৭৯]।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۲﴾

৫২। আর এ কিতাবে তুমি মূসা সম্পর্কেও বর্ণনা কর। নিশ্চয় তাকে নিষ্ঠাবান করা হয়েছিল। আর সে ছিল এক রসূল (ও) নবী[১৭৮০]।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿۵۳﴾

৫৩। আর আমরা তাকে তূর পর্বতের ডান পাশ[১৭৮১] থেকে ডাক দিলাম এবং একান্তে আলাপনের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দিলাম।

১৭৭৮। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কোন উল্লেখ এই আয়াতে করা হয় নি যদিও তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.)-এর উল্লেখ এখানে কেবল অধীনস্থ নবীরূপে করা হয়েছে, অথচ ৫৫নং আয়াতে হযরত ইসমাঈলকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব থেকে হযরত ইসমাঈল আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৭৯। 'জা'য়ালনা লাহুম লিসানা সিদকীন আলিয়া' (আমরা তাদেরকে এক উঁচুমানের চিরস্থায়ী খ্যাতি দান করলাম)-এর মর্ম : (১) তারা যথেষ্ট খ্যাতি বা সুনাম অর্জন করেছিল এবং তাদেরকে তাদের সমসাময়িক এবং ভাবী বংশধরেরা শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করতো। (২) তাদের কথাবার্তা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানপূর্ণ ছিল এবং তিক্ততা, অশ্লীলতা, মিথ্যা ও ঘৃণামুক্ত ছিল। (৩) তারা নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশে নির্ভীক ছিল, মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ছিল। (৪) তাদের প্রতিষ্ঠিত ভালো কর্মগুলোর সুনাম বা সুখ্যাতি বহু স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভরূপে বিরাজ করছিল।

১৭৮০। 'সে ছিল এক রসূল (ও) নবী' এই শব্দগুলো প্রচলিত এই ভুল ধারণার অপনোদন করে যে রসূল –যিনি নতুন শরীয়ত বা কিতাব নিয়ে আসেন এবং নবী যিনি কেবল মানবের সংস্কার সাধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন, যদিও একজন রসূলের মতই এক নবীও ওহী-ইলহাম পেয়ে থাকেন, তথাপি তিনি নতুন বিধান বা আদেশ সম্বলিত কোন নতুন কিতাব নিয়ে আসেন না। সাধারণভাবে প্রচলিত এই ধারণানুযায়ী প্রত্যেক রসূলই নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নন। তফসীরাধীন আয়াত এই ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কারণ যদি একজন রসূল নতুন শরীয়ত বহন করার কারণে তিনি অবশ্যই নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এখানে ও অন্যান্য আয়াতে রসূল শব্দের সঙ্গে নবী শব্দের সংযুক্তি অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। প্রকৃত কথা হলো, প্রত্যেক রসূলই নবী এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। এই দু'টি পদ অভিন্ন এবং একই পদের দু'টি অবস্থা বুঝায় এবং একই ব্যক্তির দু'টি কর্তব্য বুঝায়। একজন ঐশী সংস্কারক যখন আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে থাকেন তখন তিনি রসূল (রিসালাত অর্থ বাণী) এবং তিনিই নবী এই অর্থে যে প্রাপ্ত বাণীসমূহ তিনি তাঁর জাতির লোকের নিকট প্রচার করেন যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হন (নবুওয়ত অর্থ বাণী বহন করা)। সুতরাং প্রত্যেক রসূলই নবী। কারণ আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে ওহী পেয়ে তিনি তা তাঁর জাতি বা জনগণের নিকট প্রচার করেন এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। কেননা তিনি তাঁর জাতির নিকট সেই সব ওহী বা ঐশীবাণী পৌঁছে দেন যা তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে পেয়ে থাকেন। রিসালতের কাজ আগে নবুওয়তের কাজ পরে। রসূলের মর্যাদায় প্রথমে তিনি ঐশীবাণী লাভ করে থাকেন এবং নবীরূপে তিনি প্রাপ্ত বাণীসমূহ তাঁর জনগণের নিকট প্রচার করেন। অতএব এই আয়াত এবং কুরআন করীমের যেসব স্থানে রসূল এবং নবী শব্দদ্বয় একত্রে এসেছে সে সব স্থানেই অর্থাৎ প্রত্যেকবারই নবী শব্দ রসূল শব্দের পরে এসেছে। কেননা এটাই স্বাভাবিক বিন্যাস।

১৭৮১। এই আয়াতের এই শব্দগুলোর অর্থ :(ক) পর্বতের দক্ষিণ দিক (কিনারা) থেকে, (খ) পর্বতের আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রান্ত থেকে, (গ) পবিত্র বা মহিমান্বিত পর্বত থেকে।

হাদীস শরীফ

দরূদ ও সালাম সেই মহান রসূলের প্রতি যিনি সত্য ধর্মসহ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর (সা.) মাধ্যমে আমরা দুই ঈদ উদ্‌যাপণের সৌভাগ্য লাভ করেছি। অতএব তিনি (সা.) কীভাবে ঈদ পালন করেছেন তা আমাদের জানা আবশ্যক। প্রথমত ঈদের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে যাওয়ার হাদীসটি লক্ষণীয়;

ইবনে উমর (র.) থেকে বর্ণিত যে, 'মহানবী (সা.) ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।' *(সুনান বায়হাকী)*

ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বাইরে (ঈদগাহে) বের হতেন না।' *(সহিহ বুখারি)*

অন্য হাদীসে হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিছু খাবার না খেয়ে মহানবী (সা.) ঈদগাহে যেতেন না।

আরো একটি বিষয় পালনীয় আর তা হল, সূযোগ থাকলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া উচিত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বলেন, 'ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া হল সুন্নত।' *(সুনান আত-তিরমিযী)*

এক্ষেত্রে যারা দূর দূরান্ত থেকে এসে ঈদের নামাযে শামিল হবেন, তারা অবশ্যই বাহন ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ঈদগাহের আশপাশে যারা থাকেন তারা উক্ত সুন্নতের ওপর আমল করে পুণ্য লাভ করতে পারেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে এক পথে আগমন করতেন এবং অন্য পথে ফেরত যেতেন। *(সহিহ বুখারি)*

এই আমলের ফলে সবার সাথে দেখা-সাক্ষাতের সূযোগ লাভ হয়, সবার সাথে কুশল বিনিময় করা যায়। সূযোগ থাকলে এই সুন্নতের ওপর আমল করা উচিত।

ঈদের দিন পোষাক পরিধানের বিষয়েও হাদীসে উল্লেখ আছে। ইবনুল কায়্যিম (রাহে.) বলেছেন : 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদেই ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন।' *(যাদুল মায়াদ)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যথাসাধ্য রসূলের (সা.) সুন্নত অনুযায়ী ঈদ পালনের সৌভাগ্য দিন।

অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারী ঈদের খুতবায় তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র এক উপঢৌকনের উল্লেখ করে বলেন:

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ওহী যা ঘটার পূর্বেই প্রকাশ করা হয়, তা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমত একটি প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন যা কাশফের অবস্থায় আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি একটি অভিজাত কাপড় পরিধান করে আছি এবং চেহারা জ্বলজ্বল করছে। এরপর সেই কাশফি অবস্থা ওহীয়ে ইলাহীতে রূপান্তরিত হল। অতএব সেই ওহীয়ে ইলাহীর সকল বাক্য যা কতক সেই কাশফের পূর্বে আর কতক সেই কাশফের পরের ছিল তা নিম্নে উল্লেখ করছি আর তা হল:

"ইউবদি লাকার রাহমানু শাইয়ান, আতা আমরুল্লাহি ফালা তাসতা'জিলুহু, বিশারাতুন তালাক্কাহান নাবিয়ূন"

অনুবাদ: সেই রহমান খোদা যিনি তোমার সত্যতা প্রকাশার্থে কিছু বিষয় প্রকাশ করবেন। খোদার নির্দেশ আসতে যাচ্ছে, তুমি তাড়াহুড়া করো না। এ এমন এক সুসংবাদ– যা নবীদেরকে দেয়া হয়।

১ জানুয়ারী ১৯০৩ সাল ঈদের দিন তখন ভোর প্রায় পাঁচটা আমার খোদা তখন আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন। এর পূর্বে ২৫ ডিসেম্বর ১৯০২ সালে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আরো একটি ওহী হয়... যা ছিল: **"ইন্নি সাদেকুন সাদেকুন ওয়া সাইয়াশহাদুল্লাহু লী"**

অনুবাদ: আমি সত্যবাদী, আমি সত্যবাদী। অচিরেই খোদা তা'লা আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যেন উচ্চস্বরে ঘোষণা দিচ্ছে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোন এমন বিষয় আমার সাহায্যার্থে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে যার ফলে আমার সত্যতা সুস্পষ্ট হবে, আমার সম্মান ও গ্রহণীয়তা প্রকাশ পাবে এবং তা খোদা তা'লার নিদর্শন হবে যেন শত্রুকে লজ্জিত করে আর আমার প্রভাব এবং সম্মান এবং সত্যতার নিদর্শন জগতে ছড়িয়ে পড়বে।

নোট: যেহেতু আমাদের দেশের রীতি হল, ঈদের দিন সকাল হতেই সকলে একে অপরকে উপঢৌকন পাঠায়। তাই আমার খোদা সর্বপ্রথম তথা প্রভাতের পূর্বেই পাঁচটার দিকে আমাকে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ উপঢৌকন পেয়ে আমি খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(মলফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২৫-৬২৭)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৫৬তম কিস্তি)

কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের ন্যায় তোমাদের কেবল একথা বলে না যে, না-মাহরাম (বিবাহযোগ্য) মহিলাদের দিকে বা তাদের ন্যায় যারা যৌনতার পাত্র হতে পারে তাদের দিকে কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে না। বরং এর পরিপূর্ণ শিক্ষার উদ্দেশ্য এটাই যে, তোমরা বিনা প্রয়োজনে না-মাহ্‌রামের দিকে কোন প্রকার দৃষ্টিতেই তাকাবে না। বরং তোমাদের উচিত, তোমাদের চোখ বন্ধ রেখে সবধরণের পদস্খলন থেকে নিজেদের রক্ষা করা, যাতে তোমাদের হৃদয়ের পবিত্রতায় কোন ব্যতিক্রম না ঘটে। অতএব, তোমাদের প্রভুর এ আদেশ সযত্নে স্মরণ রেখে চোখের ব্যভিচার থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। সেই সত্তার ক্রোধকে ভয় কর যা এক মুহূর্তে তোমাদের ধ্বংস সাধন করতে পারে। কুরআন করীম এ নির্দেশও দেয়, 'তোমরা তোমাদের কর্ণকেও বিবাহযোগ্যা মহিলা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শ্রবণ থেকে রক্ষা কর। আর তেমনি সবরকম অনুচিত ও অবৈধ আলোচনা থেকেও নিজেদের রক্ষা কর।

আমাকে এখন এ উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন নেই, অত্যন্ত দুষ্টলোক ছাড়া কেউ অযথা হত্যাকাণ্ডের দিকে হাত বাড়ায় না। কিন্তু আমি বলছি, 'বে-ইনসাফি বা অন্যায়-অবিচারে জেদের বশবর্তী হয়ে কোন সত্যকে হত্যা করো না। সত্যকে সাদরে গ্রহণ করে নাও যদি সেটি কোন শিশুর কাছ থেকে পাওয়া যায় তবুও। আর সেটি যদি বিরুদ্ধবাদীর পক্ষে দেখাতে পাও, তৎক্ষণাৎ নিজের শুষ্ক যুক্তি তর্ক পরিহার কর।' সত্যে দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে যাও এবং সত্য সাক্ষ্য দাও। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু' বলেনঃ "ইজতানিবুর রিজসা মিনাল আওসানি ওয়াজ্‌তানিবু কওলায্‌যূর।" (সূরা আল-হাজ্জঃ ৩১) অর্থাৎ মূর্তিদের পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাক এবং মূর্তিতুল্য মিথ্যা বলা থেকেও নিজেদের দূরে রাখো। আর যে বিষয় হক্ কথার কিব্‌লা থেকে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে দেয় সেটিই তোমাদের পথে প্রতিমাস্বরূপ। সত্য সাক্ষ্য দাও। সেটি যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভ্রাতা বা তোমাদের বন্ধুর বিরুদ্ধে যায় তবুও। কোন অভ্যাস যেন তোমাদেরকে ইনসাফ (ন্যায় বিচার) প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় না হয়। হিংসা, বিদ্বেষ কার্পণ্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন পরিহার করে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও। কুরআন করীমের বড় আদেশ দু'টি-ই একটি মহান স্রষ্টার তৌহীদ (একত্ববাদ) দ্বিতীয়টি আপন ভ্রাতাদের এবং আদমসন্তান মানবজাতির প্রতি সৌহার্দ ও সহানুভূতি প্রদর্শন।

এ সংক্রান্ত আদেশসমূহকে তিনি তিনটি স্তরে ভাগ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আয়াতটি হল, **'ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুবিল-আদলি ওয়াল্ ইহ্‌সনি ওয়া ইঁতায়ি যিল-কুরবা'** (সূরা নাহলঃ ১১)। প্রথমতঃ আয়াতটির অর্থ হল, 'তোমরা তোমাদের স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে 'আদ্‌ল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো 'যালেমের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ো না। অতএব, তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। অন্য কেউ ভালবাসা ও নির্ভরতার যোগ্য নয়। কেননা, 'খালিক' বা 'স্রষ্টা' ও 'কাইউম' বা সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠাদানকারী এবং প্রতিপালক হিসাবে সার্বিক ক্ষমতা কেবল তাঁরই। কাজেই, সেভাবেই তোমরাও তাঁর সঙ্গে তাঁর ইবাদত-উপাসনা ও তাঁর ভালবাসায় এবং তাঁর প্রতিপালনে কাউকে শরীক করো না। তোমরা যদি উল্লেখিত এইটুকু পালন কর, তাহলে এটি হল সেই 'আদল' যেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা তোমাদের ওপর 'ফরয' কর্তব্যস্বরূপ ন্যস্ত ছিল। অতঃপর, এর উপরের স্তরে যদি উন্নতি করতে চাও তাহলে সেটি হল 'এহসান'-এর স্তর। অর্থাৎ তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য এমনভাবে মেনে নাও, তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে এমন নিষ্ঠাবান হও এবং তাঁর ভালবাসায় এমনভাবে হারিয়ে যাও যে, তোমরা যেন

তাঁর মাহাত্ম্য ও মহিমা এবং তাঁর চিরস্থায়ী অনুপম সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছ।

এর পরেরটি হল 'ইতায়ি-যিল্ কুরবা'-এর স্তর। এটি হলো তোমাদের উপাসনা, ভালবাসা ও আজ্ঞানুবর্তিতা যেন সম্পূর্ণ বানোয়াটমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং এমন উদ্দীপনাময় সম্পর্কের কারণে তোমরা তাঁকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমন তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করে থাক এবং তাঁর প্রতি তোমাদের ভালবাসা এমন হয় যেমন শিশু তার স্নেহময়ী মাকে ভালোবাসে।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ে মানবজাতির প্রতি যে সংশ্লিষ্ট সহানুভূতির উল্লেখ রয়েছে সে আয়াতটির অর্থ হল, তোমাদেরই ভাই মানবজাতির সাথে 'আদল' (ইন্‌সাফ) কর এবং তাদের কাছে কখনও নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের বেশি চাইবে না এবং ইন্‌সাফের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এ স্তরের উর্ধ্বে যদি উন্নতি করতে চাও, তাহলে সেটি 'ইহসান' (অনুগ্রহ)-এর স্তর রয়েছে। আর সেটি হল, 'তুমি তোমার ভ্রাতার অন্যায়ের মোকাবেলায় কল্যাণ কর, তাকে সহায়তা দান কর। এটি 'ইতায়েযিল্-কুরবা' বা স্বভাবজাত প্রেরণায়– যেমন, পরম নিকটাত্মীয়ের প্রতি কোন বিনিময় বা স্বার্থের কথা না ভেবে পরম নিকটাত্মীয় কর্তৃক প্রেমের আধিক্যবশত উপকার করা হয়। এটি নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা, পরম উৎকর্ষতা। এ স্তরে কোন কৃত্রিমতা বা লৌকিকতার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না, এমন কি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বা দোয়া বা অন্য কোন আকারে কোন বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, বরং কেবলমাত্র স্বভাবাজাত উদ্দীপনায় কল্যাণ সাধিত হয়।

হে প্রিয়গণ! এই সিলসিলার (অন্তর্ভুক্ত) ভ্রাতাদের সাথে–যাদের উল্লেখ আমার এ পুস্তকে রয়েছে তাদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে আন্তরিক ভালবাসা রাখবে এবং তাদেরকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ মনে করবে। তবে তার কথা ভিন্ন– পরে যাকে আল্লাহ্ তা'লা অগ্রাহ্য করেন। পরে কোন সময় যাকে তোমরা দেখতে পাও যে, এই সিলসিলা থেকে সে তার কোন বিরুদ্ধাচারিতামূলক কাজ বা কথা দ্বারা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু যে-ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে জীবন যাপন করে এবং লাগাতার সে বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ কিম্বা কোন প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও নির্মমতা দ্বারা নিজেদের মাঝে কোন ভ্রাতাকে দুঃখকষ্ট দেয় অথবা বয়আতের অঙ্গীকার বিরুদ্ধ তার প্ররোচনা ও কার্যকলাপ থেকে বিরত হয় না সে নিজেই তার অসদাচরণের কারণে এই সিলসিলার বাইরে চলে যায়। তার পরোয়া করো না।

ইসলামের পরিপূর্ণ চিত্র তোমাদের সত্তায় দৃশ্যমান হওয়া এবং তোমাদের ললাটে সিজার চিহ্ন বা আভাসসমূহ উদ্ভাসিত হওয়া আবশ্যক। আর খোদা তা'লার বন্দেগী বা দাসত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য। কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের মোকাবেলায় যদি এক জগৎসম যুক্তিমূলক দলিল-প্রমাণের স্তুপ দেখতে পাও, তবু কখনও সেগুলো গ্রহণ করো না। নিশ্চিৎ বুঝবে যে, যুক্তি বা মানববুদ্ধির ভুল-চুক ও পদস্খলন ঘটেছে। তৌহীদ বা খাঁটি একত্ববাদে অনঢ়-অটল থাকো। এবং নামাযে পরম আনুগত্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত হও। নিজেদের প্রকৃত মনিব মহান আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে সবচেয়ে অগ্রগণ্য কর। আর ইসলামের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ কর। "ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা আন্‌তুম মুসলিমূন।" [অর্থাৎ, "সদা আত্মসমর্পণে চেষ্টিত থাকা অবস্থাতেই যেন তোমাদের মৃত্যু হয়" –অনুবাদক]।

বহিরাগত জাজ্জল্যমান সাক্ষ্যসমূহ

পুস্তক সমাপ্তির পর কিছু সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি। সমীচীন মনে করে সেগুলো পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হল।

(১) 'কোহ্ নূর', ১লা আগষ্ট ১৮৯১ইং এবং 'নূর আফসাঁ', ১৩ জুলাই ১৮৯১ খ্রিষ্টান পত্রিকা দু'টিতে দৈনিক 'আখ্‌বারে আম' পত্রিকার উদ্ধৃতিমূলে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, সম্প্রতি আমেরিকার একজন পাদ্রী সাহেবের বিরুদ্ধে জনগণ কুফরী বা ধর্মচ্যুতির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। উল্লেখিত ধর্মচ্যুতির কারণ হল, পাদ্রী সাহেব হযরত মসীহ্‌র অলৌকিক ক্রিয়া (মু'জিযা) এবং তার দৈহিকভাবে জীবিত থাকার আকিদায় বিশ্বাস করেন না। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাদের একই সম্প্রদায়ের একজন বড় পাদ্রী যিনি খ্রীষ্টানদের এ বিশ্বাস বর্জন করেছেন যে মসীহ্ দৈহিকভাবে জীবিত এবং পুনরায় দুনিয়ায় দৈহিকভাবে আসবেন। অতএব এটি এক জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য যা খোদা তা'লা এ অধমের দাবীর সপক্ষে দাঁড় করালেন এবং খ্রিষ্টানদের একজন গবেষক পাদ্রী যিনি পদমর্যাদার দিক দিয়ে একজন বড় পাদ্রী। তাঁর দ্বারা সেই বিষয়টি শিকার করালেন যে সম্পর্কে এ অধমকে ইল্‌হাম বা ঐশীবাণী যোগে অবহিত করা হয়েছিল। **'ফা-আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিকা'** (অর্থাৎ, অতএব এজন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই –অনুবাদক)।

(২) দ্বিতীয়টি হল; লুধিয়ানাবাসী মরহুম হযরত হাজী সূফী আহমদ জান সাহেবের বিশিষ্ট একজন মুরীদ– একজন বুযুর্গ যার বয়স প্রায় ৮০ বছর, যাঁর নাম হাজী আব্দুর রহমান তিনি তার এক রুইয়া বা সত্যস্বপ্ন বর্ণনা করেন, 'যে-দিন আপনার অর্থাৎ এ অধমের সঙ্গে মৌলভী মুহাম্মদ হুসেনের বাহাস হয়েছিল সেই রাতে স্বপ্নে দেখি যে, মিঞা সাহেব মরহুম হাজী আহমদ জান সাহেব আমাকে নিজের বাড়ীতে ডাকলে আমি সেখানে

যাই। সংখ্যায় তখন আমরা পাঁচ জন হয়ে যাই। আমরা সবাই মিলিতভাবে হযরত ওয়াইস কার্ণীর সকাশে যাই। তখন হযরত ওয়াইস কার্ণী মহানবী (সা.)-এর দেওয়া 'খিরকা' (বস্ত্র-খণ্ড) পরিহিত ছিলেন। এরপর সেখান থেকে ওয়াইস কার্ণীসহ আমরা সবাই মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হই। ওয়াইস কার্ণী খিরকাট মহানবী (সা.)-এর সামনে রেখে দিয়ে বললেন, 'আজ এই খিরকার অবমাননা সংঘটিত হয়েছে এবং এর 'হুরমত' (পবিত্রতা) আপনার ইখ্‌তিয়ারভুক্ত। এটি আপনার পক্ষ থেকেই ছিল। আমি কেবল এর বহনকারী দূতস্বরূপ ছিলাম।' তখন আমি চোখ উঁচু করে তাকাই। কী দেখি! মহানবী (সা.)-এর ডানদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও সাহাবা কিরাম এবং বাঁ দিকে হযরত ঈসা (আ.) বসা ছিলেন এবং সামনে আপনি অর্থাৎ এ অধম দাঁড়ানো। আরেক দিকে মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন দাঁড়িয়ে। তখন হযরত ঈসা (আ.) মহানবী (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন (আরজ) করলেন, 'আল্লাহ্ তা'লার যদি এ নিময়-নীতি হতো যে তিনি পরলোকগত মানুষকে দুনিয়ায় পুনরায় পাঠিয়ে থাকেন, আর আমাকে পাঠানো হত, তাহলে আমার সঙ্গেও দুনিয়ার মানুষেরা সেভাবেই আচরণ করতো, যেমনটি তাঁর সাথে অর্থাৎ এ অধমের সাথে করা হয়েছে।' অতঃপর মিঞা সাহেব মরহুম আমাকে বললেন, হযরত ঈসার মাথার চুলের দিকে লক্ষ্য করুন। তখন আমি তাঁর (আ.) মাথার চুলে হাত বুলালাম। তখন তাঁর মাথার চুল সোজা হয়ে গেল। আর যখন হাত সরালাম, তখন দেখি, তাঁর চুল কুঁকড়ানো। এরপর মরহুম মিঞা সাহেব আমাকে বল্‌লেন, 'তাঁর চোখের দিকে দেখুন।' তখন আমি দেখলাম, তাঁর চোখ দু'টি শরবতি রঙের এবং তাঁর গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। তাতে দৃষ্টি স্থির রাখা দূরহ! অতঃপর মিঞা সাহেব বল্‌লেন, 'হযরত ঈসার' চেহারা বা অবয়ব ঠিক এমনই (যেমন পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে)। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ যার আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাঁর অবয়ব তেমনটিই যেমন আপনারা দেখছেন। আর আপনার দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ এ অধমের দিকে। এরপর আমি জেগে যাই। হৃদয়ে এ রুইয়ার প্রভাব ছিল অতি গভীর। যেমন হঠাৎ তারবার্তা পেয়ে অনুভব হয়ে থাকে।

(৩) 'হিব্বী ফিল্লাহ্' মিঞা আব্দুল হাকীম, তার প্রণীত 'যিকরুল হাকীম' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে ১৮৯০-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'তারাওরী' মোকামে ছিলাম। সেখানে লাগাতার তিন, চার বার হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বপ্নে দেখলাম। একবার দেখলাম, ঈসা (আ.) আগমন করেছেন শুনে তাঁর যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে রওনা হই। যখন তাঁর মাহ্‌ফিলে পৌঁছে উপস্থিত সকলকে সালাম দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, ঈসা (আ.) কোথায় উপবিষ্ট আছেন?' সেখানে দেখলাম হযরত মির্যা সাহেবের শিষ্য মির্যা ইউসুফ বেগ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন, 'শ্রদ্ধা ও আগ্রহ ভরে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সমীপে গেলাম। কিন্তু পুনরায় চেয়ে দেখি, হযরত ঈসা (আ.)-এর জায়গায় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এক আশ্চর্যজনক, মর্যাদাবান এবং অতি সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ আকার-আকৃতিতে উপবিষ্ট রয়েছেন।' এ স্বপ্নটি আমি সেখানকার একটি মসজিদের ইমাম হাফেয আব্দুল গনী সাহেবকে শোনাই। হযরত মির্যা সাহেব তখনও মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী প্রকাশ করেন নি। এ সাক্ষ্যসমূহ পুস্তক সমাপ্ত হওয়ার পরে পরে আমার হস্তগত হয়েছে।... *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অব.)

কবিতা

ঈদুল ফিতর

আশিক এলাহী

দীর্ঘ একমাস রমযান শেষে
শাওয়ালের চাঁদের দেখা,
পশ্চিম আকাশে ঈদের হেলালের
আলতো আলোক রেখা।

আনন্দে ভাঙে ছোট বড়
সবার আনন্দ স্রোত বাণ,
বারে বারে বাজে মনো মাঝে
জাগে 'নজরুলের সেই গান'।

ও মন রমযানের ওই রোযার শেষে
এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানি তাগিদ।

প্রভাতের ঘুম মুয়াজ্জিনের
মধুর আজানে ভাঙে,
নতুন জামায় আতর সুরভী
প্রাণে চলচলা আনে।

যুগ যুগ ধরে বছর ঘুরে আসে
এমনই একটি দিন,
ধনী গরীবের মিলন মেলা
সব ভোদাভেদ হীন।

সকলে মিলে কাতার বাঁধে
পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ,
ধ্বনিত করে আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

ধনীর ঘরে গরীবের হাসি
ফিতরানা ফিদিয়াতে,
আরো সাথে আছে গোপন দানের
যাকাত আর সদকাতে।

ছোট ছেলে মেয়ের দলে দলে চলা
সালামীর প্রভাত ফেরী,
বড়দের থেকে নিতে সালামী
আর তো সহে না দেরী।

ঈদগাহে যাবে ঈদের মেলাতে
কিনবে খেলনা যত,
ক্লান্তি ভুলে ঘুরবে সারাদিন
নিজের ইচ্ছে মত।

বড়রাও বসবে আনন্দ আসরে
ভালবাসার নিয়ে কত প্রীতি,
বাটবে সবাই হৃদয়ে জমানো
ফেলে আসা সব স্মৃতি।

বিকেল কাটে সাঁঝ বেলাতেও
আত্মীয় বাড়ি ঘুরে,
পায়ে হেঁটে যাবে কষ্ট হলেও
হোক না যতই দূরে।

ক্লান্ত বদনে গহলে ফিরে আসা
রাত্রি গহীন বেলা,
তন্দ্রা চোখে ভ্রমে এলোমেলো
সব ঘুমের লুটোপুটি খেলা।

আগামী প্রভাতে চোখ মেলে
আবার আশায় দুলে প্রাণ,
বছর ঘুরে আসুক আবার
ঈদ নিয়ে মাহে রমযান।

*****

০৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়বস্তু:

হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছে। হযরত উসমান (রা.)-এর পদমর্যাদা কী ছিল আর মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর (তিরোধাণের) পর সাহাবীরা তাকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন- এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। নাফে' হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন মহানবী (সা.)-এর যুগে আমরা আমাদের কতককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করতাম আর মনে করতাম, হযরত আবু বকর সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর যথাক্রমে হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাযিআল্লাহু আনহুম। এটি বুখারীর বর্ণনা। আরেকটি রেওয়ায়েত বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নাফে' হযরত ওমর ও ইবনে উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর যুগে কাউকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমকক্ষ জ্ঞান করতাম না, এরপর হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর সমকক্ষও কাউকে মনে করতাম না। এরপর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের

কাউকে অন্য কারো সাথে তুলনা করতাম না তাদের কাউকে অপর কারো থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম না।

এরপর মহানবী (সা.)-এর তিরোধাণের পর হযরত উসমান (রা.) সর্বোত্তম লোকদের মাঝে গণ্য হওয়া সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়াত পাওয়া যায় তার মধ্যে মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ্'র বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.)-এর পর লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? উত্তরে তিনি বলেন, আবু বকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করি, তার পরে কে? তিনি বলেন, তার পরে হযরত উমর (রা.)। এ পর্যায়ে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উসমান (রা.)। এরপর আমি বলি, হে আমার পিতা! এরপর কি আপনি? তিনি উত্তরে বলেন, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ মাত্র।

হযরত উসমান (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যে সম্পর্ক ছিল, তাঁর দৃষ্টিতে তার {অর্থাৎ উসমান (রা.)'র} যে মর্যাদা ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী জনৈক ব্যক্তির জানাযা মহানবী (সা.) পড়েন নি। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির মরদেহ জানাযা পড়ানোর জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে আনা হয়। কিন্তু তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান নি। কেউ নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখি নি যে আপনি কারো জানাযা পড়াতে অস্বীকার করেছেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ রাখতো তাই আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর ইনসাফ বা ন্যায়বিচার সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যাতে তার ভাইয়ের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে তিনি কীভাবে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন তা বর্ণীত হয়েছে। উবায়দুল্লাহ বিন আদী বর্ণনা করেন, হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ এবং আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূস উভয়ে আমাকে বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে তার ভাই ওয়ালীদ সম্পর্কে কথা বলতে তোমাকে কীসে বিরত রাখছে? কেননা কিছু দোষের কারণে লোকজন তার সম্পর্কে অনেক কানাঘুষা করেছে। এরপর আমি উসমান (রা.)'র কাছে যাই। তিনি (রা.) নামাযের জন্য বাইরে এলে আমি বলি, আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে আর তা আপনার মঙ্গলের জন্যই।

হযরত উসমান বলেন, হে ভালো মানুষ, তোমাকে মা'মার বলেছে? আমি মনে হয় সে তোমাকে বলেছে, তুমি তার বার্তা নিয়ে এসেছ। এরপর তিনি বলেন, আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় পার্থনা করি, একথা শুনে সে অর্থাৎ যে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়েছিল সেখান থেকে চলে যায় এবং সে লোকদের কাছে ফিরে যায়। ইত্যবসরে হযরত উসমান (রা.)-এর বার্তাবাহক এসে জিজ্ঞেস করেন, তার কাছে আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি (হযরত ওসমানকে) কোন শুভাকাঙ্খার কথা বলছ? ইতিপূর্বে সে বলেছিল আমি আপনার মঙ্গল চাই। উত্তরে আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে সত্যসহকারে আবির্ভূত করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তিনি(অর্থাৎ হযরত ওমর) সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তিনি দু'টি হিজরত করেছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন আর তিনি হুযূর (সা.)-এর জীবনাদর্শ দেখেছেন। অতঃপর আমি বললাম, ওয়ালীদ [অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর ভাই] সম্পর্কে মানুষ নানান কথা বলেছে। হযরত উসমান (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.)-এর যুগ পেয়েছ? আমি উত্তরে বলি, না; তবে আপনার মাধ্যমে সেসব কথা আমি জানতে পেরেছি। অর্থাৎ সেই যুগ পাইনি একথা ঠিক কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন কথা আমি অবগত হয়েছি যেমন এক কুমারি মেয়েও পর্দার ভেতর থেকে অবগত হয়। হযরত উসমান বলেন, আম্মা বা'দ, আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন আর আমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর মহানবী (সা.) যেসব বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন আমি সেসব বিষয়ে পূর্ণ ঈমান এনেছি। আমি দু'টি হিজরতও করেছি যেমনটি তুমি বলেছ। আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম, তাঁর হাতে বয়আত করেছি আর আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তার অবাধ্যতা করিনি আর আমি আল্লাহ্‌র তাঁকে মৃত্যু দেয়া পর্যন্ত তার সাথে কোন প্রতারণাও করিনি । তারপর হযরত আবু বকরও তেমনি আমার অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, হযরত উমরও অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন অর্থাৎ তাদেরও আমি একইভাবে আনুগত্য করেছি। অতঃপর আমাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আমারও কি পূর্ববর্তী দুই খলীফার ন্যায় একই অধিকার নেই? আমি বললাম, কেন নয়; অবশ্যই আছে। অতঃপর তিনি বলেন, তাহলে তোমার সম্পর্কে যে আমি বিভিন্ন কথা শুনে থাকে সেগুলোর কারণ কী?! আর তুমি ওয়ালীদের বিষয়ে যা বলেছ, আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব ইনশাআল্লাহ্। অর্থাৎ তার কৃত অপরাধের যে শাস্তি হয়, সে যে অপরাধ করেছে বলে বলা হচ্ছে তার শাস্তি দিব। এরপর তিনি হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, তাকে (অর্থাৎ ওয়ালীদকে) চাবুকাঘাত করুন, এ নির্দেশে হযরত আলী (রা.) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ শাহ সাহেব বোখারীর এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন, ওলীদ বিন উকবার বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এটি মদ পান করার

অভিযোগে ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার পর যে, তা অজ্ঞতার যুগের মদই ছিল, কিশমিশ বা খেজুরের শরবত ছিল না- হযরত উসমান স্বজনপ্রীতি করেন নি বরং নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিয়েছেন অর্থাৎ চল্লিশটির স্থলে আশিটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন আর এই সংখ্যা হযরত উমর (রা.)-এর কর্মপন্থা থেকেও প্রমাণিত হয়।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আতা বিন ইয়াযীদ তাকে অবগত করেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদান হুমরান বলেন, তিনি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে দেখেছেন যে, তিনি একটি পাত্র আনিয়ে নিজ হাত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর পাত্র থেকে ডান হাত দিয়ে কুলি করেন এবং নাক পরিস্কার করেন এরপর তিনি তার মুখ ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন অতঃপর মাথা মাসাহ করেন এরপর তিনি তার উভয় পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলতেন, যে আমার ন্যায় ওযু করবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত থেকে দু'রাকাত নামায পড়বে সেক্ষেত্রে সে পূর্বে যত গুণাহ করেছে তার সবই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

জুমুআর দিন দ্বিতীয় আযানের সংযোজন হয়েছে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনায় ইমাম যুহরি সায়েব বিন ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহনবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে জুমুআর দিনের প্রথম আযান ইমাম মিম্বরে সমাসীন হওয়ার পর হতো। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যুহরা নামক স্থানে তৃতীয় আযানের প্রচলন করেন। আবু আবদুল্লাহ বলেন, যুহরা হলো মদীনার বাজারের একটি জায়গার নাম। ফিকাহ আহমদীয়াতেও হাদীসের বরাতে এই বিষয়ে লেখা আছে, মহনবী (সা.), হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে মসজিদে রাখা মিম্বরের পাশে একবার-ই আযান দেয়া হতো। পরবর্তিতে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন হয়, যেটি মসজিদের দরজার সম্মুখে পড়ে থাকা একটি পাথরে দাঁড়িয়ে দেয়া হতো। সেই স্থানের নাম যুহরা ছিল। বুখারীর তফসীর নেয়মাতুল বারীতে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, ইবনে শিহাব যুহরী সায়েব থেকে বর্ণনা করেন, এই অধ্যায়ের হাদীসে তৃতীয় যে আযানের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটি মূলত একামত সহ গুণে বলা হয়েছে। প্রথমে দু'টি আযানের প্রচলন হবার পর তৃতীয় আযান দেয়া হতো। আমি প্রথম যে বর্ণনাটি পড়ে শুনালাম সেটিতে লেখা ছিল, যখন লোকেদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, তখন তিনি (রা.) যুহরায় তৃতীয় আযানটি বৃদ্ধি করেন। প্রথম আযান, এরপর দ্বিতীয় আযান এবং এরপর একামতকে তৃতীয় আযান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে তিন বার নামাযের জন্য আহ্বান করা হতো। ঈদের দিন জুম্মার নামায না পড়ার বিষয়ে যে ছাড় রয়েছে, এ সম্বন্ধেও রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে আযহারের মুক্ত ক্রীতদাস আবু উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইমামতিতে একবার ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি (রা.) খুৎবার পূর্বে নামায আদায় করেন, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করে বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই মহনবী (সা.) তোমাদেরকে এই দুই ঈদে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। প্রথম ঈদ হলো, রোযা রাখার পর আর রোযা না রাখার আনন্দে পালিত ঈদ। অপরটি সেই ঈদ যেটিতে তোমরা নিজেদের কুরবানীর পশুর মাংস আহার করে থাক। আবু উবাইদ বর্ণনা করেন, এরপর তিনি একবার হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর পেছনে এক ঈদের নামায আদায় করেন, সেটি জুমুআর দিন ছিল। তিনি (রা.) খুতবা প্রদানের পূর্বে নামায পড়ান, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি সেই দিন যাতে তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং মদীনা চতুর্পার্শ্বে বসবাসকারীদের যারা জুমুআর নামাযের জন্যে অপেক্ষা করতে চায়, তারা এখানে অপেক্ষা করতে পারে। আর যারা ফেরত যেতে চায়, আমার পক্ষ থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।

ফিকাহ আহমদীয়াতে এই বিষয়ে এমন একটি জিনিস আমি লেখা পেয়েছি, যেটির সপক্ষে আমি কোন স্পষ্ট দলীল এখনো পাইনি। সেখানে লেখা আছে ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হলে জুমুআর নামাযও পড়তে হবে না এবং যোহরের নামাযও পড়তে হবে না। বরং আসরের সময় আসরের নামায পড়তে হবে। আতা বিন রিবাহ বর্ণনা করেন, একবার ঈদুল ফিতর এবং জুমুআ একই দিনে পড়ল। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, যেহেতু একই দিনে দু'টি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে, তাই দু'টি নামায একত্রে আদায় করা হবে। এরপর তিনি (রা.) উভয় ঈদের জন্য দুই রাকাত দুপুরের আগে আদায় করেন। এরপর আসরের নামায পর্যন্ত আর কোন নামায আদায় করেন নি, অর্থাৎ সেই দিন কেবল আসরের নামায আদায় করা হয়েছে। এই বিষয়ে এখনো আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'ও এটিই বলেছিলেন এবং এই বিষয়ে গবেষণাও করেছিলেন। প্রথমে আমার মনে হচ্ছিল প্রয়োজন নেই। পরবর্তিতে দেখলাম যেহেতু মহনবী (সা.)-এর ব্যাবহারিক জীবন দ্বারা সাব্যস্ত হয় এমন অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না যে জুমুআর নামাযের পাশাপাশি যোহরের নামাযও বাদ দেয়া হয়েছে। এটিই একমাত্র বর্ণনা যেটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের করেছিলেন। এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের ফিকাহ্‌র পুনঃপরিমার্জনের কাজ চলছে। আমার মনে হয় এ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বের সাথে দেখার প্রয়োজন রয়েছে, যোহরের নামাযও পড়তে হবে না– এটি কত দূর সঠিক? জুমুআ পড়তে হবে না, এটি ঠিক আছে, কিন্তু যোহরের নামাযও পড়াতে হবে না– এ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত ব্যতীত মহানবী (সা.) কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন হতে সরাসরি এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না অথবা আমি যতটা গবেষণা করিয়েছি তাতে এখনও চোখে পড়ে নি।

জুমুআর দিন গোসল করার ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জুমুআর দিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) (মসজিদে) প্রবেশ করলে হযরত উমর (রা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইঙ্গিতে বলেন, মানুষের কী হয়েছে যে, আযান হওয়ার পরও তারা বিলম্বে আসে! একথা শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তো আযান শোনামাত্রই ওজু করে চেলে এসেছি। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, শুধু ওজু? আপনি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেন নি যে, তোমাদের কেউ যদি জুমুআর উদ্দেশ্যে আসে, তার গোসল করা উচিত। পানির ব্যবস্থা থাকলে বা (পানির) সুবিধা থাকলে গোসল করা আবশ্যক।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্য সাহাবীদের তুলনায় হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত মারফু হাদীসের সংখ্যা অনেক কম। তাঁর সর্বমোট রেওয়ায়েতের সংখ্যা ১৪৬, যার মাঝে ৩টি হলো মুত্তাফেক আলাইহে, অর্থাৎ বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। আর ৮টি শুধু বুখারীতে রয়েছে এবং ৫টি কেবল মুসলিম শরীফে রয়েছে। এভাবে সহীহায়েন-এ তাঁর বর্ণীত মোট ১৬টি হাদীস রয়েছে। তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত কম হওয়ার কারণ হলো, তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) হাদীস রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন, মহানবী (সা.)-এর বরাতে কোন কথা বলার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বাধ সাধে তা হলো, অন্য সাহাবীদের তুলনায় আমার স্মৃতিশক্তি হয়ত দৃঢ় নয়। তিনি বলেন, কোন কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাকে বাধা দেয় তা হলো, এমনটি যেন না হয় যে, অন্য সাহাবীদের তুলনায় আমার স্মৃতিশক্তি দৃঢ় না হওয়ার কারণে হয়ত তাদের কথা-ই সঠিক হবে । এজন্য আমি রেওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধান। তিনি বলেন, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমন কোন বিষয় আরোপ করবে যা আমি বলি নি, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিবে। এজন্য হযরত উসমান (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.)-এর বক্তব্য হলো অন্য কোন সাহাবীকেই আমি হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে সম্পূর্ণ কথা বলতে দেখি নি, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভয় পেতেন। হুমরান বিন আবান বলেন, একবার হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) ওজু করার জন্য পানি আনিয়ে নেয়ার পর কুলি করেন ও নাকে পানি দিয়ে (নাক পরিষ্কার করেন), তিন বার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, দুই হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও উভয় হাতের উপরের অংশ মাসাহ্ করেন, অতঃপর তিনি হেসে উঠেন। এরপর তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা কি আমাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করবে না? তখন তারা বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন হেসেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি যে, তিনি এই স্থানেরই আশেপাশে পানি আনিয়ে, ঠিক সেভাবে ওজু করেন যেভাবে আমি ওজু করেছি, অতঃপর তিনি হেসে ওঠেন এবং সাহাবীদের বলেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তোমরা কি আমার কাছে জানতে চাইবে না যে, আমি কি জন্য হেসেছি? তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে হেসেছেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, মানুষ যখন ওজুর পানি আনিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন আল্লাহ্ তার সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন যা মুখমণ্ডলের দ্বারা সংঘটিত হয়, এরপর সে যখন তার হাত ধৌত করে তখনও এমনই হয়, এরপর সে যখন তার মাথা মাসাহ্ করে বা মুছে তখনও এমনটিই ঘটে আর সে যখন তার পা পরিস্কার করে তখনও এমনই হয়। এই রেওয়ায়েতটি আসলে ওজুর প্রথম রেওয়ায়েতের সাথেই বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল, যাহোক এখন বর্ণনা করা হলো।

হযরত উসমান (রা.)-এর বিয়েশাদি এবং সন্তানসন্ততি সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে সে অনুসারে তিনি (রা.) ৮টি বিয়ে করেছিলেন। সবগুলো বিয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর করেছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী এবং সন্তানসন্ততির নাম নিম্নরূপ–

১. রসূল (সা.) তনয়া হযরত রুকাইয়া, যার গর্ভে তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান জন্মগ্রহণ করেন। ২. রসূল (সা.) তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত রুকাইয়া-র মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা.) তাকে বিয়ে করেন। ৩. হযরত ফাখতা বিনতে গাযওয়ান, যিনি হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর বোন ছিলেন। তাঁর গর্ভে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় তার নামও আব্দুল্লাহ্ ছিল আর তাকে আব্দুল্লাহ্ আল আসগার নামে ডাকা হতো। ৪. হযরত উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব আসদিয়া, যার গর্ভে আমর, খালেদ, আবান, উমর এবং মরিয়মের জন্ম হয়। ৫. হযরত ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ মাখযুমিয়া, যার গর্ভে ওয়ালিদ, সাঈদ এবং উম্মে সাঈদের জন্ম হয়। ৬. হযরত উম্মুল বানীন বিনতে ওয়ায়না বিন হিসন্ হাযারিয়া, যার গর্ভে তার পুত্র আব্দুল মুলক-এর জন্ম হয়। ৭. হযরত

রামলা বিনতে শায়বা বিন রাবিয়া, যার গর্ভে আয়েশা, উম্মে আবান এবং উম্মে আমরের জন্ম হয়। ৮. হযরত নায়েলা বিনতে ফারাফেসা বিন আহফাস, যিনি পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলেন, কিন্তু রুখসাতানা বা স্বামীগৃহে আসার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তম মুসলমান প্রমাণিত হন। তার গর্ভে তার কন্যা মরিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, আম্বাসা নামে একটি পুত্রসন্তানও (তার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করেছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় তাঁর সাথে ৪ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন– হযরত রামলা, হযরত নায়েলা, হযরত উম্মুল বানীন এবং হযরত ফাখ্‌তা। কিন্তু অন্য এক রেওয়ায়েত অনুসারে অবরোধের দিনগুলোতে হযরত উসমান (রা.) হযরত উম্মুল বানীন-কে তালাক প্রদান করেছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সূরা নূরের তফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মা'রেফাত তথা তত্ত্বজ্ঞানের একটি নূর বা জ্যোতি রয়েছে যার মাধ্যমে ভালো–মন্দের পার্থক্য করা যায়। এই নূর সেসব গৃহে থাকে যেসব গৃহে দিবারাত্রি আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র বা স্মরণ করা হয়। সেখানে যারা বসবাস করে তারা ব্যবসায়ী, তাদের ঘর ছোট, কিন্তু কোন একদিন আল্লাহ্ তা'লা তাদের গৃহ সুপ্রস্ত করবেন। অতএব এই কুরআন শরীফের সংকলক হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.)। হযরত উসমান (রা.) হলেন এর প্রচারক। এরপর রয়েছেন হযরত আলী (রা.), যার মাধ্যমে সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমিও সরাসরি হযরত আলী (রা.)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের কোন কোন মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই রুকূগুলোতে একথাও বলে দিয়েছেন যে, খিলাফত আনসারদের মধ্যে নয় বরং মুহাজেরদের মধ্যে হবে। অতঃপর বলেন, আর তাদের বিপক্ষে মুসলামানরাও দাঁড়াবে এবং কাফেররাও। অতএব হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিরোধিতাও এভাবেই হয়েছিল। কেউ কেউ খিলাফতের পক্ষে ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা দুই দলেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, একটি দল হলো তারা, মরুর মরীচিকাকে পানি মনে করে, আর দ্বিতীয় দলটি হলো তারা, যারা শরীয়তের সমুদ্রে অবস্থান করেও বিরোধিতা করবে। পরিণতি যা হবে তাহলো পশুপাখি তাদের মাংস ভক্ষণ করবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত উসামা (রা.)-র সাথে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। অপরদিকে আরবের যত্রতত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় লোকেরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল, এমন সময় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে মক্কাবাসীদের বলেন, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তোমরা সবার পিছনে ছিলে, অথচ এখন মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছ? এতে তারা বিরত হয়। এরপর তিনি বলেন, إِذَا فَرِيقٌ مِّن هُم مُّعرِضُونَ আয়াতে যে দলের কথা বলা হয়েছে তারা হযরত আবু বকর- হযরত উমর- হযরত উসমান ও হযরত আলী- তথা কারো যুগে, বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয় নি। এই দলটি কখনো সফল হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি ছিল سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا পন্থি দল, যারা বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে, সর্বদা সফল হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি যা জানি তা হলো, কোন ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ তার মাঝে আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তারা নশ্বরজগতকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবন তারা খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত যুন্নুরাইন, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) আর হযরত আলী মুর্তজা (রা.), সকলেই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.), যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন আর একইভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত ব্যক্তি না হতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতকেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা দুষ্কর ছিল।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে আর তৃতীয়জন, যিনি যুন্নুরাইন, তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনানী করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে, তাঁদের সুনিশ্চিত সত্যতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে না, বরং তাদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তাদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে উদ্যত হয় আর তাদেরকে গালমন্দ করে, আমি তাদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমান নষ্টের আশঙ্কা করি। যারা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছে এবং অপবাদ আরোপ করেছে, তাদের পরিণতি হয়েছে হৃদয়ের কঠোরতা এবং রহমান খোদার ক্রোধভাজন হওয়া। আমি বারবার অভিজ্ঞতা করেছি আর আমি এটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশও করেছি যে, এসব সৈয়্যদ উম্মতের শিরোমনির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা কল্যাণের উৎস খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয় আর

তার জন্য জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জাগতিক ভোগবিলাস ও কামনা-বাসনার মাঝে পরিত্যাগ করেন এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার গহ্বরে নিক্ষেপ করেন আর তাদেরকে নিজ দরবার থেকে দূরে ও বঞ্চিত রাখেন।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে তা তিন সাহাবীর মাধ্যমেই হয়েছে, অর্থাৎ হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মাধ্যমে। এরপর শিয়াদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা তোমাদের গালমন্দ শুনে অভিযোগের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না! কেননা তোমরা গুটিকয়েকজন বাদে সকল সাহাবীকে গালি দিয়ে থাক। অধিকন্তু তোমরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাক আর মনে কর যে, আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন শরীফে কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। আরো বলে থাক যে, এটি 'বিয়াযে উসমান' বা উসমান রচিত গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। তোমরা ইসলামকে এমন এক মরুভূমির ন্যায় মনে করেছ যার মাটি শুষ্ক এবং ফসলশূন্য, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ বলতে এখানে কেউ নেই।

তিনি (আ.) আরো বলেন, অতএব হে সীমালঙ্ঘনকারীরা! তোমাদের হাত থেকে কোন্ সম্মান নিরাপদ রয়েছে? এরপর তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে খিলাফত সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দান করা হয়েছে আর গবেষকদের ন্যায় আমি এই বাস্তবতার গভীরে অবগাহন করেছি এবং আমার প্রভু আমার নিকট এটি প্রকাশ করেছেন যে, (আবু বকর) সিদ্দীক, (উমর) ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মনোনীত করেছেন এবং যাদেরকে রহমান খোদার পুরস্কারে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্করতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন, গ্রীষ্মের ভরদুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভ্রুক্ষেপ করেন নি, বরং সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবকদের (প্রেমাসক্তির) ন্যায় তারা ধর্মপ্রেমে বিভোর হয়েছেন আর আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি, বরং বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক খোদার ভালবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের কর্মে সৌরভ আর কাজে রয়েছে সুবাস। আর এসবই তাদের সুমহান মর্যাদার বাগান ও তাদের পুণ্যের বাগিচার প্রতি পথনির্দেশ করে। আর সেগুলোর প্রভাত সমীরণ নিজ সুরভিত গতির মাধ্যমে তাদের গুপ্ত গুণাবলীর সংবাদ প্রদান করে এবং তাদের জ্যোতিসমূহ আপন পূর্ণ প্রভায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা ঔজ্জ্বল্য ও চমককে তাদের মনলোভা সুগন্ধির মাধ্যমে অনুধাবন কর এবং তাড়াহুড়া করে কুধারণার অনুসরণ করো না। হরেক রকম রেওয়ায়েতের ওপর ভরসা করো না, কেননা সেগুলোতে অনেক বিষ ও বড়ই বাড়াবাড়ি বিদ্যমান এবং সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেগুলোর মাঝে বহু রেওয়ায়েত উলটপালটকারী আর মিছে ঝড় ও বৃষ্টির আভাস প্রদানকারী বিদ্যুৎচমকের সাথে সাদৃশ্য রাখে। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর আর সেসব রেওয়ায়েতের অনুসারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

এরই সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে হযরত উমরের স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে। আজ আমি প্রথমত যেটি উল্লেখ করতে চাই তা হলো, আল-ইসলাম কুরআন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নতুন ওয়েবসাইট এর প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত করেছে, holyquran.io। এই ওয়েবসাইটটি আল-ইসলাম থেকে আলাদাভাবে দেখা যাবে। যে কোন সূরা, আয়াত, শব্দ বা বিষয়কে আরবী, ইংরেজী অথবা উর্দূ ভাষায় এক নতুন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। আর অনুসন্ধানের ফলাফল আহমদী ও অ-আহমদী অনুবাদের সাথেও দেখা সম্ভব। প্রতিটি আয়াতের সাথে তার তফসীর, সংশ্লিষ্ট বিষয় ও আয়াত দেখা সম্ভব। এটিকে আরো সমৃদ্ধ করার কাজ চলছে, আর এর পরবর্তী অংশ ইনশাআল্লাহ্ ২০২১ সালের জলসা সালানা যুক্তরাজ্য পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যাবে। এছাড়া আল-ইসলাম ওয়েবসাইটে কুরআন পড়া, শুনা এবং অনুসন্ধানের ওয়েবসাইট readquran.app এরও নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে ইংরেজী তফসীরের পাশাপাশি তফসীরে সগীরের নোট, ইংরেজী শাব্দিক অনুবাদ, বিষয়সূচী এবং আরো অনেক উপকারীর বিষয়াদির যোগ করা হয়েছে যা দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে উপকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি এই প্রজেক্ট পবিত্র কুরআনের সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীময় প্রচারের কারণ হোক, আর জামা'তের সদস্যরাও এগুলো থেকে পুরোপুরি কল্যাণ লাভকারী হোক।

একইসাথে আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন, তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদেরও আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়তা দান করুন এবং সেখানকার অবস্থায় পরিবর্তন সৃষ্টি করুন।

এখন আমি কতিপয় প্রয়াতের উল্লেখ করব তাদের জানাযাও পড়াব। বহু আবেদন আসে, এখানে সবার উল্লেখ করা এবং জানাযা পড়ানো কঠিন। যাহোক, কয়েক জনের উল্লেখ আমি করছি, অন্যদের আমি দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে

নিয়েছি, নাম নেয়া ছাড়া-ই তারাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার মাগফিরাত করুন ও তাদের প্রতি কৃপা করুন। যাহোক, যাদের স্মৃতিচারণ করব এখন তাদের উল্লেখ করছি। তাদের মাঝে একজন হলেন, মোকাররম মুহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেব । তিনি ঢাকা, বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মরহুম অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীর্ঘকাল ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতাদের সাথে ক্লাসের ব্যবস্থা করার জন্য দূরদূরান্তের বিভিন্ন জামা'ত নিয়মিত সফর করতেন। যতদিন অসুস্থতা তাকে অপারগ করে নি নিয়মিত মসজিদে যেতেন । মরহুম ওসীয়ত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

পরবর্তী প্রয়াত ব্যক্তি হলেন একজন ভদ্রমহিলা মুখতারা বিবি সাহেবা, যিনি রাবওয়ার দারুল-ইয়ামান নিবাসী রশীদ আহমদ আঠওয়াল সাহেবের সহধর্মিণী এবং বুর্কিনা-ফাসোর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনের প্রিন্সিপাল নাঈম বাজওয়া সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন। তিনি গত ১৬ জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি পশ্চিম দারুল ইয়ামান-এর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসলিসে আমেলাতে মোটের উপর সতের বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন দেশে আর্থিক কুরবানি করার সৌভাগ্য তার লাভ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে লক্ষ লক্ষ রুপি আর্থিক কুরবানি করারও সৌভাগ্য দান করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্বেও যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ খুলেন, তখন জিজ্ঞেস করেন যে, আমার চুড়িগুলো কোথায়? আর তৎক্ষণাৎ নিজ পুত্রকে বলেন, এই চুড়িগুলো বিক্রি করে তুমি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে দিয়ে আস, যেন তিনি তা দিয়ে এম.টি.এ.-র ব্যবস্থা করেন বা ডিশ লাগিয়ে দেন। এগুলোর মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ রুপি।

১৯৯৫ সালে জার্মানীতে তার দুই পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সেই শোক সহ্য করেন এবং কখনো সেই দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন নি, কোন অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি; এই শোকাবহ ঘটনায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। তবলীগ করার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল; রাবওয়ার আশেপাশের গ্রামগুলোতে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন। কুরআন শরীফের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল; নিজে নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার পাশাপাশি এলাকার শিশুদেরও কুরআন শরীফ ও 'ইয়াসসারনাল কুরআন' পড়িয়েছেন। মরহুমা ওসিয়্যত করেছিলেন; স্বামী ছাড়া এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার তিন কন্যা লন্ডনে আছেন, এক কন্যা আছেন বুর্কিনা ফাসোতে। এখানেও যে কন্যারা রয়েছেন, তারা জামা'তের কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মঞ্জুর আহমদ শাদ সাহেবের, যিনি গত ১৭ জানুয়ারি তারিখে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় ১৯০৩ সালে তার পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে, যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করম দীনের মামলার কাজে জেহলাম গিয়েছিলেন। শাদ সাহেব ১৯৫৬ সালে করাচীতে স্থানান্তরিত হন, সেখানে তিনি করাচীর জেলা কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ায় খুব ভালো কাজ করেন। এরপর ড্রিগ রোড কলোনী জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও করাচীর নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে 'সাখ্‌খার'-এ যে প্রতিনিধিদল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে-কে স্বাগত জানিয়েছিল, সেই প্রতিনিধিদলেও তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হুযূর রওয়ানা না হওয়া পর্যন্ত এয়ারপোর্টেই অবস্থান করেন। ২০১০ সালে তিনি লন্ডনে স্থানান্তরিত হন। এখানে বায়তুল ফুতুহ্ হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীতেও নিয়মিত সময় দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'নরবারি' জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত ও সেক্রেটারী তরবিয়ত নও-মোবাঈন হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুম ওসীয়ত করেছিলেন। তার দু'জন পৌত্র এবং একজন দৌহিত্র মুরব্বী এবং এখানে যুক্তরাজ্যেই কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা যুক্তরাষ্ট্রের আব্দুর রহমান সলিম সাহেবের সহধর্মিণী হামীদা আখতার সাহেবার, যিনি গত ১৯ জানুয়ারি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আল্লাহ্ তা'লা মরহুমাকে দীর্ঘকাল অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচী ও রাওয়ালপিন্ডিতে কাজ করার সৌভাগ্য দান করেন; জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবেও, লাজনা প্রেসিডেন্ট হিসেবেও আর কিয়াদতের নিগরান হিসেবেও। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন, সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। সারা জীবন নামাযে নিয়মিত ও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। কুরআন পঠন-পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। নিজের সন্তানদের ও অন্যের সন্তানদেরও কুরআন পড়িয়েছেন। তার ওমরাহ করারও সৌভাগ্য হয়েছিল। মরহুমা

মূসীয়া ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পাঁচজন পুত্র ও দুইজন কন্যা রেখে গেছেন। তার সন্তানদের মাঝেও অনেকেই ধর্মের সেবক রয়েছে আর জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবার সুযোগ পাচ্ছেন। ডাক্তার আব্দুস সালাম সাহেব, ডাক্তার খলীক মালেক সাহেব রয়েছেন; তারা বেশ ভালো কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মুকাররম নাসের পিটার লুতসিন সাহেবের, যিন একজন জার্মান আহমদী। তিনি গত ২০ জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তার কন্যা বলেন, ১৯৮৩ সালে একদিন আমার পিতামাতা হ্যানোভার শহরের কেন্দ্রীয় বাজার অতিক্রম করছিলেন; তখন তাদের দৃষ্টি একটি স্টলের ওপর পড়ে যা শুধুমাত্র একটি টেবেলে সাজানে ছিল এবং যার ওপর কিছু পরিচিতিমূলক পুস্তক পড়ে ছিল আর এর পিছনে কয়েকজন ভিনদেশি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সাথে পরিচয় হলে জানা যায় যে, এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী আহমদীয়া জামা'তের তবলীগী স্টল। তিনি সেই যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং বইপুস্তকও সাথে নিয়ে যান। বইপুস্তক পাঠ করার পর পুনরায় তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ করেন। সেই তিনজন আহমদী তাদেরকে ঘরে খাবারে আমন্ত্রণ জানায়। রমজান মাস ছিল; ইফতারিতে আমার পিতামাতা তাদের ঘরে যান। তারা মেঝেতে পুরাতন পত্রিকা বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করেছিল। বসার কোন স্থান ছিল না, মেঝের কার্পেটে পত্রিকা বিছিয়ে তাতে খাবার পরিবেশন করেছিলেন। আমার পিতামাতার খাবার খুবই পছন্দ হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাদের সরলতা ও আতিথেয়তা তারা অনুভব করেন, এর স্বাদ বেশি পেয়েছেন। খাবারের পরও তাদের আলোচনা হয়। এরপর ঘরে আসা-যাওয়া আরম্ভ হয় এবং কয়েকমাস পড়াশোনা ও গবেষণা পর ১৯৮৪ সালে আমার পিতামাতা বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রবেশ করেন। এ উপলক্ষটি ছিল ঈদের। তিনি বলেন, স্থানীয় বন্ধুদের সাথে মোহতরম নাসের সাহেব হ্যামবুর্গ যান এবং বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একবার জলসা সালানাতেও বক্তৃতা করার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। তিনি আরো লিখেন, আমার মায়ের ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং সত্য ধর্ম খোঁজার আগ্রহই তাকে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে। অতঃপর জীবন্ত খোদার সাথে তার জীবন্ত সম্পর্কও সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকবার দোয়া কবুল হবার নিদর্শন তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লাও কীভাবে নিদর্শন দেখান! তিনি বলেন, আমার মায়ের এক চোখ নষ্ট ছিল। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় তিনি অংশগ্রহণ করেন, তখন হঠাৎ করে তার দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ফিরে আসে। পূর্বে এক চোখ পুরোপুরি দৃষ্টিহীন ছিল, কিন্তু এরপর সে চোখেই অল্প অল্প দেখতে শুরু করেন। তিনি বলেন, যার একটি চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য এটা নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। আর এই মোজেযা এগারো বছর দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত থাকার পর লাভ হয়, যার ব্যাপারে তিনি বলতেন শুধুমাত্র দোয়ার কারণে এবং জলসায় এসে দোয়া করার ফলে এই কল্যাণ আমি লাভ করেছি। লন্ডনে একজন জার্মান আহমদী খাদিজা সাহেবার ঘরে তারা অবস্থান করতেন। একদিন আমার পিতামাতা তাদের বাসা থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হয়ে কিছুটা দূরে চলে যান। ফিরে আসার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে তাদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখানে গাড়ি অনেক বেশি ছিল এবং কিছু বুঝা যাচ্ছিল না যে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। যখন আরো অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং রাস্তাও হারিয়ে ফেলেন, তখন আমার মা বলেন, চল আমরা দোয়া করি। দোয়া শেষ করা মাত্রই দেখতে পান যে, মোহতরমা খাদিজা সাহেবার জামা'তা নিজের গাড়ি নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, আসুন! গাড়িতে বসুন। আমি আপনাদেরকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। দোয়া কবুল হবার এ দৃশ্য তাদের ঈমানকে আরো সতেজ ও দৃঢ় করেছে।

জার্মানির মুরব্বী লেইক মুনির সাহেব লিখেন, লিতসিন সাহেবের পুরো পরিবার আহমদী ছিলেন। তখন আমরা বলতাম, জার্মানির আহমদী পরিবার বলতে একমাত্র এরাই আছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, স্বল্পভাষী, ভদ্র মানুষ ছিলেন। আর্থিক কুরবানীতে লিসতিন সাহেব সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। বিভিন্ন তবলিগী অধিবেশনে বক্তব্য দিতেন। তার সম্মুখে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করা হত, তখন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। এক তবলিগী সভায় মরহুম ইসলামী শিক্ষা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন যে, সত্তর বছর বয়স্ক একজন জার্মান আমার কাছে আসেন আর বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আজ আমি যতটা জ্ঞান লাভ করেছি, ইতিপূর্বে তা আমি কখনোই লাভ করি নি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও আহমদীয়াতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

পরবর্তী জানাযা কানাডা নিবাসী মুকাররামা রাযিয়া তানভীর সাহেবার যিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মুরব্বী সিলসিলাহ, খলীল আহমদ তানভীর সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। ২৭ জানুয়ারি ৫৮ বছর বয়সে তিনি কানাডায় পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি ক্যান্সারের রোগী ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই মরহুমার ধর্মীয় কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল আর আমৃত্যু তা বজায় ছিল। তিনি

২২ বছর পাকিস্তানের লাজনা ইমাইল্লাহ্ অফিসে এবং মাসিক মিসবাহ্ পত্রিকা অফিসে বিভিন্ন বিভাগে হিসাব রক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। রোগাক্রান্ত হবার আগ পর্যন্ত এই সেবাদান অব্যাহত ছিল। হযরত ছোটি আপা সাহেবার সাথে তাঁর অনেক কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং অনেক কিছু শেখারও সুযোগ হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে দোয়া লাভ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়ার্দ্র আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা মিয়াঁ মঞ্জুর আহমদ গালেব সাহেবের যিনি সারগোধা জেলার দোদাহ্ নিবাসী মিয়াঁ শের মোহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ৭ ফেব্রুয়ানি তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ১৯৫৫ সালে তার বড় ভাইয়ের আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরপর বড় ভাইয়ের সাথে তিনি রাবওয়া আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং সেখানে গিয়ে নিজেও বয়আত গ্রহণ করেন। বেলজিয়ামে বসবাসরত তার ছেলে বশীর আহমদ সাহেব বলেন, পিতা খিলাফতের নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন এবং খিলাফতের আনুগত্যে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন না বরং অক্ষরে অক্ষরে আমল করা কর্তব্য জ্ঞান করতেন আর আমি ব্যক্তিগতভাবেও তাকে চিনতাম, তিনি নিশ্চিতরূপে একান্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সেবা করতেন ও খিলাফতের আনুগত্যকারী ছিলেন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদানকারী, ধর্মের সেবক, অতিথিপরায়ণ, অত্যন্ত দরবেশ প্রকৃতির মানুষ, দরিদ্রের লালন-পালনকারী, মিশুক, অতিব স্নেহশীল এবং সর্বজন প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় সারগোধা জেলার খোদ্দামুল আহমদীয়ার আনসারুল্লাহ্ অঙ্গসংগঠনে এরপর জেলা পর্যায়ে জামা'তের সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ আর সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য হয়েছে। অতি উত্তমরূপে তিনি সেবা প্রদান করেছেন। তার একজন পৌত্র সফীর আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে বর্তমানে এখানে পি, এস অফিসে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা মোহতরমা বুশরা হামীদ আনোয়ার আদনী সাহেবার যিনি ইয়েমেনের হামীদ আনোয়ার আদান সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। আমাদের এমটিএ'র স্বেচ্ছাকর্মী মুকাররম মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার সাহেবার মা ছিলেন আর এমটিএ'র ডাইরেক্টর প্রোডাকশন মুনীর আহমদ ওদেহ্ সাহেবের শ্বাশুড়ি । গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ৬৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব দেয়ালভী এবং হযরত হুসাঈন বিবি সাহেবার পৌত্রী ছিলেন। এমটিএ'তেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। লেকা মা'আল আরাব অনুষ্ঠানের সমস্ত ড্যাটা ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন আর পাশাপাশি (এমটিএ) আল্ আরাবিয়াতেও দায়িত্বপালন করেছেন। জামা'তের সব ধরনের কাজ করে তিনি আনন্দ বোধ করতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসূলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা মোহতরমা নূরুস্ সুবাহ্ যাফর সাহেবার যিনি কেনিয়ার এলডোরেড এ কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আফযাল যাফর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৫ মার্চ, ৬২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি প্রয়াত মওলানা মুহাম্মদ সাঈদ আনসারী সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্'র সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। মরহুমা ইংল্যাণ্ডের নাসীম বাজওয়া সাহেবের শ্যালিকা ছিলেন। তার স্বামী মুহাম্মদ আফযাল সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদ গুযার এবং নিয়মিত প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দোয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। তিনি নিজেও সর্বদা দোয়ায় মগ্ন থাকতেন এবং সন্তান-সন্ততিকেও দোয়া করার উপদেশ দিতেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত যুগ-খলীফার খুতবা শুনতেন এবং সন্তানদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে পুনরায় সেখান থেকে নির্বাচিত পয়েন্টগুলো তাদেরকে বলতেন। হাদীস, ইতিহাস এবং জামা'তের বইপুস্তক থেকে বিভিন্ন ঈমানবর্ধক ঘটনা বেশি বেশি বাচ্চাদেরকে শোনাতেন আর সর্বদা ধর্মের কাজ করা ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন আর চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে খুব্ই নিয়মিত ছিলেন। প্রতিটি আর্থিক কুরবানীর তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করতেন। অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক উদার মনের অধিকারিণী করেছিলেন। তিন আরও বলেন, মরহুমার সাথে আমার ২১ বছরের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ছিল। যাফর সাহেব যখন ফিজি'তে মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন তখন তার প্রথমা স্ত্রী একটি দুর্ঘটনায় তিন মেয়ে এবং এক ছেলে অর্থাৎ চার সন্তানসহ শহীদ হন। মরহুমার সাথে যাফর সাহেবের এটি দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। প্রথম স্ত্রীর দুই মেয়ে জীবিত ছিল যাদেরকে তিনি মায়ের আদর দিয়েছেন, যার উল্লেখ করে স্বয়ং সেই মেয়েরা বলেছে, তিনি আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেন নি যে, আমাদের মা নেই। তিনি সর্বদা তাদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন এবং পড়ালেখাও শিখিয়েছেন। যাফর সাহেব বলেন, তিনি যে কেবল মেয়েদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন তা-ই নয়

বরং প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সাথেও এতটা উত্তম আচরণ করেছেন যে, তারাও তার উত্তম ব্যবহারের কারণে তার ভূয়সী প্রশংসা করে। তার এক মেয়ে বলেছে, আমাদের জীবনে তিনি এক আলো, আশ্রয় এবং মমতাময়ী মা হিসেবে এসেছিলেন। আর তিনি আমাদেরকে এত ভালবাসা ও আদর দিয়েছেন যে, আমরা কখনো জন্মদাত্রী মায়ের অভাব বোধ করি নি। তার নিজেরও একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তিনি কখনো তিন মেয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী মহিলা ছিলেন। আমাদেরকে খোদা তা'লার সত্তায় পূর্ণ আস্থা, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় শিক্ষামালা মেনে চলার উপদেশ প্রদান করতেন। সর্বদা আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রাধান্য দেয়ার গুরুত্ব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়সুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা সুলতান আলী রেহান সাহেবের যিনি যুক্তরাজ্যস্থ কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্কে কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেবের পিতা ছিলেন। তিনি ২৬ মার্চ, ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মুহাম্মদ আহমদ (নঈম) সাহেব লিখেন, আমার বড় চাচা নিজে গবেষণা করে ১৯৫৮ সালে বয়আত গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি আমার আব্বাকে তবলীগ করেন এবং রাবওয়ার জলসায় প্রেরণ করেন আর দু'একটা বই পড়ার পর তার আব্বাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণের পর উভয় ভাইয়েরই প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। হত্যা করার চেষ্টাও করা হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। মোল্লা-মৌলবীরা গ্রামে এসে (উস্কানী দিয়ে) বলতো, তোমরা এই দু'টি ছেলেকে হত্যা করতে পারছো না? যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রেখেছেন। এতদসত্ত্বেও তারা অআহমদী আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর সাথে শেষ পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তাদের শত্রুতাচরণ সত্ত্বেও তারা তাদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছেন। মরহুমের দুই ছেলে এবং ছয়জন কন্যা সন্তান রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসূলভ আচরণ করুন। মুহাম্মদ আহমদ নাঈম সাহেবও তার পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে নি।

পরবর্তী জানাযা জামা'তের ওয়াকফে জীন্দেগী, জম্মু কাশ্মির প্রদেশের রাজৌরি জেলার কালাবনে কর্মরত মৌলভী গোলাম কাদের সাহেবের যিনি মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি গত ২৬ মার্চ, ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ প্রয়াত মৌলবী গোলাম কাদের সাহেবের পরিবারে তার দাদা মোকাররম বাহাদুর আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছিল। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তার বংশের তেরব্যক্তি এখন জামা'তের কাজে নিয়োজিত আছেন। মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি চৌত্রিশ বছর ছয় মাস জামা'তের কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। যেখানেই মরহুমের পদায়ন হত সেখানেই তিনি অত্যন্ত হাসি মুখে, কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে তালীম-তরবীয়তের দায়িত্ব শেষ অবধি পর্যন্ত পালন করেছেন। তবলীগে ভাল দক্ষতা রাখতেন। তবলীগ-ক্ষেত্রের সকল সমস্যা ও বিরোধীতা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, স্বল্পেতুষ্ট এবং নির্ভীক স্বভাবের মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়া তিনি পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। এক ছেলে বশীরুদ্দিন কাদের জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন।

পরবর্তী জানাযা মাহমুদা বেগম সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মুহাম্মদ সাদিক সাহেব আরেফের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি গত পহেলা এপ্রিল, ৮৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মরহুমা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী উত্তর প্রদেশের মিনপুর জেলার আলীপুরখীড়া নিবাসী হযরত কাজী আশরাফ আলী সাহেব (রা.)-এর পৌত্রি এবং প্রয়াত কাজী শাদ বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন। দরবেশ মুহাম্মদ আরেফ সাদিক সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। মরহুমা তার স্বামীর দরবেশীর যুগে তার সাথে অত্যন্ত ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। অনাহারে থাকতে হলেও সর্বদা ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। কখনো কারো সামনে অভাবের কথা প্রকাশ করতেন না। তিনি এতটা নামাযী ছিলেন যে, অন্তিম অসুস্থার সময়ও তিনি নামাযের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষার উপদেশ দিতেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসূলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা জর্ডানের খালেদ সা'দুল্লাহ্ সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি তার বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নামায ও চাঁদা প্রদানে নিয়মিত এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত ছিলেন। অত্যন্ত সদালাপী, অতিথিপরায়ণ ও মিশুক মানুষ ছিলেন। খুবই শান্ত প্রকৃতির ও স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। যুগ খলীফার কথা তার জন্য চূড়ান্ত কথার মর্যাদা রাখত। নিয়মিত

এমটিএ (দেখতেন) বিশেষ করে জুমুআর খুতবা দেখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা দারুল ফযল রাবওয়ার মোকাররম মুহাম্মদ মুনীর সাহেবের যিনি গত পহেলা এপ্রিল, ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ১৯৭২ সালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) হাতে বয়আত করেছিলেন। তার পরিবারের অন্য কেউ আহমদী ছিল না। এ কারণে পরিবারের সদস্যরা তার ওপরে অনেকবার অত্যাচার-নির্জাতন করেছে, যাতে তিনি আহমদীয়াত ত্যাগ করেন। বরং ২০০৩ সালে তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, আপনি যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনাকে এত টাকা দিব যে, আপনার সন্তানরাও বসে খেতে পারবে। কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের ওপর অবিচল থাকেন। তার মেয়ে কমর মুনীর সাহেবা এখানে আমাদের ইসলামাবাদের এক ওয়াকফে যিন্দেগী কর্মীর স্ত্রী। এবং তার ছেলে তাহির ওয়াক্কাসও ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন।

অত্যন্ত পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। সদা হাসিখুশী থাকতেন, কখনো কোন বিষয়ে রাগান্বিত হতেন না। নিষ্ঠার সাথে পাঁচবেলার নামায পড়তেন আর সময়মত সকল চাঁদা পরিশোধ করতেন। তার (এক) আত্মীয় হাফিয সাঈদুর রহমান সাহেব বলেন, আমার বাবা তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন, তার অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনরা যেহেতু তার সাথে ভালো করতো না তাই তিনি আমার পিতার কাছে চলে আসেন, কাছেই তার দোকান ছিল। নিজের দোকানে তিনি তাকে কাজ শেখান এবং তাদের বাড়ীতেই থাকতে আরম্ভ করেন। বাজামা'ত নামাযের জন্য নিয়মিত মসজিদে যেতেন এবং সামনের সারিতে গিয়ে বসতেন। তবলীগের ক্ষেত্রেও তার মাঝে এতটা আগ্রহ জন্মেছিল যে, নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্রায়ই রাবওয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে চলে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার তার ক্ষমা ও দয়ার্দ্র আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হচ্ছে, রাবওয়ার অন্তর্গত 'দারুল বরকত' নিবাসী মাস্টার নযীর আহমদ সাহেবের। যিনি গত ৪ এপ্রিল, ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তার পিতা সিয়ালকোট জেলার 'দাতাহ্ যায়দ' নিবাসী করম দ্বীন সাহেবের পুত্র মরহুম মিয়াঁ উমর দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল। তিনি ১৫ বছর বয়সে সত্যপথ লাভ করেন এবং ১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের জলসায় গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা লাভ করেছিলেন। এরপর মাস্টার নযীর সাহেব যখন সারগোধা জেলার উত্তর ৯৯- এতে বসবাস করছিলেন তখন ওখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তাকে বয়কট করা হয়েছিল। সেই বিদ্যালয়েই তার নয় বছর বয়সী ছেলে নাসীর আহমদকে এক ছাত্র ছুরিকাঘাতে আহত করে। এ সময় মাস্টার সাহেব পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেন। যাহোক, সে সময় এই ছেলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার ছেলের মরদেহ কবরে সমাহিত করার সময় অনেক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'হে আমার পুত্র! আমার জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, তুমি নিজ দেহে জামা'তের সত্যতার চিহ্ন নিয়ে যাচ্ছ।' তিনি যতদিন ঐ গ্রামে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কোন মুয়াল্লিম বা মুরুব্বীর প্রয়োজন হয়নি, তিনি নিজেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর রাবওয়ার নিকটেই তার পদায়ন হয়, ফলে তিনি রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। সেখানেও তিনি জামা'তের সেবা করতে থাকেন। অসংখ্য ছেলে-মেয়েদের তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শিখিয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ক্বারী আশেক সাহেবের কাছে পবিত্র কুরআনের তারতীল অর্থাৎ শুদ্ধভাবে (কুরআন) পড়ার নিয়ম-কানুন শিখেছেন। এরপর (নিজ) পাড়ায় শুদ্ধ কুরআন শিক্ষার ক্লাস চালু করেন এবং তার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতো যে, এমন কোন ছেলে-মেয়ে যেন না থাকে যারা মেট্রিক পাশ করা সত্ত্বেও কুরআন পড়তে জানে না। যদি এমন কাউকে পেতেন তাহলে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে কুরআন পড়াতেন। অনেক অল্প বয়স থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন আর করোনার কারণে রাবওয়াতে যখন এই নিষেধাজ্ঞা জারী হয় যে, ষাটোর্ধ্ব বয়সের লোকেরা যেন মসজিদে না আসেন, তখন তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাড়ীতেই সকল নামায ও জুমুআ আদায় করতেন। একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তার এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করবেন, আর এমনটিই হয়েছে। তার তিন ছেলে ও সম্ভবত এক মেয়েও রয়েছে। যাহোক, তার তিন ছেলেই ওয়াকেফে যিন্দেগী। ছেলেদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, আমাদের আযীয সাহেব যিনি এখানেই ইসলামাবাদে জামা'তের সেবা করছেন, দ্বিতীয় জন হচ্ছেন, রাবওয়ার মুরুব্বী সিলসিলাহ্ নাসীম আহমদ সাহেব আর তৃতীয় জন হচ্ছেন, নাইজারে কর্মরত জামা'তের মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব সাঈদ আহমদ আদীল সাহেব, তিনিও দাফনের সময় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন। আর এসব ব্যক্তিবর্গের পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন এবং তাদের সৎকাজগুলোকে ধরে রাখার সামর্থ্য দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

২৪ মে, ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ঈদুল ফিতরের খুতবার সারাংশ

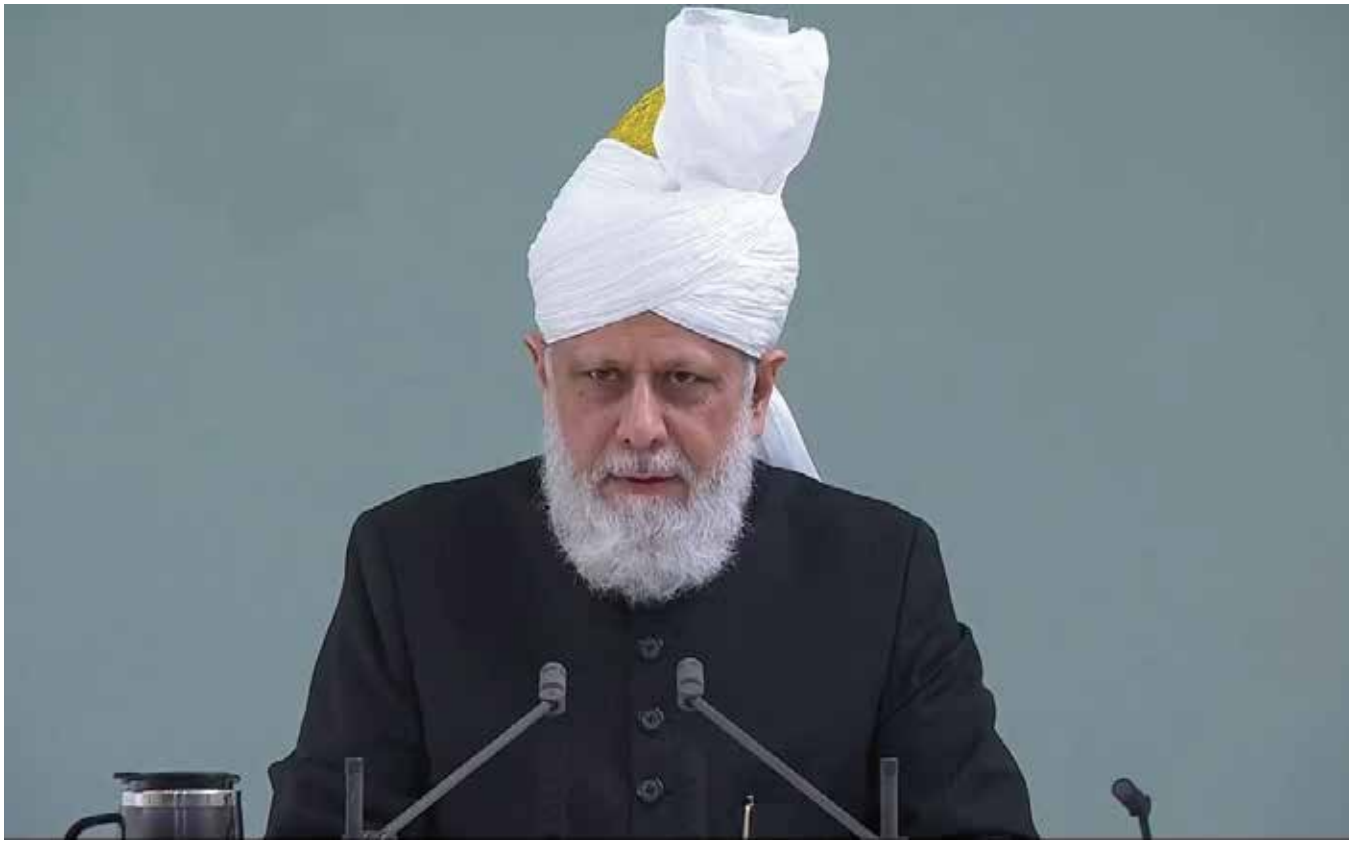

["যারা খোদার সাক্ষাত লাভের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছে, খোদার ভালবাসা লাভের জন্য তাঁর বান্দার সেবা করেছে, হৃদয়কে পবিত্রকরণের মাধ্যমে খোদা ও তাঁর বান্দার সাথে সন্ধি করেছে- এমন বান্দদের জন্য আজ, আগামীকাল এমনকি প্রতিটি মুহূর্তই ঈদ হয়ে থাকে।"]

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার ঈদের খুতবার প্রেক্ষিতে বলেন, ঈদ পালনকারীরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কতিপয় লোক প্রথাগতভাবে বংশ পরম্পরায় দেখাদেখি ঈদ উদ্‌যাপন করে থাকে। কতিপয় লোক এজন্য ঈদ উদযাপন করে থাকে যে, আমরা মুসলমান আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ তোমরা ঈদ উদ্‌যাপন কর। প্রকৃত অর্থে ঈদ খুশির নামান্তর এবং মানুষ তখনই খুশি হয় যখন সে কোন কাজে সফলতা অর্জন করে। যদি সফলতা না থাকে তবে কোন্ বুদ্ধিমানই বা খুশি হয় বরং এর বিপরীতে অসফল হলে কষ্ট পায়। ঈদকেও আমাদের এই দৃষ্টিকোণেই পর্যালোচনা করতে হবে। যারা ঈদ উদ্‌যাপন করে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজ সফলতার দাবী করতে থাকে। যখন এই দাবী আমরা করে থাকি সে সময় একই সাথে আমাদের এবিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, প্রকৃত সফলতা আমরা অর্জন করতে পেরেছি কি? আর মানুষ কি সত্যকে অবলম্বন করতে পেরেছে যে সে ঈদ উদ্‌যাপন করছে?

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা শুধুমাত্র একদিন ঈদের দিন নির্ধারণ করে সেদিন ভাল পোষাক পরিধান করা, ভাল খাবারদাবার খাওয়া ইত্যাদি রীতি পালন করি ও এর জন্য আমরা টাকাও খরচ করে থাকি। এখন এটি চিন্তনীয় বিষয় যে, যে ঈদ উদ্‌যাপন করার জন্য আমরা টাকা-পয়সা খরচ করে থাকি তা আমাদের কিছু দিয়ে যায় কি? যদি তা আমাদের কিছু না দিয়ে যায়, আমরা যদি এথেকে কিছু অর্জন করতে না পারি তবে তা ঈদ হতে পারে না। প্রকৃত ঈদ হচ্ছে আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ ঈদ যা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করার মাধ্যমে কিছু দিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। আর এটিই প্রকৃত ঈদ। কেননা এতে সফলতা প্রত্যাশা হয়। আল্লাহ্ তা'লা ঈদকে এজন্য রেখেছেন যেন তা রোযা কুবল হওয়ার সুসংবাদ দেয়। মানুষের চিন্তা করা উচিত, প্রকৃতপক্ষে আমাদের রোজা কি কবুল হয়েছে? প্রকৃতপক্ষেই কি আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সামর্থ অর্জন করতে পেরেছি? আর যে ইবাদত করতে পেরেছি তা কি আদৌ কবুল হয়েছে? একবার এক লোক দ্রুত নামায পড়া শেষ করে। এটি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা বান্দার অধিকার আদায় করে না তাদের ইবাদত কবুল হয় না। রোযার যদি আল্লাহ্‌র অধিকারের পাশাপাশি বান্দার অধিকার আদায় করা না হয় তবে রোযা কিভাবে গৃহীত হবে? কতিপয় লোক এমন আছেন যারা অসুস্থতা কিংবা অপারগতায় রোযা রাখতে পারেন না কিন্তু যেহেতু তারা অন্যান্য আবশ্যকীয় ইবাদত খোদাভীতির সাথে পালন করে, এজন্য আল্লাহ্ তাদের পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখেন না। এমন ব্যক্তিগণ ঈদও খোদাভীতির সাথেই উদ্‌যাপন করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের খাতায় প্রকৃত ঈদের খুশি লিখে রাখেন। আর কতিপয় লোক এমন আছেন যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখে না অথচ আনন্দে ইফতারী করে থাকে। আর এমন লোকেরা ঈদের নামাযে সবার আগে উপস্থিত হয়ে যায় অথচ তারা ঈদ উদ্‌যাপন করার গুরুত্বই উপলব্ধি করতে পারে না। আমাদের চিন্তা ও প্রণিধান করা উচিত, আমরা কীভাবে ঈদ উদ্‌যাপন করছি!

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ঈদ মূলত তিন প্রকার। প্রথমত তারা যারা খোদার সাক্ষাৎ লাভের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছে, খোদার বান্দার সেবা করেছে, হৃদয়কে পবিত্রকরণের মাধ্যমে খোদা ও তাঁর বান্দার সাথে সমঝোতা করেছে, আর সব কিছুই খোদার নিমিত্তেই করেছে। যারা লৌকিকতা করে রোযা রাখে আল্লাহ্ তা'লা তাদের রোযার পুরস্কার বা প্রতিদান দেন না। যে শুধুমাত্র খোদার স্বার্থে যিকরে এলাহী করেছে, যেকোন কাজ শুধুমাত্র খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করেছে তবে এমন ব্যক্তি খোদাপ্রাপ্ত হয় আর তখন খোদার সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রহরও সমাপ্ত হয়। তখন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাহচর্য লাভ করে। খোদার এমন বান্দারা প্রতিটি মুহূর্ত ঈদের আনন্দ লাভ করে থাকে যারা খোদার নৈকট্য লাভ করে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, দুনিয়াদার ব্যক্তিরা সাময়িক খুশি উদ্‌যাপন করে পুনরায় অস্থিরতার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কিন্তু মিসকীন ব্যক্তিগণ চিরস্থায়ী ঈদের সরঞ্জাম জমা করতে থাকে যা– পরকালেও ঈদের সরঞ্জাম হিসেবে পরিগণিত হবে। এই প্রকৃত ঈদসমূহ তাদের জন্যই যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্টিভাজন ব্যক্তি। যাদের আল্লাহ্ এই দুনিয়ার নিয়ামতরাজিতে ভূষিত করেছেন। যাদের বাহ্যিক পোশাকও সুন্দর, যারা আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নত মোতাবেক সুগন্ধিও লাগায়। তারা বাহ্যিক সম্মান ও মর্যাদার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবেও খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করে থাকে। তারা একদিকে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিয়ামতরাজি থেকে নিজেরা লাভবান হয় অপরদিকে বান্দার অধিকারও আদায় করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পুরস্কারে ভূষিত করে থাকেন। কাউকে এমনভাবে নিজ নৈকট্য প্রদান করে থাকেন যে, তাকে কন্টকময় পথ অতিক্রম করিয়ে নিজ সংস্পর্শে আনেন আর কাউকে পুষ্পমণ্ডিত পথের মাধ্যমে নিজ সংস্পর্শে আনেন। সে ব্যক্তি নির্বোধ যে মনে করে কন্টকমণ্ডিত পথ অতিক্রম করা ব্যক্তিই খোদাকে লাভ করেছে আর সেও নির্বোধ যে মনে করে পুষ্পমণ্ডিত পথ অতিক্রম করা ব্যক্তিই খোদাকে লাভ করেছে। খোদা তা'লার অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে। আর এ সিফাত বা গুণাবলীসমূহকে না বোঝার কারণেই মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি আপত্তি আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকা উচিত। যদি আল্লাহ্ তা'লা অস্বচ্ছলতার মাধ্যমে নৈকট্য প্রদান করতে চান তবে সেই অস্বচ্ছল অবস্থার পরীক্ষাও দেয়া উচিত। নবী করীম (সা.) আল্লাহ্‌র যে নৈকট্য লাভ করেছেন তা কেউ লাভ করে নি আর না কেউ লাভ করবে। শুধুমাত্র ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমেই খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় না। কতিপয় ক্ষুধার্ত লোক এমন আছে যাদের খোদার সাথে কোন সম্পর্ক নেই আর এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা ভাল খাবারদাবার খায় কিন্তু তারা খোদার সাথে সম্পর্ক বঞ্চিত থাকে। এটি স্মরণ থাকা আবশ্যক, খোদার সাথে ভালবাসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধনী বা দরিদ্র হবার সম্পর্ক নেই। এই ভালবাসা খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

তিনি বলেন, যারা শুধুমাত্র নিজের ও নিকটাত্মীয়দের খুশির মাধ্যমেই ঈদ উদ্‌যাপন করে থাকে আর খোদার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিগণ্য করে না তারা নিজেদের ইহাকাল ও পরকাল দুটিই বরবাদ করে ফেলে। আর যারা এই ঈদ থেকে কিছু অর্জন করতে পারে না তাদের ঈদকে প্রকৃত ঈদ বলা যায় না।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কতিপয় পুণ্যবান, খোদাপ্রাপ্ত ও খোদার সৃষ্ট জীবের অধিকার আদায়কারী মানুষ আছেন যারা মনে করেন আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করছি। আর এমন কতিপয় লোকও আছেন যারা প্রকৃত ঈদ লাভ করে নি আর তারাও মনে করে আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করছি। কিন্তু তৃতীয় এক শ্রেণির লোকও আছে যারা এ দুই শ্রেণী থেকে ভিন্ন চিন্তাধারার।

যারা মনে করে তারা গুনাহগার, তাদের হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক ঘটে আমরা রোযা তো রেখেছি কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য আদায় করতে পারি নি তারা লজ্জিত থাকেন। তারা নামাযও পড়েন একই সাথে লজ্জিতও হন যে খোদার নির্দেশিত শর্তানুসারে আমরা নামায আদায় করতে পারি নি। তারা মনে করে ঈদের দিনও তো আমরা রীতি অনুযায়ী ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে উত্তম পোষাক পরিধান করে নামাযে চলে এসেছি। কিন্তু তাদের হৃদয় ব্যথিত থাকে। তাদের হৃদয় গুনাহ সমূহের কারণে অনুতপ্ত ও লজ্জায় পরিপূর্ণ থাকে। তাদের আত্মা ভর্ৎসনা করতে থাকে, তোমরা কি বা আমল করেছ, এ অবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র দিকে সিজদাবনত হয়, অনুতপ্ত বোধ করে, আর এই অনুভূতি তাকে অস্থির করে ফেলে। আর এর ফলে খোদা তাদের নিকট দৌড়ে আসেন। বান্দা তওবা করলে আল্লাহ্ সে ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন যার উটনি মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে আর তা পুনরায় সে খুঁজে পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের অনুশোচনা ও অনুতপ্ততা সম্পর্কে জানেন। সেই বান্দা যার পা নেই সে অনুতাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে যে, সে মাটিতে পড়ে আছে তাকে যেন উঠানো হয় এবং খোদা নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আমাদের এটি চেষ্টা থাকা উচিত, যদি আমরা প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারি তবে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের মাঝে আমরা যেন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই আর এটি এমন কোন শ্রেণীও নয় যার কারণে মানুষের সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয়। পরিপূর্ণ অনুশোচনা, পরিপূর্ণ অসহায়ত্ব, পরিপূর্ণ দুঃখ ও কষ্ট যে মানুষের মাঝে বিরাজমান থাকে সে খোদার হয়ে যায়। যারা আল্লাহ্‌কে পেয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করুন অথবা কমপক্ষে তাদের মতো হয়ে যান যারা অনুতাপ বোধ করে এবং তাদের এই কষ্টের কারণে নিজ হৃদয়কে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে যে, আরশের মালিক স্বয়ং তাদের এই অবস্থা দেখে চলে আসেন। আর তাদেরকে উঠিয়ে ভালবাসার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। এটাই সেই ঈদ যা আনন্দ দিয়ে থাকে আর যা ব্যয়ের পরিবর্তে পুরস্কাররাজিতে ভূষিত করে। মানুষকে খোদার অধিকারসমূহ ও খোদার বান্দার অধিকারসমূহের সঠিক অর্থ অনুধাবন করানোর চেষ্টা করা উচিত। আর এর মাধ্যমেই আমাদের ঈদ্‌সমূহ প্রকৃত ঈদে পরিণত হবে। সবাইকে ঈদ মোবারক ও আসসালামু আলাইকুম।

তথ্যসূত্র:
দফতর সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত থেকে প্রকাশিত

ভাষান্তর:
মাওলানা নিয়ামুল হাসান পিয়াস
মুরব্বি সিলসিলাহ

Special Attention from Central Bangla Desk

Please note that our email has now been changed therefore from now on you are requested to send your DOA letters to the following email address: **doa@bangladesk.org**

Feroz Alam
In-charge, Bangla Desk

কবিতা

ঈদের দিনে শিশুর গান

এন আনসারী

ঈদ মানে প্রভুর আদেশ
পালনের আনন্দ,
পুণ্য দিয়ে গড়ব জীবন
পাপের দ্বার বন্ধ।

ঈদ মানে বাদশা ফকির
নাই ভেদাভেদ নাই,
এক সাথে পড়বে নামাজ
সবাই দ্বীনের ভাই।

ঈদ মানে অনেক খুশি
অনেক হাসি গান,
গরীব দুঃখীর কষ্ট মুছে
জুড়িয়ে দেব প্রাণ।

ঈদ মানে মুক্ত স্বাধীন
নেই তো কোন ভয়,
ঈদের খুশি ছড়িয়ে দেব
বিশ্ব ভুবনময়।

ঈদ মানে খুশি ছড়াব
আমরা সবাই মিলে,
সাদা কালো ছোট বড়
সব ভেদাভেদ ভুলে।

প্রভুর আদেশ করব পালন
আমরা নিশি দিন,
মোদের ঘরে ঈদের খুশি
থাকবে চিরদিন ॥

*****

সীরাতুল মাহদী (আ.)

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মওলানা জুবায়ের আহমদ বিপু**

(৩য় কিস্তি)

১৯। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম: হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রথমবারের মত তীব্র মাথা ঘুরোনো আর স্নায়বিক দুর্বলতা বশির আওয়ালের (আমাদের বড় ভাই ছিল, যিনি ১৮৮৮ তে মৃত্যুবরণ করেন) ওফাতের কিছুদিন পরেই হয়েছিল। রাতে ঘুমানোর সময় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হেচকি আসল আর এরপর তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই ধাক্কাটা এতটা প্রবল ছিল না। এর কিছুকাল পরে একদা তিনি (আ.) নামাযের জন্য বাহিরে বের হওয়ার সময় বলছিলেন; আজকে শরীর ভালো লাগছে না। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করছেন; খানিক পরেই শেখ হামেদ আলী (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন যিনি এখন আর জীবিত নেই) দরজায় কড়া নাড়লেন আর বললেন, দ্রুত এক কলসি পানি গরম করে দিন। আম্মাজান বললেন, আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে তারপরও খাদেমাকে বললাম যে, তাকে জিজ্ঞেস কর তাঁর (আ.) শারীরিক অবস্থা কী?

শেখ হামেদ আলী বলল: শরীর কিছুটা খারাপ হয়ে গেছে। হিজাবসহকারে মসজিদে গিয়ে দেখি মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুয়ে আছেন। আমি নিকটে গেলে তিনি (আ.) বললেন: আমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। আমি নামায আদায় করা অবস্থায় দেখলাম যে, কালো কালো কিছু একটা আমার সামনে থেকে উদিত হয়ে আকাশের দিকে চলে গেল। তারপর আমি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আর আমার ওপর তন্দ্রা ছেয়ে গেল। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন: এরপর থেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিয়মিত এমনভাবে অসুস্থ হতে থাকলেন। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম এমন অসুস্থতায় তাঁর (আ.) কী সমস্যা হত? হযরত আম্মাজান বললেন: হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, পেশি সংকুচিত হয়ে যেত, বিশেষকরে ঘাড়ের পেশি সংকুচিত হত আর মাথা ঘুরতো এবং সেই সময় তিনি (আ.) নিজ শরীরকে সামলাতে পারতেন না। শুরুর দিকে এই ধাক্কাগুলো অনেক তীব্র ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে এটি শিথিল হয়ে যায় আর শরীরও অভ্যস্ত হয়ে যায়। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম, এর পূর্বে কোন রকম মাথার যন্ত্রণা ছিল কী? হযরত আম্মাজান বললেন: এর পূর্বে কখনও কখনও সাধারণ মাথাব্যথা হত। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম, প্রথম দিকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি নিজেই নামায পড়াতেন? আম্মাজান বললেন: হ্যাঁ! কিন্তু পরবর্তীতে অসুস্থতার কারণে বিরত থাকেন। খাকসার বলছি যে, এটি মসীহ্ মাওউদ হিসেবে দাবির পূর্বের ঘটনা ছিল। [এই রেওয়ায়াতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাথা ঘুরানোর অসুস্থতা সম্পর্কে। হযরত আম্মাজান স্নায়বিক দুর্বলতা শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ সেই অসুস্থতা যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় হিস্টিরিয়া (স্নায়বিক দুর্বলতা) বলা হয়। বরং এই শব্দ দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে, অস্বাভাবিক রকম প্রচণ্ড মাথাব্যথা যা আংশিকভাবে স্নায়বিক দুর্বলতার সাথে সাদৃশ্য রাখে। নতুবা দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৬৯, ৩৬৫ নাম্বার রেওয়ায়াতে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।] প্রকৃত বিষয় হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কখনও স্নায়বিক দুর্বলতা ছিলই না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ প্রবন্ধসমূহের মাঝে এই অসুস্থতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো হিস্টিরিয়া (স্নায়বিক দুর্বলতা) শব্দ ব্যবহার করেন নি। আর না চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মাথা ঘুরানোর অসুস্থতাকে কোন ভাবে স্নায়বিক দুর্বলতা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি বলা যেতে পারে। বরং মাথা ঘুরানোর অসুস্থতার জন্য ইংরেজিতে সাধারণত Vertigo (মাথা ঝিমঝিমানি) শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে– যা এক ধরনের মাথাব্যথা। যাতে মাথা ঘুরানোর পাশাপাশি ঘাড়ের পেশীতে টান অনুভূত হয়। আর সেই অবস্থায় রোগীর জন্য দাঁড়ানো বা হাঁটা চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কিন্তু চেতনা ও অনুভূতির ওপর

একেবারেই কোন প্রভাব পড়ে না। সুতরাং আমি নিজেও (লেখক) অসংখ্যবার মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অসুস্থতার অবস্থায় দেখেছি কিন্তু কখনো এমন অবস্থায় দেখি নি যে, তাঁর চেতনার ওপর কোন রকম প্রভাব পড়েছে। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই অসুস্থতাও প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ছিল। যেখানে বলা হয়েছিল যে, "মসীহ্ মাওউদ দুটি হলুদ কাপড়ে (অর্থাৎ দুটি অসুস্থতা) আবৃত অবস্থায় অবতরণ করবেন। (মিশকাত শরীফ, মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য)। আর বর্ণনায় এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যে, অসুস্থতার প্রারম্ভিক সময়ে তিনি কালো রং-এর একটা আকাশের দিকে যেতে দেখেছেন। এটি তীব্র মাথা ঘুরানো অবস্থায় একটি সাধারণ বিষয় যে, মাথা ঘুরার কারণে আশেপাশের জিনিষগুলোও ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে উঠতে দেখা যায় আর এই কারণে অসুস্থতার সময় রোগী স্বাভাবিকভাবেই নিজের চোখ বন্ধ করে নেয় আর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চারপাশে যেন কালো রং ধারণা করে। আর অসুস্থার সময় এই তন্দ্রাচ্ছন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে তন্দ্রা নয় বরং তীব্র দুর্বলতার কারণে চোখ খুলতে না পারা, কথা না বলতে পারা বুঝিয়েছেন। এই প্রশ্নের বিস্তারিত জানতে ৮১, ১২৯৩ ৪৫৯ নম্বর রেওয়ায়াত দ্রষ্টব্য– যেগুলো থেকে এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

২০। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রথম বয়আত গ্রহণ শুরু করেছিলেন লুধিয়ানায়। প্রথম দিন চল্লিশ জন বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি (আ.) বাড়িতে আসলে কতক মহিলারাও বয়আত গ্রহণ করেন। সর্বাগ্রে মৌলবি সাহেব (হযরত মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেব) বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। খাকসার নিবেদন করলাম, আপনি কখন বয়আত গ্রহণ করেছিলেন? হযরত আম্মাজান বললেন: আমার ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে, আমি বয়আত গ্রহণে বিলম্ব করেছি। এটা একেবারেই ভুল বরং আমি কখনও মসীহ্ মাওউদ (আ.) থেকে বিচ্ছিন্ন হই নি। সর্বদা তাঁর সঙ্গ দিয়েছি। আর শুরু থেকেই নিজেকে বয়আতের অন্তর্ভুক্তই গণ্য করতাম তাই নিজের জন্য আলাদাভাবে বয়আত গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করি নি। খাকসার বলছি যে, প্রারম্ভিক বয়আত গ্রহণের সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মসীহ্ ও মাহদী হওয়া দাবী ছিল না। বরং সাধারণ মুজাদ্দেদের পন্থায় তিনি (আ.) বয়আত গ্রহণ করতেন। খাকসার হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করলাম যে, হযরত মৌলবি নুরুদ্দীন সাহের ব্যতিত আর কারা প্রথম দিন বয়আত গ্রহণ করেছিলেন? হযরত আম্মাজান তখন, মিঞা আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানৌরী এবং শেখ হামেদ আলী সাহেবের নাম বললেন।

২১। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানে থাকা অবস্থাতেই মসীহ্ হওয়ার দাবী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করতে মনস্থ করেছিলেন এবং এই বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রবন্ধ কাদিয়ানেই রচনা করেছেন। অতঃপর তিনি (আ.) লুধিয়ানায় প্রস্থান করেন আর সেখান থেকে উক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন: এই দাবী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে বলেছিলেন যে, আমি একটি এমন কথা ঘোষণা করতে যাচ্ছি যেটাতে পুরো দেশে প্রচণ্ড বিরোধিতার সূচনা হবে। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন: এই ঘোষণার পর কতক প্রারম্ভিক বয়আত গ্রহণকারীরাও দ্বিধান্বিত হয়ে গিয়েছিল।

২২। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিয়ালকোটে মীর হামেদ শাহ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে শায়িত অবস্থায় আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখ হতে একটি পংক্তি উচ্চারিত হতে শুনে মনে করলাম যে, ইলহাম হচ্ছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) জাগ্রত হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার ওপর কী এই ইলহাম হয়েছে? তিনি (আ.) বললেন: হ্যাঁ! তুমি কি করে জানলে? আমি বললাম শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

খাকসার নিবেদন করলাম: ইলহাম অবতীর্ণ অবস্থায় তাঁর (আ.) অবস্থা কীরূপ হত? হযরত আম্মাজান বলেন: চেহারা লালাভ হয়ে যেত আর মাথা ঘেমে যেত।

খাকসার নিবেদন করছি যে, একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ বাড়ির ছোট উঠানে (অর্থাৎ হযরত আম্মাজানের আঙ্গিনায়) একটি কাঠের আসনে সমাসীন ছিলেন।... মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর তন্দ্রা ছেয়ে গেলে তিনি শুয়ে যান আর তখন তাঁর পবিত্র ঠোঁট মোবারক হতে নির্গত কিছু শব্দ শুনতে পেলাম যা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনি (আ.) জাগ্রত হয়ে বললেন: এখন আমার ওপর এই ইলহাম হয়েছে। কিন্তু খাকসার সেই ইলহামটি মনে রাখতে পারি নি। হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন; যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ইলহাম হত তিনি (আ.) তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জাগ্রত হয়ে দ্রুত সেটি লিখে নিতেন অথবা সাধারণত কোন বইয়ের শুরুর দিকে নোট করে নিতেন। পরবর্তীতে তিনি (আ.) বড় একটি খাতা বানিয়ে নেন আর সবশেষে তিনি (আ.) ছোট পরিপাটি নোট বুক ব্যবহার করতেন। খাকসার জিজ্ঞেস করলাম; এখন সেই নোট বুক কোথায় আছে? হযরত আম্মাজান বললেন; ভাই [ভাই বলতে হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.)-কে বুঝিয়েছেন] এর নিকট আছে। খাকসারের মামা অর্থাৎ ডা. মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবও বলতেন যে, আমিও একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ইলহাম হতে দেখেছি।... *(চলবে)*

পর্ব-১২

প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

[২৪ এপ্রিল ২০২১ সালে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের তিফলদের ভার্চুয়াল ক্লাস]

গত ২৪ এপ্রিল ২০২১ সালে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের তিফলরা ভার্চুয়াল ক্লাসে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.) কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা আজকের পর্বে এই ক্লাসের চুম্বক অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

তিফলের প্রশ্ন ঃ হুযূর! আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে আমাদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বেশ কিছু পুস্তক আছে। কিন্তু এগুলো বুঝা আমাদের পক্ষে অনেক কঠিন। হুযূর, তরুণদের জন্য আপনি কোন পুস্তকটি প্রথমে পাঠ করার পরামর্শ দিবেন?

প্রিয় হুযূর (আই.): তুমি ঠিক বলেছ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর অনেক বই রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বেশিরভাগ পুস্তক বুঝা বেশ কঠিন। কিন্তু এমন কিছু পুস্তকও আছে যা সহজেই বুঝা যায়। যেমন, কিশতিয়ে নূহ। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন যে, আমার পুস্তক হাকিকাতুল ওহী খুব সহজ ভাষায় লেখা। তুমি এটা পাঠ করে বুঝতে পারবে। আর আমার মনে হয় এটি অনুবাদও হয়েছে। অতএব, তোমরা এই বইগুলো পড়তে পারো। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে তোমার এই পুস্তকগুলো থেকে সেসব নির্বাচিত উক্তি পাঠ করা উচিত যেগুলো তোমার ভালো লাগে। জামা'তের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশ "দ্যা এসেন্স অফ ইসলাম" নামে ছাপানো হয়েছে। যা তোমাদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছে। এই পুস্তক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যাতে বিভিন্ন বিষয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশ সংকলন করা হয়েছে। অতএব, তুমি বইটির সূচিপত্র থেকে তোমার পছন্দের বিষয় পাঠ করতে পারো। এভাবে তুমি নিজের মাঝে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের আগ্রহ বাড়াতে পারো। একই সাথে আমাদের ধর্ম, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনে হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কি বলেছেন এবং আমাদেরকে কি বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে।

তিফলের প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হলো, লাইলাতুল কদর বলতে কি বুঝায়?

প্রিয় হুযূর (আই.): এটি সৌভাগ্য রজনী, মহানবী (সা.) বলেছেন, রমযানের শেষ দশকে একটি বিশেষ রাত রয়েছে। যাতে আল্লাহ্ তা'লা সকল দোয়া কবুল করেন। শর্ত হলো, তোমাকে প্রকৃত মুমিন হতে হবে। কিন্তু একজন নাস্তিক মসজিদে আসবে আর দোয়া করবে বা এমন ব্যক্তি যে জীবনে কখনো নামায পড়ে না আর শুধুমাত্র কদরের রাতে সে সিজদায় পড়ে দোয়া কবুলের দাবি করে। এরকম হলে দোয়া কবুল হবে না। কেবলমাত্র যদি তুমি প্রকৃত মুমিন হও আর আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলো, যদি নিয়মিত পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করো, নিজ জীবনে ইসলামের শিক্ষা যদি বাস্তবায়ন করো। তাহলে তুমি এই মহিমান্বিত রাত থেকে লাভবান হতে পারবে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে তোমাদের এই রাত অন্বেষণ করা উচিত। অর্থাৎ, ২১তম রাত, ২৩তম রাত, ২৫তম রাত, ২৭তম রাত, ২৯তম রাত। তিনি (সা.) এই রাতকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। তিনি রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে এই রাতকে অন্বেষণ করতে বলেছেন। অতএব, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যদি কোন প্রকৃত মুমিন এই রাতে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নিজ সমস্যা সমাধানে দোয়া করে, তাহলে আমি তার দোয়া শুনবো এবং কবুল করব। এটি হল লাইলাতুল কদরের মর্মার্থ। কিন্তু সবকিছুর আগে তোমাকে একজন প্রকৃত মু'মিন হতে হবে।

তিফলের প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের বয়সে আপনি কিভাবে কুরআন মুখস্থ করেছেন?

প্রিয় হুযূর (আই.): আমাদের সময়ে আমরা রাবওয়া জামা'তের স্কুলে পড়তাম। সেখানে ইসলামী ধর্ম শিক্ষার বিশেষ ক্লাস হত। যেখানে আমাদের জামা'তের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হত। একই সাথে আমাদের শিক্ষকরা আমাদের কুরআনের ছোট ছোট সূরার কিছু অংশ মুখস্থ করার জন্য দিতেন। আমরা এভাবেই মুখস্থ করতাম। এমনকি

আতফাল ক্লাসে আমাদের মুখস্থ অংশ দেয়া হত। মুখস্থ অংশের ওপর প্রতিযোগিতা হত। অতএব, আমরা এভাবেই মুখস্থ করতাম। আর এটাই সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু এখানে আমাদের হিফয ক্লাস রয়েছে। যারা হিফয ক্লাসে যেতে আগ্রহী, তারা এই ক্লাসে যোগ দিয়ে কুরআন শিখতে পারে। আর যারা যেতে পারবে না তাদের কুরআন পাঠ ও মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়ানো উচিত। কমপক্ষে কুরআনের শেষ ২০-৩০ সূরা শেখার চেষ্টা করা উচিত। এটাও মনে রাখতে হবে যে, ১৩ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের আতফালদের এবং খোদ্দামদের সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্থ করা উচিত। এছাড়া এই আয়াতগুলোর অর্থও জানা থাকা উচিত। কেননা কুরআনের আয়াতের অর্থ জানা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তোমরা এভাবে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করতে পারো এবং তোমরা পরিবেশের বিরূপ প্রভাব এবং খারাপ সঙ্গ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারো।

তিফলের প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে আপনার প্রিয় স্মৃতি কী?

প্রিয় হুযূর (আই.)ঃ তুমি আমাকে পাকিস্তানের স্মৃতি কেন মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছো? আমার স্মৃতিতে এখনও ভাস্বর, আমি পাকিস্তানের রাবওয়াতে থাকতাম। রাবওয়াতে বসবাসকারীদের মধ্যে অধিকাংশ আহমদী এবং আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমরা ফজরের নামাযে বেদারী করতে সাল্লে আলা পাঠ করতাম। প্রত্যেক মহল্লা এবং এলাকায় একজন যয়ীম ও মোহতামিম আতফাল থাকতো। তারা আমাদের সাল্লে আলা পাঠ করা তদারকি করতো। রাবওয়া শান্তিপূর্ণ একটি শহর। বরং এটি শান্তিপূর্ণ একটি শহর ছিল বলা বেশি সঙ্গত হবে। কেননা বর্তমানে সরকারি প্রশাসনের এবং মোল্লাদের হস্তক্ষেপের কারণে এই শহরের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এই শহরকে ঘিরে আমার অনেক সুখস্মৃতি রয়েছে। আমি যদি এক এক করে বলা শুরু করি তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। এমনকি কোনটা বলব আর কোনটা বাদ দিব সেটা বাছাই করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আমি কখনো পরে তোমাকে বলব যখন তুমি আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবে।

তিফলের প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হলো, অনেক মানুষ পাপ করে এরপর তারা ক্ষমা চায়। কিন্তু সব পাপের কি ক্ষমা হয়?

প্রিয় হুযূর (আই.)ঃ আল্লাহ্ এ বিষয়ে সবথেকে ভালো জানেন। আমরা এটা বলতে পারি না যে, এই ব্যক্তি শাস্তি পাবে আর এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এমনকি আল্লাহ্ বলেছেন, আমি সর্বাধিপতি এবং আমি প্রভু প্রতিপালক। আমি ভালো জানি কাকে ক্ষমা করা হবে আর কাকে ক্ষমা করা হবে না। দেখ, একটা গল্প আছে, একদা এক লোক ছিল যে খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিল। সে অন্য এক ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড় না আর তুমি অন্যায় কাজ করে যাচ্ছো। তাই তুমি জাহান্নামে যাবে। তখন সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল যে, আমি জাহান্নামে যাব এটা বলার তুমি কে? এটি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে, তিনিই ভালো জানেন, আমার পরিণতি কী হবে? কিন্তু সেই ব্যক্তি যে নিজেকে খুব ধার্মিক মনে করতো। বরং সে এ ব্যাপারে অহংকারী ছিল। সে বলল, না, এটা নিশ্চিত তুমি জাহান্নামে যাবে। এই দুই ব্যক্তি কাকতালীয় ভাবে একই সময়ে মারা যায়। তাদের আত্মা যখন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, তখন আল্লাহ্ সেই বাহ্যিকভাবে ধার্মিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে? এটি সিদ্ধান্ত নেয়ার তুমি কে? আমি আল্লাহ্, আমিই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবো। আমি সর্বশক্তিমান সর্বাধিপতি আল্লাহ্। তা সত্ত্বেও তুমি এই ব্যক্তিকে বলেছ যে, সে জাহান্নামে যাবে! আর তুমি নিজেকে খুব ধার্মিক মনে করে জান্নাতে যাবে বলে মনে করছো? ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত এখন আমার হাতে। অতএব, আমার সিদ্ধান্ত হলো, যে ব্যক্তিকে তুমি জাহান্নামে যাবে বলে ভেবেছ আমি তাকে জান্নাতে পাঠাচ্ছি। তোমার দম্ভ যে, তুমি অনেক পুণ্যকর্ম করেছো তাই জান্নাতে যাবে- এই ভাবনার কারণে তোমাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি।

অতএব কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে- এটির সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা। আমরা যাই করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- এমনটি কখনো ভেব না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আদেশ-নিষেধ ও শিক্ষাসম্বলিত কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর বলেছেন, তুমি যদি প্রকৃত মুমিন হও তাহলে আমার আদেশ নিষেধ ও শিক্ষা মেনে চলো। যদি তুমি সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলো তাহলে আমি কথা দিচ্ছি তুমি জান্নাতে যাবে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তুমি যে ছোট ছোট পাপ করে থাকো, সে সকল ছোট পাপও আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।... *(চলবে)*

ভাষান্তর: মওলানা মসীহ্ উর রহমান

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy–Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

২৫তম কিস্তি (পূর্ব প্রকাশের পর)

জলসার প্রথম অধিবেশনের শুরুতে বিরুদ্ধবাদী মৌলবাদীরা আক্রমণ করে। তারা রাস্তা থেকে জলসাগায়ের প্যাণ্ডেলে ইট পাথর নিক্ষেপ করে। আহমদীরা দোয়া ও ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করে। তবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান যুগ, শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম এবং আহমদীয়াতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মকবুল আহমদ খান এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি।

৮ ফেব্রুয়ারি এডভোকেট আলহাজ্ব মির্যা আব্দুল হক এর সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। বক্তব্য রাখেন আহমদী মায়েদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং ইসলামী পর্দা বিষয়ে ন্যাশনাল আমীর, আলহাজ্জ তবারক আলী এবং অধিবেশনের সভাপতি।

তৃতীয় অধিবেশন চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর জনাব নূরউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ মওলানা-আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন– মওলানা সালেহ আহমদ, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা– এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাঙালি। অতঃপর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামা'তের আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী। বক্তৃতা করেন শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.), ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খিলাফতের কল্যাণ যথাক্রমে মওলানা বশীরুর রহমান, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী এবং অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। বক্তৃতা করেন শততম সালানা জলসা ও আহমদীয়াতের সত্যতা– আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, খাতামান্নাবীঈন এর প্রকৃত তাৎপর্য– এডভোকেট মুজিবুর রহমান। সবশেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। ১৬ জন ভ্রাতা বয়আত করেন।

১৯৯৩

১০-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় মহিলাদের ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এ জলসার একটি বিশেষত্ব ছিল জলসার শেষ দিন ১২ ফেব্রুয়ারি জুমুআর নামাযের খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে) বাংলাদেশ জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বাঙালিদের উদ্দেশ্যে এমটিএ-র মাধ্যমে হুযূর রাবে (রাহে.)-এর প্রদত্ত এটি প্রথম বক্তব্য।

বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় তাঁর খুতবায় বাংলাদেশের আহমদী এবং জনগণের প্রশংসা করেন। ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে এই খুতবা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে সম্প্রচার হয়।

হুযূর (রাহে.) বলেন, বাংলাদেশের আহমদীরা অত্যন্ত সাহসী। বিগত দিনে চার নম্বর বকশী বাজারে মোল্লাদের সহযোগীতায় কিছু সংখ্যক লোক আক্রমণ চালায় এবং মসজিদে হামলা চালিয়ে নামাযীদেরকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। লাইব্রেরির মূল্যবান পুস্তকাদিসহ বহু সম্পদ ধ্বংস করে ফেলা হয়। কিন্তু ওখানকার আহমদীরা এতে ভীত না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে এই আঘাতকে কাটিয়ে ওঠেন।

হুযূর (রাহে.) আরো বলেন, বাঙালি জাতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন। ওখানকার বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিকরা অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক। তারা মোল্লাদের জঘন্য কার্যকলাপের নিন্দা করে বিবৃতি দেন এবং

সংবাদ পরিবেশন করেন। সংখ্যাগুরু নিজ সমাজের অপকর্মের বিরুদ্ধে এভাবে স্পষ্টভাবে নিন্দা করা সহজ কাজ নয়। বাঙালি জাতি যেহেতু মূলতঃ সত্যপরায়ণ এবং ইনসাফের অধিকারী সেজন্যই তারা এভাবে বক্তব্য বিবৃতি দিলেও সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বরন করেন। অপরদিকে দেশের জ্ঞানী গুণীজন-সত্যের খাতিরে এহেন ন্যায়-বাক্যও উচ্চারণ করেছেন যে, বারবী মসজিদ ভাঙা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি বকশীবাজারে এবং রাজশাহীতে আহমদীয়া মসজিদ ভাঙাও অপরাধ। বাবরী মসজিদ ভাঙা যেমন অন্যায় তেমনি আহমদীয়া মসজিদ ভাঙাও অপরাধ।

হুযূর (রাহে.) সবশেষে বাংলাদেশের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন এবং বলেন যে, যে জাতি এহেন ন্যায়পরায়ণ সেই জাতি ভবিষ্যতে অবশ্যই উন্নতি করবে, অবশ্য যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সরকারের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার উন্মেষ ঘটে এবং সত্য প্রকাশে কার্পণ্য না হয়। *(পাক্ষিক আহমদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩)*

১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। এছাড়া জামা'তের বিশিষ্ট আলেম বক্তাগণ নসিহতমুলক অনেক বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচি অনুযায়ী জলসা সফল হয়।

১৯৯৪

৪,৫,৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ তারিখ বাংলাদেশ জামা'তের ৭০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি অনেক তথ্যবহুল ভাষণ দান করেন। কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং ৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক সম্মেলন শুরু

গতকাল শুক্রবার থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন জামা'তের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গন ৪, বকশীবাজার রোড ঢাকায় শুরু হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

জনাব মোস্তফা আলী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য হল কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে ব্যক্তি সমষ্টির জীবনকে কলুষ মুক্ত করা এবং বিশ্বময় প্রকৃত ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠা করা। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের যে চারটি বিশেষ উপাদানের আশ্রয় নিতে হবে তা হলো- প্রচেষ্টা, প্রেম, প্রযুক্তি ও প্রার্থনা।

প্রচেষ্টা হতে হবে বিরামহীন, ব্যাপক সুসংগঠিত। আর আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি বিশেষ করে মানুষের জন্য অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথা বাক্যে নি:শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, প্রেম দ্বারা বাহিত না হলে কোন কথা কানের ভিতর প্রবেশ করলেও তা মরমে স্থান পাবে না। এ জন্যই 'ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই' বলে কুরআনে নিদের্শ রয়েছে।

জনাব মোস্তফা আলী বলেন, প্রচারের কাজে আধুনিক প্রযুক্তিকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কারণ নয়। এর মূল কারণ হলো মানুষের নিজের মন ও মানসিকতা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি নিজ থেকে মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে পারে না। এগুলো আমাদের শক্তি ও সুযোগ যোগায় মাত্র। সে শক্তি ও সুযোগকে কল্যাণ বা অকল্যাণে ব্যবহার করা মানুষের ইচ্ছার উপরে পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় মানুষই এ জন্য দায়ী।

তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামায়াত বিজ্ঞান ও ধর্মকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হলো বিজ্ঞান স্রষ্টার কর্মের রহস্য উদঘাটন করে ও তা নানা ভাবে কাজে লাগায়। অপরদিকে ধর্মে স্রষ্টার ইচ্ছার প্রকাশ। একই স্রষ্টার কর্মে ও ইচ্ছায় বিরোধ থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বা উদ্দেশ্যের দীনতা হীনতাই অযথা এ দুয়ের মাঝে বিরোধ ঘটায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান ভিজির আলী এবং আলোচনায় অংশ নেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং আজিজুল হক।

জুম্মার নামাজের পর বেলা ৩ টায় শুরু হয় দ্বিতীয় অধিবেশন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব তবারক আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামায়াত ঢাকা। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা সালেহ আহমদ, শহিদুর রহমান এবং মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী। *(৫-২-৯৪ তারিখ, দৈনিক রূপালী পত্রিকার সৌজন্যে)*।

.. (চলবে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার,

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

স্মৃতিময় ঘটনাবহুল কিছু কথা

প্রয়াত আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী

[আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-র শত বার্ষিকী (১৯২০-২০২০) উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় কী লেখা দেওয়া যায় তাই তিনি খাকসারকে পাশে বসিয়ে তাঁর কর্মময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনা বলেন যার শ্রুতি লেখা (মৃত্যুর ২ সপ্তাহ পূর্বে দ্রুত শেষ করে বলেন, আপাতত এইটুকুই থাক।) –মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন]

(২য় ও শেষ কিস্তি)

উল্লেখ্য, তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব অনুষ্ঠানের পূর্বে এরকম পাবলিক প্লেসে সেমিনারের পক্ষে প্রথমে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমরা ৩ জন আশ্বাস দেই, ইনশাআল্লাহ্ কোন সমস্যা হবে না। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করে অনুমতি দিন। আমাদের মধ্যে জাব্বার সাহেবের প্রতি তিনি বেশি আস্থা রাখতেন, তাই অনুমতি পেয়ে যাই। অনুষ্ঠানের পরে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী ও মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন সাহেবসহ সকলের মুখেই অনুষ্ঠানের সফলতার সঠিক বিবরণ জেনে তিনিও খুশী হন। আর ৩ আর্টিস্ট মিলে জামা'তের চার দেয়ালের বাইরে আরও তবলীগি অনুষ্ঠান করার চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। এক পর্যায়ে তাসাদ্দক সাহেব বলেন, জামালপুর জেলার দিঘপাইতে সে যে স্কুল থেকে এস. এস. সি. পাশ করেছে তার পাশে একটি কলেজও স্থাপিত হয়েছে। স্কুল ও কলেজের মধ্যবর্তী প্রাঙ্গনে সিরাতুন্নবী জলসার আয়োজন করলে কেমন হয়। এটা আমারও মনঃপূত হয়। আমার সায় পেয়ে জাব্বার সাহেব ও তাসাদ্দক সাহেব আবার ছুটে যান দিঘপাইত স্কুলে তার শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে তাদের সম্মতি আদায়ের জন্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং বিশিষ্ট জনদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের বিষয়ে (সিরাতুল নবী জলসায়) ঢাকা ও ময়মনসিংহ থেকে প্রখ্যাত বক্তাদের বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করব, শুনে তারা সানন্দে সম্মতি দান করেন এবং ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসের কোন একদিন এই সিরাতুন্নবী জলসা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। তাসাদ্দক সাহেব তার প্রধান শিক্ষকের সাথে এটাও পরামর্শ করে যে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নের তাৎক্ষনিক কি ব্যবস্থা করা যাবে? উভয়ে চিন্তা করে বলে, গ্রামে তো এটা সমস্যাই তবে ঐ দিন আশেপাশের হাট থেকে– যারা জিলাপি ভাজে তাদেরকে বলে স্কুলে ডেকে এনে জিলাপি ভাজতে বসিয়ে দিলে কেমন হয়? প্রধান শিক্ষক বলেন, চমৎকার পরামর্শ! অনুষ্ঠানের পর সবাইকে গরম গরম জিলাপি দিয়ে আপ্যায়ন করা যাবে। ওরা ফিরে এসে আমাকে সবকিছু জানালো। তখন বাংলাদেশ জামা'তের ইসলাহ ও ইরশাদ সেক্রেটারী ছিলেন জনাব মাজহারুল হক সাহেব। খোদ্দামের নাযেম ইসলাহ ও ইরশাদ ছিলেন তাসাদ্দক সাহেব নিজেই। আমীর সাহেব এবারও কিছু ভাবনায় পড়লেন আর মাজহারুল হক সাহেবও বলেন, কোন অসুবিধা বা সমস্যা হবে না তো? তাসাদ্দক সাহেব বললেন, এ স্কুলে আমি পড়েছি! শিক্ষকদের আস্থাভাজন ও আদরের ছাত্র ছিলাম। তারা আমাকে সাদরে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের সামনে আমাদের ও কেন্দ্রীয় মেহমানদের উপর কেউ হাত তুলবে– অপমান করবে এমনটি হওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। যাহোক শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল।

আমরা নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্র থেকে একটি মাইক্রোবাসে সর্বজনাব আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মোস্তফা আলী, মাজহারুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান আর আমরা আয়োজক ৩ আর্টিস্ট দিঘপাইত চলে যাই। সেখানে পৌঁছার পর স্কুলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেঞ্চ সাজিয়ে শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। এ দিকে জনাব তাসাদ্দককে তার শিক্ষক ডেকে নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরির কথা বলে। জানা গেল সেখানে আহমদী বিরোধী একাধিক মৌলবীও থাকবে। তাসাদ্দক সাহেব সভাপতি হিসাবে প্রধান শিক্ষকের নাম প্রস্তাব করলে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষককে সভাপতি করতে বলেন। প্রথম দিকে স্থানীয় মৌলবীদের বক্তব্য রাখতে বললে, তাসাদ্দক সাহেব তাদেরকে বুঝায়

আগে আহমদীদের বক্তব্য রাখেন তাহলে তাদের বক্তব্যে ইসলাম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি বা অসংলগ্ন বিষয় থাকলে পরবর্তীতে স্থানীয় বক্তারা আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ পাবে। তাসাদ্দক সাহেবের এ বক্তব্যে তারা সম্মত হয়। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত অতঃপর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব মূল বক্তব্য রাখেন। এ সিরাতুন্নবী (সা.) জলসায় মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ও মোস্তফা আলী সাহেবও বক্তব্য রাখেন। শেষ দিকে স্থানীয় আহমদী বিদ্বেষী মওলানা তাদের চিরাচরিত বক্তৃতা দিতে থাকে। শিক্ষকমণ্ডলীর মাঝে ঐ স্কুলের (দিঘপাইত ধরনী কান্ত উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ধরনী কান্ত বাবুর ছেলে ননীকান্ত বাবু তাসাদ্দক সাহেবকে ডেকে বলে, এত সুন্দর একটি সভায় এ অসভ্য লোককে কেন রাখা হয়েছে? তিনি বেশ কয়েকবার ছি! ছি! উচ্চারণ করেছেন। আমাদের কোন প্রতিবাদ করতে হয় নি, স্কুল কর্তৃপক্ষই তাকে সতর্ক করেছেন। এটি একটি বড় নিদর্শন ছিল। সবশেষে উপস্থিত সকলকে গরম জিলাপি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। ফেরার পূর্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদেরকে তার বাসায় আপ্যায়িত করেন। ঐ অনুষ্ঠানের উপস্থিতদের মধ্য থেকে জনাব মোস্তফা আলী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ও মাজহারুল হক (আমেরিকা প্রবাসী), প্রফেসর আব্দুল জাব্বার এবং সালাম সাহেব প্রয়াত হয়েছে আর আব্দুল হাদী (লন্ডন প্রবাসী)। মৃত ও জীবিত সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন।

কলেবর বাড়ছে! তাই ছোট ছোট বিষয় ছেড়ে দিয়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনা তুলে ধরছি। ১৯৯৪ সনের ৪ঠা এপ্রিল জাব্বার, তাসাদ্দক, মওলানা আউয়াল খান চৌধুরী আর আমি ঢাকা থেকে হোসনাবাদ জাব্বার সাহেবের বাড়ীতে যাই তবলীগি সফরে। ঐদিন ছিল শুক্রবার। প্রফেসর জাব্বার সাহেবের বাড়ীর পুকুর পাড়ে পাটখড়ি আর খড়ের ঘরের একটি ছোট মসজিদ। মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব তার পিতার কালো রঙের গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে যান। আমরা জুমুআর নামাযের পর জাব্বার সাহেবের ঘরেই দুপুরের খাবার খাই। এরপর বাড়ীর উঠানে উন্মুক্ত তবলীগি আলোচনা হয়। তখন সরিষাবাড়ী জামা'তের মোয়াল্লেম আসাদুল্লাহ্‌র জেরে তবলীগ ওয়াদুদ সাহেব বয়আত গ্রহণ করে। এর পূর্বে সে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ছিল, তখন তার নাম ছিল জর্জ ওয়াদুদ। তার বাড়ী হোসনাবাদ থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে সেঙ্গুয়া গ্রামে, সেখানে তার বাড়ীতে যাবার অনুরোধ করে। তাসাদ্দক সাহেবও বলেন, এখন বিকেল, চলেন যাই! সেখানে আমার নানার বাড়ী। হয়তো তবলীগি অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রস্তাবে সবাই রাজী হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা সেঙ্গুয়া পৌঁছুলাম। ওয়াদুদের বাড়ীতে গাড়ি যাবার রাস্তা না থাকায় পার্শ্ববর্তী তাসাদ্দক সাহেবের নানার বাড়ী রাস্তা সংলগ্ন সুবিশাল আঙ্গিনা, সেখানে গেলাম। অত্যাধিক গরম ছিল, ভাবছিলাম গোসল করতে পারলে আরাম হতো! মওলানাও একি কথা বললেন! তাসাদ্দক সাহেব বললেন, এখানে বড় ইন্দারা আছে। মাঝখানে পার্টিশন, ভিতরের দিকে মহিলাদের আর বাহির দিকে পুরুষদের। বাড়ীর অদূরে নদীও আছে। আমরা জানতে চাইলাম ইন্দারার পানি স্বচ্ছ বা পরিস্কার কি না? তাসাদ্দক সাহেবের এক মামা বললো এটাকে আমরা যত্নে রাখি, এর সুমিষ্ট পানি আমরা পান করি। প্রথমে মওলানা আউয়াল সাহেব ও পরে আমিও ইন্দারার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নিলাম। গরম আর ক্লান্তির পর বেশ আরামই পেলাম। তাসাদ্দক সাহেবের এক মামার ঘরেই আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়িটা গ্রামের মধ্যে হাজী বাড়ি বলে প্রসিদ্ধ। সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীরা একে একে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে এটা তবলীগি সভার রূপ নেয়। অবস্থা দেখে তাসাদ্দক সাহেব বাড়ীর ভিতরে গিয়ে সবাইকে বলে, আজ রাতে কেউ পৃথক রান্না করবেন না। বাড়ির সকলে ও বাইরের মেহমান একসাথে খাবে। তাই সকল ঘর থেকে চাল একত্র করে রান্না হবে আর তাসাদ্দক সাহেব পাশের বাজার থেকে মাংসের ব্যবস্থা করে দেয়। ওর এক মামা জনাব আব্দুস সামাদ সাহেব নিজেই বাবুর্চীর দায়িত্ব নেয়, এ যেন এক অনির্ধারিত জলসা। মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব আহমদীয়াতকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখেন, ৫০/৬০ জন উপস্থিত ছিল। সবাই তাসাদ্দকের মামার গোষ্ঠি ও তাদের এবং ওয়াদুদের প্রতিবেশী। এলাকার সবাই বলাবলি করছিল, ওয়াদুদ ইসলাম ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। তাসাদ্দক না আবার ওয়াদুদের পাল্লায় পড়ে, খ্রিষ্টান হয়ে গেছে! তাই সভার শেষ পর্যায়ে বাহির থেকে ২/৪ টা ঢিল ছুড়া হয়। উপস্থিত সকলে অনড় ছিল এমনকি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মওলানা সাহেবের কথা শুনছিল। জনাব তাসাদ্দকের এক খালাতো ভাই ও এক মামা কয়েকটা প্রশ্ন করলে মওলানা সাহেবের উত্তর পেয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়। রাত বারোটা পর্যন্ত আলোচনা চলে। তাসাদ্দক সাহেবের এক মামা অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, সভা শেষ হলে সবাই খেয়ে যাবেন। এরপর মওলানা সাহেব দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করে। তারপর সকলকে খাবার পরিবেশন করা হয়। আর আমাদেরকে (কথিত বাবুর্চী) মামা আব্দুস সামাদ সাহেবের ঘরে নিয়ে খাবার পরিবেশন করা হয়। এখানেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়। পরের দিন সকালে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে আসি। তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব মাগরিবের নামাযের পর আমাদের বলে তোমরা সফরে গিয়ে কি করেছ? রিপোর্ট বল! আমি দাঁড়িয়ে

প্রথমে হোসনাবাদ জামা'তের জাব্বার সাহেবের বাড়ীর উঠানে তবলীগী আলোচনা ও ওয়াদুদ সাহেবের খ্রিষ্টান থেকে আহমদীয়াতে বয়আতের কথা বলি। এটা শুনে তিনি খুব খুশী হন আর তারপর সেঙ্গুয়ায় তাসাদ্দক সাহেবের অ-আহমদী নানার বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় অনির্ধারিত তবলীগি সভার বিবরণ শুনেন ও আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়েছেন। তাঁর এমন পিতৃসুলভ আদর এখনো মানসপটে ভেসে উঠে।

জামালপুর অঞ্চলের একটি সফর সম্পর্কে বলছি– তারিখটা মনে নেই তবে শুক্রবার ছিল। মওলানা আউয়াল সাহেবের গাড়িতে প্রফেসর আব্দুল জাব্বার, তাসাদ্দক সাহেবসহ আমরা ৪ জন বেলা বারোটার মধ্যে জামালপুর নয়াপাড়া মসজিদে পৌঁছে যাই। ঐ দিন আমাদের সফর উপলক্ষে বেশ কিছু নও-মোবাইনকেও ডাকা হয়েছিল। মসজিদ ছিল অনেক ছোট। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সলিমুল্লাহ সাহেব কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় মেহমানদের উপস্থিতি ও তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থার কথা বললে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলে মওলানা সাহেব তাকে হোটেল থেকে খাবার আনার জন্য বাসন ও লোক দিতে বলেন। অবশেষে তিনি তার বাসাতেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। বাদ জুমুআ মওলানা সাহেব তবলীগি ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা করেন। এতে কয়েকজন বয়আতও করে, সংখ্যাটি মনে নেই। বিকালে অবসর থাকায় তাসাদ্দক সাহেব বললেন, চলেন! আমরা ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন সাহেবের (তাসাদ্দক সাহেবের মাধ্যমে বয়াত করে এবং অবসর গ্রহণের পর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আহ্বানে সারা দিয়ে আফ্রিকাতে ৩ বছরের জন্য চিকিৎসা দানের সৌভাগ্য লাভ করেন) গ্রামের বাড়ির দিকে যাই। সেখানে আমার এক ভাইয়ের বাড়ী আছে। হয়তো তবলীগের সুযোগ পেয়ে যাব। আমরা রাজী হয়ে গেলাম, গাড়িতে মাত্র আধা ঘন্টার পথ, হাজীপুর এলাকা। তাসাদ্দক সাহেবের ঐ ভাই বেঁচে নাই, তার ৩ ছেলে ছিল। আগে থেকে না জানিয়ে গেলেও তারা তাসাদ্দক সাহেব ও আমাদের দেখে বেশ খুশী হয়েছে মনে হল। তাদের বাড়ীর এক সুপরিসর কক্ষে আমাদের বসার ব্যবস্থা করল। একটু পরে মাগরিবের নামায। আমরা এখানেই নামায পরে নিলাম, যদিও পাশেই মসজিদ ছিল। ঐ মসজিদের মোতয়াল্লীও তাসাদ্দক সাহেবের বড় ভাতিজা। ভাতিজাকে বললো, ইমাম সাহেব ও মুসল্লীদের ডেকে নাও আমরা এতদূর থেকে এসেছি একটু পরিচিতও হই আর কিছু আলাপ আলোচনাও করা যাবে। এর মাঝে দেখি ডা. সাহেবের ছোট ভাই খলিল আহমদ ও ডাক্তার সাহেবের ছেলে সিদ্দিক এসেছে। আমাদেরসহ ১৫ জনের মত। প্রায় ঘণ্টা খানেক আহমদীয়াত নিয়েই কথা হল। এরপর আমাদের সবাইকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করিয়েছে। এক পর্যায়ে তাসাদ্দক সাহেবের ছোট ভাতিজা খুরশিদ বললো, অপ্রত্যাশিতভাবে আপনাদের পেয়ে আমাদের খুব ভাল লাগছে। আজ আমাদের এখানে থেকে যান। আমরা মিনতি করে বললাম, আজকের মত মাফ করেন। তার পাল্টা আবদার, কাছাকাছি এলাকাতে আমাদের বড় বোনের বাড়ী। তারা ঢাকা থাকেন, তবে এ মুহূর্তে দুলাভাই গ্রামের বাড়িতেই আছেন। আপনারা তো জামালপুরেই যাবেন, তার আগে চলেন! ঐ বাসা হয়ে যান। দুলাভাই আপনাদের দেখে খুশি হবেন। জামালপুর যেহেতু শুধু ঘুমাতেই যাব, তাই রাজি হলাম। আমাদের গাড়ির পাশাপাশি খুরশিদ ও তার বন্ধু মোটরসাইকেলে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল। তাসাদ্দক সাহেবের ভাতিজি জামাই নিজ বাড়ির সুবিশাল আঙ্গিনায় বসে জ্যোৎস্না রাতে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আচমকা আমাদের দেখে অনেকটা চমকে উঠলেন, তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তাসাদ্দক সাহেব ঢাকাতে তার এ জামাইয়ের বাসায় অনেক বার গেলেও গ্রামের বাড়িতে আমাদের নিয়ে এই প্রথম। যাদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন তারা এলাকার গন্নমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। তাসাদ্দক সাহেবের জামা'তা সরাসরি রাজনীতি করেন না, তবে আওয়ামী লীগের অন্ধ ভক্ত। তিনি লোকদের তাসাদ্দক সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দেন যে, তিনি আমার চাচা শশুর– তিনি কিন্তু কাদিয়ানী! স্থানীয় কেউ কিছুটা শুনেছে আর অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন। যাক এ কথার সূত্র ধরেই মওলানা সাহেব আলোচনা শুরু করলেন, প্রথমে প্রতিবেশী বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাথে পারিবারিক সুসম্পর্ক, এরপর আহমদীয়াত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা। একপর্যায়ে তাসাদ্দক সাহেবের জামাই তার শ্যালক খুরশিদকে সাথে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীর ভিতরে কি জানি বলে আমাদের আলোচনায় ফিরে এলেন। মনের জোশেই আলোচনা চলতে থাকে, কখন যে রাত প্রায় বারোটা বেজেছে বুঝতেই পারি নি। এরপর তিনি সবাইকে (পনের জন) রাতের খাবার খাওয়ালেন। তার পরিবারের বাকি সবাই ঢাকায় অথচ কখন কিভাবে পোলাও-মাংসের ব্যবস্থা করেছেন তা টেরও পাওয়া যায় নি। তিনি আমাদের রাতে থাকার জন্য পিড়াপিড়ি করেছেন, আমরা অনুনয়-বিনয় করে রাতে জামালপুর ফিরে যাই। পরের দিন আমরা ঢাকা ফিরে আসি। এজন্য বিষয়টি উল্লেখ করলাম যে, অ-আহমদী পরিবেশেও যখন যেভাবে তবলীগের সুযোগ পেয়েছি হাতছাড়া করি নি। পরবর্তীতে অত্র এলাকায় বেশ কয়েক জন বয়আত গ্রহণ করেছে। তাদের কেউ কেউ বর্তমানে জামালপুর জামা'তের সদস্য আর অন্যরা সরিষাবাড়ী জামা'তের সদস্য। এছাড়াও জামালপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায়

আরও বেশ ক'টি তবলীগি সভায় যোগ দিয়েছি, একবার আমার ভাই অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীও আমাদের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

এবার দেশের বাইরের কিছু কথা

১৯৯২ সনে যুক্তরাজ্য সালানা জলসা উপলক্ষে আমার প্রথম লন্ডন গমন। আমি তখন ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী আর তাসাদ্দক সাহেব খোদ্দামের নায়েব সদর। তৎকালীন সদর মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেব জলসা কর্তৃপক্ষকে একটা চিঠি দেন– বাংলাদেশ থেকে যেসব খোদ্দাম যাচ্ছেন তাদের তালিকা নায়েব সদর তাসাদ্দক সাহেবের নেতৃত্বে জলসার খেদমতের জন্য পাঠানো হল। আমরা লন্ডন পৌঁছে তৎকালীন যুক্তরাজ্য খোদ্দামের সদর জনাব রফিক হায়াত সাহেবের কাছে মোহাম্মদ হাদী সাহেবের দেয়া সেই চিঠি ও তালিকায় বর্ণিত খোদ্দামদের সোপর্দ করলে, তাদেরকে তিনি জলসার বিভিন্ন সেবায় লাগিয়ে দেন। রুটী প্লান্টে কয়েকজনকে আর চট্টগ্রামের আমানুল্লাহ্ সাহেবের জামা'তা ডা. কবিরকে জলসার চিকিৎসা কেন্দ্রে এবং নিজামুল হক সাহেবকে রেজিষ্ট্রেশনে লাগিয়ে দেয়া হয়। সালেক সাহেব ছিলেন আমাদের টীম লীডার।

ভারত-বাংলাদেশের জন্য নির্দিষ্ট মার্কীতে (সুবিশাল তাবু) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। জলসার এক দিন পূর্বে সন্ধ্যার পর আমাদের মার্কীতে জলসায় আগত সকল বাংলাদেশীরা একত্রিত হই। ইয়ামিন সাহেবও বাঙালিদের খুঁজতে খুঁজতে আমাদের সাথে মিলিত হন। সেটি ছিল অনির্ধারিত এক মিলন মেলা।

মৌলবী ছলিমুল্লাহ সাহেবের এক ছেলে বরকতউল্লাহ্ও দেখা করে, তার কোন সমস্যা ছিল। তাসাদ্দক সাহেব যেহেতু খোদ্দামের টীম লীডার ছিলেন তাই সে তার সমস্যার কথা তাকে বললে বিষয়টি ইয়ামীন সাহেবের কর্ণগোচর হয় এবং

১৯৯২ সালে যুক্তরাজ্য সালানা জলসায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী আহমদীদের একাংশ

তিনি বরকতউল্লাহ্কে ডেকে তার সমস্যার তাৎক্ষণিক সামাধান করে দেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার (বাক প্রতিবন্ধী) চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে অবস্থান করছিলেন। জলসার আগের দিন নির্ধারিত তবলীগি সেমিনারে জীবনে এই প্রথম আমরা যুগ-খলীফাকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য পাই। সে এক বিরল অনুভূতি! এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। লন্ডন যাবার পূর্বে আমরা দু'জন মওলানা আউয়াল সাহেবের বাসায় তার পিতামাতার দোয়া নিবার জন্য গেলে খালা আম্মা (মওলানা সাহেবের আম্মা মোহতারেমা মাসুদা সামাদ) আমাদের বলেন, হুযুরের সাক্ষাতের পূর্বে অনেক দুরূদ ও ইস্তেগফার পড়বেন। আর আমরা উভয়ে ঐ নসীহত অনুযায়ী গভীর আবেগে দরূদ ও ইস্তেগফার পড়তে থাকি। জলসার দিনগুলিতে যুগ-খলীফার ইমামতিতে নামায পড়ার সৌভাগ্য পেয়েছি। জলসায় হুযূর (আই.)-এর দু'টি বক্তৃতা মঞ্চের অনেক কাছে থেকে শুনেছি আর আলমী বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছি। জলসার পরের দিন বিশিষ্ট মেহমানদের সাথে হুযূর (আই.)-এর ডিনারে আমন্ত্রিত হয়ে একত্রে নৈশভোজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। জলসার পর আমরা লন্ডন বায়তুল ফযলে যাই। সেখানে মাহমুদ হলে বাংলাডেস্কের অফিস আর এর দায়িত্বে ছিলেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। লন্ডনে পূর্ব থেকেই অবস্থান করে, কামাল সাহেব আমাকে ও তাসাদ্দক সাহেবকে লন্ডনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে ঘুরে দেখায় এবং রাতে তার বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন, তার আন্তরিক আতিথেয়তা ভুলবার নয়। আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করুন। লন্ডন প্রবাসী ৩ ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ, সৈয়দ যুবায়ের ও সৈয়দ তারেক আমাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। লন্ডন থেকে ফেরার পূর্বে হুযূরের (আই) সাথে মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করি। হুযূরের সান্নিধ্য লাভের অনুভূতি মানসপটে চির জাগরুক হয়ে থাকবে।

১৯৯৬ সাল, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব তখন ন্যাশনাল আমীর। তিনি যুক্তরাজ্য সালানা জলসায় যাবার সময় আমাকেও যেতে বাধ্য করলেন। জলসার পর আমীর সাহেব বললেন, মেয়ে আমেরিকায়! মীর সাহেব চলুন! দেশে ফেরার আগে আমেরিকা হয়ে যাই। অনেকটা বাধ্য হয়েই তার সাথে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার তার মেয়ের বাসায় যাই। মেয়ের জামাই (ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে) আব্দুল আহাদ খান চৌধুরী। আমেরিকা প্রবাসী বাঙালি আহমদীরা সকলেই

চৌধুরী সাহেবের খুবই প্রিয়। তাই অনেকের আপ্যায়নই গ্রহণ করতে হয়েছে। এক পর্যায়ে নিউ ইয়র্কে এক বাসায় দাওয়াত খেতে যাই। খাবার-দাবার পর পাশের কামরা থেকে এক লাজনা সদস্যা আমীর সাহেবকে বলেন, আপনার সঙ্গীর নাম কি মীর মোহাম্মদ আলী? আমি বললাম, হ্যাঁ! একথা শুনে সে আমাদের সামনে এসে বলে, মীর সাহেব! আপনি কী আমাকে চিনছেন? আমি বলি, কী অবাক কাণ্ড! এবারই তো আমি প্রথম এলাম! কোনদিন তো দেখি নি, চিনব কী করে? সে আমাকে বলে আপনার কী সেই ছোট্ট মেয়েটার কথা মনে পড়ে, মীরপুর আপনি ওয়াকফে জাদীদ চাঁদা কালেকশনের জন্য মান্নান ইলেকট্রিশিয়ান সাহেবের গরীবানা বাসায় গিয়েছিলেন, আপনার সাথে তাহেরীকে জাদীদ সেক্রেটারী জনাব তাসাদ্দক সাহেবও ছিলেন। আমি একটি মাটির ব্যাংক আপনার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এতে আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা জমিয়ে রেখেছি! আপনি ওটা ভেঙ্গে দেখেন তাতে ৬ টাকার কম আর তখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার নিম্নতম হার ছিল বছরে ৬ টাকা। আপনি বলেছিলেন, হুযূরের নিকট দোয়ার লিষ্টে তোমার নাম যাবে না। এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তখন আপনি নিজের পকেট থেকে ৬ টাকা মিলিয়ে আমাকে রশিদ দিয়েছিলেন। দেখুন! আপনাদের দোয়ায় নিউইয়র্কে এই যে বাড়ীটা, এটা আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা এ দৃশ্য দেখানোর জন্যই চৌধুরী সাহেবের সাথে এ সফরের আয়োজন করেছে। তাই আমার বলতে ইচ্ছে করছে, **হে আহমদী ভাই-বোনেরা! আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা মালী কুরবানি করে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অভাবী রাখবেন না, বহুগুণে তাদের অর্থ সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন। অন্যের কথা কী বলব, আমি নিজেও এর জ্বলন্ত সাক্ষী।**

পাশাপাশি এর বিপরীত চিত্রও স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। আমি ও তাসাদ্দক সাহেব বছরে অন্তত দু'বার ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদ চাঁদা আদায়ের জন্য ঢাকা জামা'তের সদস্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়েছি। মনে পড়ে মতিঝিল এজিবি কলনীতে সাদেক ভূইয়া সাহেবের বাসায় গেলে তিনি শুধু জামা'তের সমালোচনামূলক বক্তৃতা শুনাতেন আর অবশেষে চাঁদা ছাড়াই তার বাসা থেকে বিদায় নিতে হত। পরবর্তী একসময় তার বাসায় গেলে তিনি প্রথমেই বলেন, চাঁদার রশিদ বই এনেছেন! আগে চাঁদার রশিদ কাটুন। আমি বললাম, আজ কি সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে নাকি! হঠাৎ ডিকশনারী বদলে গেল। ভুইয়া সাহেব বলেন, আরে না না! বাসে উঠতে গিয়ে এমনি এমনি পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছি– এই আর কী! **আপনারাই দেখুন! তার প্রজন্ম অর্থাৎ পুত্র মাহমুদ আহমদ তথাকথিত ইমাম মাহদীর চীফ কমাণ্ডার সেজে আহমদীয়াতের ক্ষতি সাধনে কতই না অপচেষ্টা করে যাচ্ছে।** আর আমার এমারতের সময় যখন দারুত তবলীগের নতুন ভবন নির্মাণ হচ্ছিল ঐ সময় তাসাদ্দক সাহেব দারুত তবলীগ থেকে রিক্সায় বাসায় যাবার পথে মাহমুদ তার মুখে সজোরে ঘুসি মারে! এতে তাসাদ্দকের দু'টি দাত শহীদ হয়। এসময় সে বলে নায়েব আমীর হয়ে আমীর সাহেবের সাথে মানুষের কাছ থেকে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের কথা বলে টাকা তুলে দু'জনে ভাগ করে খাও! **ভাই বোনদের আবারও বলছি, যারা বাসায় জামা'তের কর্মকর্তাদের বিষয়ে সমালোচনা করে তাদের সন্তানদের পরিণতি এমনি হয়ে থাকে। আপনারাও দেখে থাকবেন অনেক সনামধন্য পরিবারের প্রজন্মরা দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে।**

৩১ মে, ১৯৯৭ আমার মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যখন শুনলাম আমাকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। আমার মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায়। আমার বিবি মরিয়ম আমাকে সান্তনা দিয়ে বলে, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আল্লাহ্ যখন এ দায়িত্ব দিয়েছেন তখন তাঁর ফিরিশতারাই আপনাকে সাহায্য করবে। আমি বললাম আমার শিক্ষার জোরও তো বেশি নাই। সামান্য লেখাপড়া যা করেছি, বেশিরভাগ ফুটবল খেলাতেই মেতে ছিলাম। যাক আল্লাহ্ ভরসা করে দায়িত্ব বুঝে নিলাম। আমেলা গঠন করে হুযূর (আই.)-এর অনুমোদন নিয়ে এমারতের কাজ শুরু করি। আমার পূর্বের ন্যাশনাল আমীর সাহেবদের মাঝে আমি একমাত্র পয়দায়েশি (জন্মগত) আহমদী। দায়িত্ব লাভের পর প্রথমে আমার নজরে এল– জামা'তের অফিস, আনসারুল্লাহ্‌র অফিস, খোদ্দাম-লাজনার অফিস আর প্রত্যেক আমেলার সদস্যদের বসে কাজ করার কোন জায়গা নাই। মসীহ্ মাউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম হলম **'ওয়াস্‌সে মাকানাকা'** অর্থাৎ তোমার গৃহ স্থাপনা সুপরিসর কর। আমার মাথায় এটাই ঘুরপাক খেতে থাকে। অপর দিকে জামা'তের বাজেটেও আয় নগণ্য, জামা'তের নিত্য প্রয়োজন মেটানো, মুরব্বী মোয়াল্লেমদের সম্মানী ভাতা প্রদান করতে হিম শিম খেতে হয়। আগেই বলেছি আমার জামা'তী কাজ মুহাচ্ছেল হিসাবে শুরু করেছিলাম। এখন আমীর হয়েও চাঁদা আদায়ের দিকেই বেশি মনোনিবেশ করতে হল। অপরদিকে বাংলাদেশে মুরব্বী মোয়াল্লেম-এর সংখ্যা অতি নগণ্য। অনেক স্থানীয় জামা'তে মোয়াল্লেম ছিল না। সঠিক তালিম তরবীয়ত দিতে না পারলে মালি কুরবানির প্রতি আহমদীদের আগ্রহ হবে না। প্রতি বছর জলসাতে মরকয থেকে হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি এসে থাকেন। বেশির ভাগ সময়ই মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব আসতেন, তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। একবার হাফেজ মুজাফফর আহমদ সাহেবও

আসেন। তার সাথে মোয়াল্লেম ট্রেনিং বিষয়ে পরামর্শ করি। তখন মোয়াল্লেম ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা কাদিয়ান ও রাবওয়ায় ট্রেনিং-এর মেয়াদও ছিল ৪ বছর। বাংলাদেশ থেকে কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও এদেশের ছেলেদেরকে ট্রেনিং-এর জন্য কাদিয়ান বা রাবওয়ায় পাঠানো যায় নি। আমি তাকে প্রস্তাব দেই, বাংলাদেশে মোয়াল্লেম ট্রেনিং-এর (২/৩ বছরের কোর্স) ব্যবস্থা করা গেলে এখানে যারা ধর্মের জন্য নিজেদের পেশ করবে তাদের ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। হাফেজ সাহেব বাংলাদেশে মোয়াল্লেমদের সংখ্যা অপ্রতুল দেখে আমার প্রস্তাবে সায় দেন এবং তিনি হুযূর (আই.)-এর নিকট তার রিপোর্টে এসব বৃত্তান্ত উল্লেখ্য করেন। হুযুর (আই.) এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং বাংলাদেশে ৩ বছরের মোয়াল্লেম ট্রেনিং-এর অনুমতি দেন।

ইতোমধ্যে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আলমী বয়াতের বিশেষ তাহরীক জারী করেন। দেশে দেশে দাঈ ইলাল্লাহ ও দেহাতী মোয়াল্লেম-এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ন্যাশনাল আমীর হওয়ার আগে আমি ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেছি। এর পর ১৯৯৭ তাসাদ্দক সাহেবকে ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী একই সাথে নায়েব ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্ব দেয়া হয়। দীর্ঘদিন দু'জন একসাথে জামা'তী ও তবলীগের কাজকর্ম করায়, তিনি সহজেই আমার ভাবধারা ও কর্ম পদ্ধতি উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন।

১৯৯৮ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন, মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেব। জলসার কয়েকদিন পর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, মওলানা আব্দুল আউয়াল, তাসাদ্দক, ও

১৯৯৮ সালে ভয়াবহতম বন্যায় বাংলাদেশের জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতিতে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) সসমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করেন। খলীফা সাহেবের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রির নিকট উক্ত অনুদানের ব্যাংক ড্রাফটটি হস্তান্তর করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী।

আব্দুল জাব্বার সাহেবসহ শেরপুর জেলার সর্বোত্তরে সীমান্তের কাছে, রাংটিয়া গ্রামে তবলীগি সফরে যাই। সেখানে নওমোবাইনদের চেষ্টায় নির্মিত ছোট একটি মাটির মসজিদে আমরা নামায পড়ি। ঐ জামা'তে প্রথম আহমদী মজনু মিয়া আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। এ এলাকায় যাতে বড় জামা'ত হয় তার জন্য আমি হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধিকে দোয়া করতে বলি এবং তিনি বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন। রাংটিয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুপরিসর শ্রেণিকক্ষে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির বক্তৃতা অনুবাদ করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। স্থানীয় অ-আহমদীদের কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। উল্লেখ্য ঐ বছরের ৬ জুলাই বিরুদ্ধবাদীরা রাংটিয়ার ঐ মসজিদ ভেঙ্গে পাশের নদীতে ফেলে দেয়। কালের ব্যবধানে সেখানে এখন সুরম্য পাকা মসজিদ শোভা পাচ্ছে। আমি মনে করি এটা ঐ নেক বান্দার দোয়ার ফল।

এরপর সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রাম জামা'তে সফরে যাই। তখন চট্টগ্রামের আমীর ছিলেন জনাব মোবাশশেরউর রহমান, তিনি তখন চট্টগ্রামে ডাক বিভাগের ডিপিএমজি ছিলেন। চট্টগ্রামে জলসার পর আমরা মোহমানকে নিয়ে কক্সবাজার সফরে যাই। চট্টগ্রামে আমাকে সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেব বলেন, আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? আমি তাকে বলেছি এটা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ-এর জন্মস্থান। তিনি কাদিয়ানে ১৯০৪-১৯০৫ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন আর তিনি প্রথম

বাঙালী আহমদী। আপনি দোয়া করবেন যেন চট্টগ্রামের স্থানীয়রা বয়আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র ফযলে এরপর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটে চলেছে। ইতোমধ্যে মাহিল্লায় নতুন জামা'ত হয়েছে, পতেঙ্গা সমুদ্রের তীরে অচিরেই একটি জামা'ত হতে চলেছে। কক্সবাজারে আগে আহমদীদের কোন স্থান ছিল না, বর্তমানে ভাড়াতে হলেও একটি ঠিকানা রয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

৫-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ বাংলাদেশ জামা'তের ৭৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন মোহতরম মাওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।

৪-৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে বাংলাদেশ জামা'তের ৭৬তম সালানা জলসায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন মোহতরম রাজা নাসির আহমদ। তিনি এর পূর্বে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে দিয়েছিলেন। জলসার পর যখন চট্টগ্রামে যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়, তিনি বলেন এক চাকমা তার তবলীগে বয়আত করেছিল। তিনিই তার ঠিকানা দেন এবং তাকে চট্টগ্রামে ডেকে আনতে বলেন। আমরা চট্টগ্রামে গেলাম এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী লোক পাঠিয়ে সেই হারানো মেষকে উপস্থিত করানো হয়। উভয়ের সাক্ষাৎকালে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। মনে হয়েছে ঐ চাকমা লোকটি তার হারানো পিতাকে খোঁজে পেয়েছে আর মওলানা রাজা নাসির সাহেবও যেন তার হারানো সন্তানকে কোলে ফিরে পেয়েছে।

২০০০ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ন্যাশনাল আমীর হিসেবে যুক্তরাজ্য সালানা জলসায় যাই। আমার সাথে জনাব

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে মোলাকাত

তাসাদ্দক ও অন্যান্য কয়েকজন সফর সঙ্গী ছিলো। জলসায় এবার স্থান হয় মঞ্চে। এক সেশনে হুযূর (আই.) আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দেন। আমি হতভম্ব! ভালোভাবে উর্দূও বলতে পারি না, ইংরেজী তো আরও না। দোয়া করতে থাকি, আল্লাহ্ সম্মান রক্ষা করেছেন। জলসা তো গেল, পরের দিন ছিল আন্তর্জাতিক শু'রা। এক পর্যায়ে হুযূর আমাকে তার পাশে ডেকে নেন আর বলেন, আমাকে সাহায্য কর। আপনারাই বলেন, আমার অবস্থা কেমন হয়েছিল তখন; মনে হয়েছিল আমার আত্মা যেন আমার সাথে নেই। তাসাদ্দক সাহেবকেও শুরার প্রতিনিধি হিসেবে কার্ড দেয়া হয়েছিল। আমার ভীত-বিহ্বল অবস্থা হুযূর (আই.)-এর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি আমার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলেন, মীর সাহেব! ঘাবড়াও মাত। তখন বুঝলাম তিনি হলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফা। জলসা থেকে লন্ডন ফেরার পর আমার ও কলকাতার মাশরিক আলী মোল্লা সাহেবের অবস্থান হল আব্দুল হাদীর বাসায় আর তাসাদ্দকের জায়গা হল সৈয়দ যুবায়েরের বাসায়। তবে প্রতিদিন বিকেলে আসর নামাযের পূর্বেই লন্ডন ফযল মসজিদে আমরা একত্রিত হতাম। তখন ন্যাশনাল আমির হিসাবে অফিসিয়াল মোলাকাত হতো হুযূর (আই.)-এর সাথে, পাশে থাকতেন বাংলাডেক্স ইনর্চাজ ফিরোজ আলম সাহেব। তাসাদ্দক সাহেব তখন ছিল সদর আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ তাই তারও দাপ্তরিক মোলাকাত ছিল হুযূর (আই.)-এর সাথে। আনসার বিষয়ক প্রাইভেট সেক্রেটারী শামীম সাহেব এবং আমিও সাথে ছিলাম। মোলাকাতের এক পর্যায়ে তাসাদ্দক আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর বার্ষিক রিপোর্ট (মরকযের প্রদত্ত নিয়মে সাজানো) হুযূর (আই.)-এর খেদমতে পেশ করলে তিনি এটা দেখে খুব খুশী হন এবং শামীম সাহেবকে বলেন, দেখুন! বাংলাদেশের রিপোর্ট কত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। ইউ. কে.-সহ অন্যান্য দেশকেও এ নমুনা অনুসরণ করতে বলুন। এ সফরে হুযুর বাংলাদেশের জন্য আমাকে অনেক কিছুর মঞ্জুরি দেন, ৩০টি মোয়াল্লেম কোয়ার্টার্স্ আর মোয়াল্লেমের ঘাটতি মেটানোর জন্য সাময়িক ব্যবস্থাপনায় দেহাতী মোয়াল্লেম নিয়োগ।

বাঙালী আহমদীদের সাথে এম.টি.এ.-র 'মুলাকাত' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

বাংলাডেক্সের ইনচার্জ মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব জানালেন হুযূর (আই.)-এর সাথে লন্ডন প্রবাসী বাঙ্গালী আহমদীদের 'মুলাকাত' নামে এমটিএ-তে এবারের প্রোগ্রামে আপনারাও থাকবেন।

নির্ধারিত সময় প্রোগ্রামে হুযূর (আই.) উপস্থিত হয়েই প্রথমে আসসালামু অলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। এরপর উপস্থিত বাঙালী সকলেই হুযূর (আই.)-কে সালাম দিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দান করেন। হুযূর (আই.)-এর পায়ের কাছে দু'টো বাচ্চা ছেলে পুতুলের ন্যায় বসে থাকে, ওরা হল আব্দুল হাদীর সন্তান [বর্তমানে একজন জামেয়া পাশ করে মুরব্বি সিলসিলাহ অপরজন এম. টি. এ. ইন্টারন্যাশনালের কর্মী, এরা হুযুর (আই.)-এর খুবই প্রিয়]। আলাপচারিতার শুরুতেই হুযূর (আই.) বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে প্রশ্নের ছলে বলেন, আপনারা শেখ মুজিবর রহমান সাহেব সম্পর্কে কতটুকু জানেন। এরপর তিনি নিজেই বলতে থাকেন, আমি স্বাধীনতার পূর্বে তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান সফরে যাই। আমি ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবকে শেখ সাহেবের সাথে একটা এপয়েন্টমেন্ট করতে বলি (ডাক্তার সাহেবের বাড়ী আর শেখ সাহেবের বাড়ি পাশাপাশি ধানমণ্ডি ৩২ নাম্বারে)। তিনি শেখ সাহেবের সাথে আলাপ করলে তিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আধা ঘন্টার জন্য সাক্ষাতকারের সময় নির্ধারণ করে দেন। এরপর যখন শেখ সাহেবের সাথে ডা. সাহেবসহ সকালের নাস্তায় যোগ দেই, কুশল বিনিময়ের পর উভয়ের মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশে আলাপচারিতা শুরু হয় এবং তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনছিলেন। কখন যে তার বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়েছে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি বরং হুযূর (আই.) শেখ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে বলেন, শেখ সাহেব! আপনি তো আমার জন্য মাত্র আধা ঘন্টা সময় বরাদ্দ করেছিলেন। তখন শেখ সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে বলেন, তাই তো! এরপর তিনি সহাস্য বদনে আমাদের বিদায় দেন। এ মুলাকাত প্রোগ্রামে হুযূর (আই.) বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা সফরকালে আহমদীদের আতিথেয়তার স্মৃতিময় ঘটনার উল্লেখ করেন এবং মাঝে মাঝে হাস্যরস করতেও ভুলেন নি। বাঙালীদের সঙ্গে এবারের মোলাকাতটি ছিল আসলেই ব্যতিক্রমধর্মী। লন্ডনে অবস্থানকালে প্রায় প্রতিদিন ফযল মসজিদে হুযুর (আই.) ইমামতিতে আমরা মাগরিব ও এশার নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বিষাদময় অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন দেশে ফেরার জন্য যুগ-খলীফার সাথে বিদায়ী সাক্ষাত হয়।

৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বাংলাদেশ জামা'তের ৭৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০২ সনের জানুয়ারি থেকে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বি সিলসিলাহ।

৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বাংলাদেশ জামা'তের ৭৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব। ২০০২ সনের জুলাই মাসের শেষ দিকে যুক্তরাজ্য জলসায় যাই। উল্লেখ্য এবারে অন্যান্যদের মধ্যে আমার ছেলে নাজিম, জনাব এ. কে. রেজাউল করীম ও তাসাদ্দক সাহেব ছিল। নাজিমের ব্যবসায়িক কাজের মাধ্যমে ব্রুনাই-এর চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স-এর সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে। তিনি নাজিমকে ব্রুনাই সফর করে সেখানে এমিকনের ব্র্যাঞ্চ বা অন্য কোন ব্যবসার সুযোগ আছে কিনা দেখার জন্য অনুরোধ করলে নাজিম, আমি ও জনাব তাসাদ্দক ব্রুনাইয়ের ভিসা নিয়া নেই যাতে লন্ডন থেকে ফেরার পথে ব্রুনাই সফর করতে পারি। এবার লন্ডন পৌঁছলে প্রথমে বায়তুল ফতুহ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন টিলফোর্ড ইসলামাবাদে জলসা গাহতে সম্ভবত সৈয়দ যুবায়ের গাড়িতে গমন করি। ঐদিন খুবই বৃষ্টি ছিল। পার্কিং এলাকা থেকে জলসা গাহ কিছুটা দূরত্বে থাকায় আমরা বৃষ্টিতে ভিজে যাই। হুযূর (আই.) অসুস্থ থাকায় নওয়াব সাহেব দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমাদের হৃদয়ও ভারক্রান্ত ছিল। কারণ এবার হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাত বাতিল করা হয়েছিল। আমরা যেহেতু বাংলাদেশে ফেরার পথে ব্রুনাই সফর করব এ বিষয়ে আমাদেরকে তবশীর অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়। উকিলুত-তবশীর থেকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আহমদীয়া জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে আমাদের সফর সম্পর্কে বিশেষ করে ব্রুনাই সফরের সার্বিক ব্যবস্থা করে দেবার নির্দেশনা দিয়ে দেন। এক পর্যায়ে আইনুল একিন নামক (মালয়েশিয়ান) এক ইয়ং মুরব্বির সাথে আমাদিগকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি জানান রাবওয়ায় জামেয়ায় অধ্যায়নকালে আমাদের মওলানা আউয়াল সাহেবের ক্লাসমেট ছিলেন। তিনি যদিও আমাদের সাথে যান নি তবে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

আমরা লন্ডন থেকে ফেরার পথে মালয়েশিয়ান এয়ারে কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে অবতরনের পর বহির্গমনে প্রবেশ করেই লক্ষ্য করি, মনে হয় আমাদেরকে কারা যেন খুঁজছে। উভয় পক্ষ কেউ কাউকে চিনি না। তারা আমাদের চেহারা দেখে অনুমান করে বলে, আমরা বাংলাদেশের আহমদী কি না। যাহোক আমাদেরকে দু'টি গাড়ীতে নিয়ে চললো। নতুন জায়গা, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে প্রায় ২ ঘণ্টা পর মালয়েশিয়া জামা'তের হেড-কোয়ার্টারস্ বাতু কেভস্-এ পৌঁছি।

বাতু কেভস্-এ জামা'তের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন বাড়িটি মওলানা আইনুল

একিনদের। তাঁর বৃদ্ধ পিতার সাথে সাক্ষাত হয়েছে। তিনি ১৪ জন সন্তানের পিতা। বড় জামা'তা মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম এবং ঐ দেশের মোয়াল্লেমদের ইনচার্জ। আমরা ৩ জন ব্রুনাই যাব, সেখানে আহমদীয়া জামা'ত আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্রুনাইতে আহমদী আছে আর ছোট জামা'তও আছে কিন্তু গোপনীয়ভাবে, কারণ সেখানে সরকারীভাবে বিধি নিষেধ আছে। মালয়শিয়ার সাবাহ প্রদেশের বাসিন্দা জনৈক দেহাতী মোয়াল্লেমকে ব্রুনাইয়ের আহমদী পরিবারে বিয়ে করানো হয় যাতে ঐ মোয়াল্লেম সাহেব ব্রুনাইয়ের আহমদীদেরকে তালীম তরবিয়ত দিতে পারে। সাবাহ'র ফ্রি-পোর্ট লাবুয়ানে আমাদের এয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করে দেয়া হল এবং লাবুয়ানে আহমদীয়া জামা'তের প্রেসিডেন্টকে আমাদের ব্রুনাই জামা'তে যাবার ব্যবস্থা এবং ঐ মোয়াল্লেম সাহেবকে সফর সঙ্গী করে দিবার কথা বলা হয়। লাবুয়ান থেকে ব্রুনাই দারুস্ সালাম নৌপথে মাত্র ২ ঘণ্টার পথ সীড বোর্টে যেতে হয়। যাহোক আমরা ৩ জন লাবুয়ান পৌঁছলে অতি নিকটে দেখতে পেলাম ১টা জীপ গাড়ীতে ৩ জন অপেক্ষমান। আমাদের দেখে তারা এগিয়ে এসে পরস্পরের পরিচয়ের পর গাড়ীতে তুলে নিল। লাবুয়ান চতুর্দিকে পানি বেষ্টিত ছোট্ট দ্বীপ শহর। নদী বা সমুদ্র নয়– শুধু স্বচ্ছ পানির হ্রদ। আমাদেরকে প্রথমে শহরের চতুর্দিক ঘুরায়ে তাদের নামায ঘর সংলগ্ন আফিসে বসানো হল। কিছুক্ষণ পর লাবুয়ান জামা'তের প্রেসিডেন্ট, প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীর অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। আফিসের নিচে বৃহৎ দোকান। তার মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবসাও রয়েছে। আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। সময় কম ছিল, দ্রুত আমাদিগকে সী-বোটে টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখান থেকে মোয়াল্লেম সাহেব আমাদের সঙ্গ দিলেন। দারুস্ সালাম পোর্টে পৌঁছলে যথাথত চেকিং-এর পর আমরা শহরে প্রবেশ করি। পূর্বের কথা মত ব্রুনাই-এর চার্জ দ্যা এফেয়ার্সের বোন ফোনে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ১ টি ভালো হোটেলে আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন আমাদের অর্থায়নে। আমরা ৩ জন তাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হই। রাতেই মোয়াল্লেম সাহেব আহমদীদের খবর দিতে তার শশুর বাড়ী চলে গেল। আলোচনার পর তাদের গাড়িতে আমাদিগকে শহর ঘুরে দেখালেন পরে অন্য একটি রেস্তরায় রাতের খাবার খাওয়ালেন এবং পরে তারা বিদায় নিলেন আর আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। পরদিন সকালেই মোয়াল্লেম সাহেব ব্রুনাই জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে তাদের নিজস্ব দু'টি গাড়িতে এসে আমাদের সাথে মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট সাহেব কোন গ্রার্মেন্স ইন্ডাষ্ট্রির সিকিউরিটি ইনচার্জ। আমরা এক সাথে সকালের নাস্তা সেরে এক সভায় মিলিত হই। প্রেসিডেন্ট সাহেব অল্প কিছুক্ষন থেকে অফিসের কাজে চলে গেলেন। তার বিবি দারুস্ সালাম পৌরসভার কর্মচারী। বাকীরা বুচারের ব্যবসায় (মাংশের দোকান) নিয়োজিত তবে এদের গাড়ী আছে। এদিন ব্রুনাই-এর রাজার আমন্ত্রনে মালয়েশিয়ান রাজা দারুস্ সালাম আসেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও তাদের পথের পাশেই ছিলাম। বিচিত্র ব্যাপার হল আমাদের দেশে কোন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান এলে, রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি বা পথ ঘাট জনশূন্য রাখা হয় এমনটি এখানে চোখে পরে নি। দুই রাজার ২গাড়ীর আগে ২টি গাড়ী পিছে ১টি। ১ম জীপে পুলিশ বাঁশী বাজিয়েছে মাত্র। দুপুরে ব্রুনাইয়ের আহমদীদের সাথে নিয়ে খাব এমন সময় দেখতে পাই কয়েকজন বাঙালী ছেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আমি তাদেরকে কাছে ডাকলাম। ওরা এদেশে অবৈধভাবে এসেছে কাজের খোঁজে। পুলিশের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চীনের তারপর ভারতীয়।

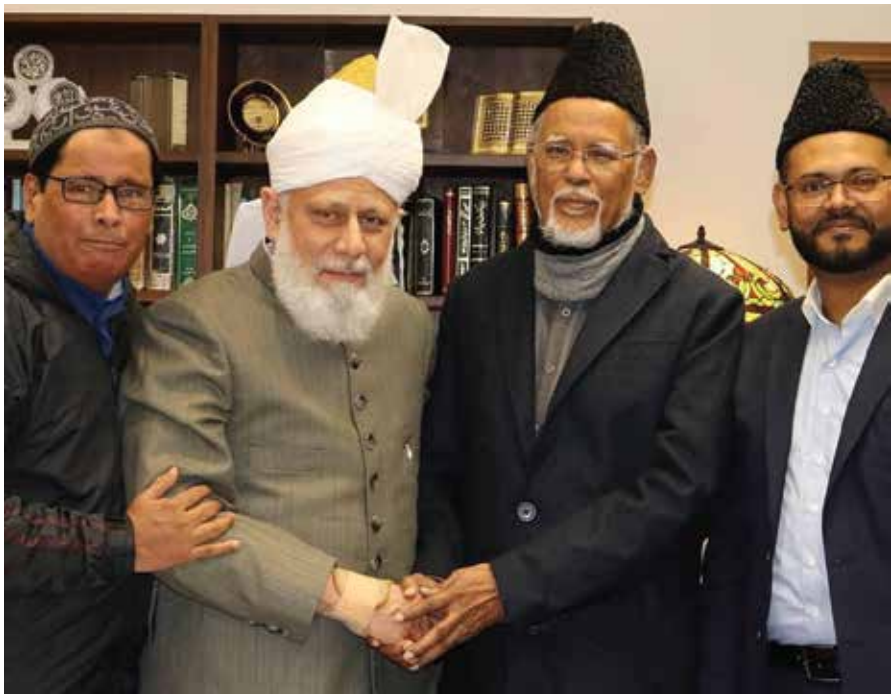

২০১৯ সালে হুযূর (আই.)-এর সাথে জনাব আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের শেষ মোলাকাত

শ্রমিকও চীনা, ভারতীয় আর ইন্দোনেশিয়ান। বাঙালীরা খুবই কষ্টে আছে। ওদের কাছেই জানলাম আমাদের দেশের মত ভালো খাবার পাব? ওরা একটি ভালো হোটেল দেখিয়ে দিল। ব্রুনাইয়ের ৪ জনসহ আমরা ৮জন বিরানী খেলাম। এখানে প্রকাশ্যে আহমদীয়াত প্রচার করা যায় না। আমরা রাজার বাড়ী ও বড় বড় মসজিদসহ শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন একটি ছোট শহর। বিচিত্র বিষয় হল ইসলামী দেশ অথচ মুসলমান রাজা একই সঙ্গে দুই বোনকে স্ত্রী করে রেখেছেন। যাহোক বিকালে স্থানীয় আহমদীরা বিদায় নিয়ে চলে গেল, আমরা রাত্রি যাপনের পরে একইভাবে লাবুয়ান ফিরে সেখান থেকে বিমানে কুয়ালালামপুর ফিরে যাই। মালয়েশিয়ান জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব রাষ্ট্রপ্রধান মাহাথির মোহাম্মদ-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তার দপ্তর রাষ্ট্রপ্রধানের ভবনের পাশেই অন্য একটি ভবনে। আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখানো হয়। রাজবাড়ীও দেখি। পাচঁটি প্রদেশে ৫ জন রাজা, তাদের মধ্য থেকে একজন সেন্ট্রাল রাজা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আমরা এরাজাকে ব্রুনাই সফরে দেখেছি। আমরা ২ শতাধিক সিঁড়ি বেয়ে বাতু কেভস্ পরিদর্শন করি। উপরে মন্দির আর একে কেন্দ্র করে মেলা বসে। আমার ধারণা ছিল গুহা বা কেভস্ মাটির নিচে সুবিশাল গর্ত হবে কিন্তু এ-তো উর্ধ্ব আকাশে। এখানে আমরা মেট্রো রেলেও উঠেছি। এমনি করে আমাদের ফেরার সময় এসে যায়। ফজরের নামাযের পর জনাব রেজাউল করিম ও তাসাদ্দক সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী বক্তব্য রাখলো, তাদের আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য ভূয়সী প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হল। মোয়াল্লেম মৌলবী আব্দুল রাজ্জাক সাহেব আমাদের প্রত্যেককেই ১টা করে লুঙ্গী প্রেজেন্ট করলেন। তাদের গাড়িতে আমাদের বিমান বন্দরে পৌঁছায়ে দিলেন। বিমান বন্দর এত বড় যে অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে যেতে ট্রেনে উঠতে হয়েছে। এখান থেকে মাত্র ৩ ঘণ্টার ফ্লাইটে আমরা দেশের মাটিতে ফিরে আসি।

২০০৩ সালের ৫-৭ ফ্রেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৭৯ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে মোহতরম সৈয়দ কমর সোলায়মান সাহেব আসেন।

একটা বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। ন্যাশনাল আমীর থাকা কালে আমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারি নি ফলে কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনে হচ্ছিল সাজানো গোছানো ব্যবসা নষ্ট হতে চলেছে। পুনরায় হাল ধরা জরুরী হয়ে পড়েছিল। ২১ মার্চ ২০০৩ সাল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত হন মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান সাহেব। আমার মনে পড়ে, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে খালিদ বিন ওলীদের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলাকালে তার স্থলে উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতি নিয়োগ দেয়া হয় আর এ ফরমান হাতে পৌঁছামাত্র খালিদ বিন ওলীদ সেনাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন এবং তার অধীনে সাধারণ সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন। আমি যথারীতি নবনিযুক্ত ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেই এবং তাঁর জন্য দোয়াও করি। কিছু বিশ্রাম নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় মনোযোগ নিবদ্ধ করি। বড় ছেলে নিয়াজকে আগেই আমার ব্যবসায় নিয়োগ করেছিলাম। পরে নাজিম তার পড়াশোনা শেষ করে আমার সাথে ব্যবসার কাজে লেগে যায়। এমিকনের ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, বগুড়া ও যশোর ব্রাঞ্চ করা হয়েছিল। দুই ভাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দু'জনকে ভাগ করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবসা গুছিয়ে নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। এখন দু'জনই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং উভয়েই জামা'তি বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজনে কুরবানীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ন্যাশনাল আমীর থাকাকালে আল্লাহ্ তা'লা যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার এক ঝলক তুলে ধরছি: ফতুল্লা নতুন জামা'তে উন্নীত হয়েছে। খাকদানসহ দেশের বিভিন্ন জামা'তে জায়গা-জমি বাড়ানো হয়েছে এবং মোয়াল্লেম মুরব্বি কোয়ার্টারস্ নির্মিত হয়েছে। বিশেষ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে মোয়াল্লেমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলদেশে জামেয়ার পথ চলা শুরু খাকসারের সময়, প্রথম যারা বের হয় তাদেরকে মুবাশ্বের মুরব্বি বলা হয়ে থাকে। দারুত তবলীগ মসজিদের ৩য় তলায় টিন সেড নির্মাণের মাধ্যমে জায়গা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না যে, এই অধমের মাধ্যমে ঢাকা দারুত তবলীগের মিশন কমপ্লেক্সের পশ্চিমাংশের ৪ তলা ভবন নির্মিত হয়েছিল।

ব্যবসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও সকাল বেলাটা নাজিমের অফিসে বসি। বিকাল বেলাটা বিশ্রাম করে কাটাচ্ছিলাম।

২০১৩ সালে আমাকে ঢাকা জামা'তের আমীর নিযুক্ত করা হয় আজ অবদি সেই দায়িত্ব পালন করছি। এবার ঘাড়ে চেপেছে মাদারটেকে পাঁচ তলা মসজিদ নির্মাণের কাজ। এর পাশাপাশি আশকোনা মসজিদ বর্ধিতকরণ ও নাখালপাড়া মসজিদ পুনঃনির্মাণের কাজও। **'ওয়াস্‌সে মাকানাকা'** এলহামের বাস্তবায়নই যেন আমাকে পেয়ে বসেছে। সবার নিকট দোয়ার বিশেষ অনুরোধ আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলাম ও আহমদীয়তের জন্য খেদমত করার সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿٢﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧١﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٢﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

পূর্ব প্রকাশের পর

নিজ স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি বক্তব্য ও এর ব্যাখ্যা এভাবে তুলে ধরেন–

"এটি মনে করো না যে, মহিলারা এমন জিনিস যাদেরকে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত। না, না। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে। স্ত্রীর সাথে যার আচারব্যবহার ও জীবনযাপন সুন্দর নয় সে আবার পুণ্যবান হলো কবে? কেউ অন্যের সাথে পুণ্য ও সদ্ব্যবহার তখন করতে পারে যখন সে নিজ স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করে ও সুন্দরভাবে জীবন কাটায়।" *(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩, সংস্করণ ২০০৩, রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

অতএব এই হলো সেই শিক্ষার একটি ঝলক যা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে

আর এ যুগে আমাদেরকে যার শিক্ষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় নুতনভাবে দিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। অনিন্দ্য সুন্দর এই শিক্ষার দৃষ্টান্ত আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তোমাদের মাঝে আমিই স্ত্রীদের সাথে সবচেয়ে বেশি উত্তম ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কালের প্রবাহে যেভাবে ইসলামের অন্যান্য বিধিনিষেধ ও কর্মে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, ঠিক একই অবস্থা ঘটেছে এ নির্দেশের ক্ষেত্রেও। মহিলার প্রতি যতড়ববান হওয়া, তাকে সম্মান করা, তাকে মর্যাদা দান করা, তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা প্রভৃতি শিক্ষার কোন গুরুত্বই অবশিষ্ট থাকে নি। কেননা প্রকৃতপক্ষে একজন পুণ্যবতী ও সৎকর্ম পরায়ণা নারীর পদতলে জানড়বাত রয়েছে– এটিই তার পদমর্যাদা।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, এ যুগে মহিলা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনেক শিথিলতা দেখা দিয়েছে। এজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক ও যুগের ইমামের দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'লা এদিকে আকর্ষণ করেন যে, তোমার জামা'তে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। এই অবলা নারীদেরকে মহানবী (সা.) কাঁচের সাথে তুলনা করেছেন যাদের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন তাদেরকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করতে পারে, টুকরো টুকরো করতে পারে, যাদের দেহের গঠন ও গড়ন দুর্বল, যাদের আবেগ নুভূতিকেও আল্লাহ্ তা'লা এমন সংবেদনশীল বানিয়েছেন যে, তাদের সাথে কোমল ও অতিব দয়ার্দ্র আচরণ করা উচিত। তারা পাঁজরের হাড় সদৃশ। এর প্রকৃত আকৃতি হতে কল্যাণমণ্ডিত হও। অতএব আপনারা যেখানে এমন ইমামের জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আপনাদের অধিকার নিশ্চিৎ করার সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেছেন সেখানে আপনাদের সেই খোদার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত যেসব আদেশ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে দিয়েছেন।" *(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জুন ২০১৫)*

২০০৪ সনের ৩১ জুলাই যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) স্বীয় বক্তৃতায় পুরুষ ও নারীদেরকে তাদের আবশ্যিক দায়িত্বাবলীর প্রতি খুবই সুন্দরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

"দেখুন! তিনি (আ.) কত স্পষ্টভাবে বলেছেন, অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের অধিকার সমান। তাই আমি যেহেতু কাওয়াম বা অভিভাবক, তাই আমার অধিকার বেশি– একথা বলে পুরুষ কখনো অধিক অধিকার কুক্ষিগত করতে পারে না। মহিলা যেভাবে পুরুষের প্রতি অর্পিত সমস্ত আবশ্যিক দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ, একইভাবে পুরুষও মহিলার প্রতি অর্পিত সমস্ত আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।"

এ ধারাবাহিকতায় তিনি আরো বলেন– "আমাদের সমাজে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নারীরা পায়ের জুতো। এটি খুবই হীন একটি ধারণা ও ভুল প্রবাদ। এই প্রবাদের অর্থ হলো, এক মহিলা দ্বারা চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পর অন্য মহিলা পছন্দ হলো আর তাকে বিয়ে করে একে তাড়িয়ে দিল। প্র ম স্ত্রীর আবেগ ও অনুভূতির প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয় না। অতএব এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি আচরণ। নারী কোন জড়বস্তু নয় বরং আবেগ ও অনুভূতি সম্পনড়ব এক সত্তা। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে সুদীর্ঘ কাল সে তোমাদের পরিবারের শান্তির কারণ হয়েছে অধিকন্তু সে তোমার সন্তানসন্ততির মা আর তাদের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে; এখন যদি তোমরা তাদেরকে হীন জ্ঞান কর, তাদের সাথে মন্দ আচরণ কর এবং অজুহাত খুঁজে খুঁজে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করার চেষ্টা কর তবে এটি হবে পুরোপুরি অন্যায় ও অবৈধ একটি বিষয়। পর্দার অজুহাতে তাদের প্রতি যদি বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবৈধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ কর আর জামা'তী কাজে মসজিদে আসলে অপবাদ দিয়ে বল যে, অন্য কোথাও যাচ্ছ তাহলে এগুলো খুবই ঘৃণ্য কাজ, যা করতে পুরুষদের বারণ করা হয়েছে। অথচ মহিলাদের সাথে তোমাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত, যেমন আচরণ দু'জন সত্যিকার ও প্রকৃত বন্ধুর মাঝে হয়ে থাকে। দু'জন প্রকৃত বন্ধু যেভাবে একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও সম্পর্ক ঠিক তেমনি থাকা উচিত। কেননা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যে বন্ধনে আবদ্ধ তা সারা জীবনের অঙ্গীকার আর অঙ্গীকার রক্ষা করা হলো ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ।

অঙ্গীকার রক্ষাকারীরা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। যেহেতু এটি এমন একটি বন্ধন যাতে একে অপরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাই বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর বহু বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার মাঝে কী কী পুণ্য আছে, কী সব ভালো গুণ আছে, কোন্ কোন্ মন্দ অভ্যাস আছে আর তার চারিত্রিক মান কী? তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার না করে এবং তার সাথে সমঝোতা-মিমাংসার পরিবেশে বসবাস না করে এবং তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান না করে তাহলে সে আল্লাহ্‌র অধিকার কীভাবে প্রদান করবে, তাঁর ইবাদত কীভাবে করবে আর কোন মুখে সে তাঁর কাছে অনুগ্রহ যাচনা করবে, যখন কিনা সে নিজেই তার স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও অবিচার করে! এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম, তার সহধর্মিণীর কাছে ভালো। অতএব দেখুন! এই হলো নারীর অধিকার সংরক্ষণ যা ইসলাম করেছে। এখন এমন কোন ধর্ম আছে কি, যা নারীর অধিকার এভাবে

সংরক্ষণ করছে আর তার অধিকারের প্রতি এতটা যত্নবান?" এই ভাষণেই হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আন্ নিসার ৩৫ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ অর্থাৎ পুরুষদেরকে নারীদের অভিভাবক বানানো হয়েছে আর এরপর بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ অর্থাৎ সার্বিকভাবে পুরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তফসীরকারীরা এর বিভিনড়ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর খুব সুন্দর একটি তফসীর করেছেন, সেখান থেকে আমি কিছুটা বর্ণনা করছি।

তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমরা **কাওয়াম** শব্দটি দেখি। **কাওয়াম** বলতে এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে, যে অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি শুধরে দেয়, যে সংশোধন করে এবং যে বক্রতা দূর করে আর পরিষ্কার ও সোজা করে। যেহেতু সমাজের সংশোধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাওয়াম বলা হয় তাই কাওয়ামের সঠিক অর্থ হবে, নারীদের সামাজিক সংশোধনের প্রথম দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত। নারীসমাজ যদি বিকৃতির শিকার হতে থাকে, তাদের মাঝে যদি বক্রতা দেখা দেয়, তাদের মাঝে যদি এমন স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দেয় যা তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার জন্য ধ্বংসাত্মক, অর্থাৎ পারিবারিক ব্যবস্থাকে বিনষ্টকারী, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টিকারী, তবে নারীকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে পুরুষ যেন নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কিছু দায়িত্ব পালন করে নি। আর

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

(সূরা আন নিসা : ৩৫)

আয়াতে খোদা তা'লা যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, প্রতিটি (মানুষের) সৃষ্টির মাঝে খোদা তা'লা জন্মগত এমন কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রেখে দিয়েছেন যা অন্য কোন সৃষ্টির মাঝে নেই এবং কারো কারো ওপর কারো কারো শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কাওয়াম বা অভিভাবকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের একটি শ্রেষ্ঠত্বের কথা এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ কোনক্রমেই এটি নয় যে, পুরুষ নারীর ওপর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। *[যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বক্তৃতা, ১ আগষ্ট ১৯৮৭]*

অতএব اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ (সূরা আন নিসা : ৩৫) -এ আয়াত বলে পুরুষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে যে সমাজকল্যাণের কাজ অর্পণ করেছেন, তোমরা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন কর নি। তাই নারীদের মাঝে যদি কোন মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হয় তাহলে তোমাদের অযোগ্যতার কারণেই তা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মহিলারা নিজেরা একথা স্বীকার করে অর্থাৎ এখনো এই পশ্চিমা সমাজে একথা স্বীকার করা হয়, এমন কি নারীদের মাঝেও নারীকে স্পর্শকাতর বা অবলা শ্রেণি আখ্যায়িত করা হয়। অতএব তারা নিজেরাই বলে যে, নারীরা দুর্বল। আর নারীরা নিজেরা স্বীকারও করে যে, তাদের কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিছু শক্তিবৃত্তি পুরুষের তুলনায় দুর্বল আর তারা পুরুষের মুকাবিলা করতে পারে না। এই সমাজেও খেলাধুলায় নারী-পুরুষের পৃক পৃক দল গঠন করা হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন বলে দিয়েছেন, আমি সৃষ্টিকর্তা আর আমি জানি, নারী ও পুরুষকে আমি কী গঠন ও গড়নে বানিয়েছি আর এই পার্থক্যের কারণে আমি বলেছি, নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তখন তোমরা আপত্তি কর যে, ইসলাম পুরুষকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে! মহিলাদের তো আনন্দিত হওয়া উচিত, কেননা এটি বলে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের ওপর অধিক দায়িত্বভার অর্পন করেছেন। পারিবারিক ছোটখাটো বিষয়গুলোতে নারী ও পুরুষের মাঝে তুচ্ছ ঝগড়াবিবাদ হয়, তিক্ততা সৃষ্টি হয়, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পুরুষকে বলা হয়েছে, যেহেতু তোমাদের শক্তিবৃত্তি দৃঢ়, তোমরা কাওয়াম বা অভিভাবক, তোমাদের স্ড়বায়ু দৃঢ় তাই তোমরা বড় মনের পরিচয় দাও এবং এর মাধ্যমে সমস্যাগুলোর এমনভাবে সমাধান কর যেন এই তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে বড় বিবাদে রূপ না নেয় এবং পরবর্তীতে যেন তা তালাক ও আদালত পর্যন্ত না গড়ায়। এর পাশাপাশি পরিবারের ব্যয়ভারও পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।" *(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)... (চলবে)*

(আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্, পৃ. ৫০-৫৫)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক- নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

▪ গত ০৪/০৩/২০২১ তানজিলা আহমদ, পিতা: জসিম আহমদ, পাউয়ার হাউজ রোড, শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে হাফেজ মোহাম্মদ ছামদানী, পিতা: আবু জাফর আব্দুল বাকী, বাড়ী # ১৪৭, ব্লক # বি, রোড # ৫, বসুন্ধরা, ঢাকা, বাসা# ৮২, গ্রাম/রাস্তা # ৭, ব্লক # এইচ, বনানী-এর বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৫১

▪ গত ১০/০১/২০২১ শাকিলা আক্তার (সুমি) পিতা- মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উত্তর বাকলা, রনচন্ডা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী-এর সাথে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পিতা-মুহাম্মদ আক্কাশুর রহমান, কিসমত মেনানগর, তারাগঞ্জ-এর বিবাহ ২,৬৫,০০০/- (এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৫৪

▪ গত ২৪/০১/২০২১ মোছাঃ করিমা খাতুন, পিতা- আবদুল কাদের, সৈয়দপুর, দিঘিরপাড়া, মচমইল, বাঘমারা রাজশাহী-এর সাথে মোহাম্মদ বিপুল হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ আবুল হোসেন, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৫২

▪ গত ২০/০২/২০২১ সুকলা আক্তার, পিতা- আদম আলী, তারুয়া মধ্যপাড়া, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোর্শেদ আলম, পিতা- আব্দুর রাজ্জাক, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৫৫

▪ গত ২০/০৯/২০২০ ফাতেমা সুলতানা (মামনী), পিতা- কামল হোসেন মোল্লা মরহুম, তারুয়া, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ নেছার উদ্দীন সিকদার, পূর্ব কাউনিয়া, বেতাগী, বরগুনা-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৫৩

▪ গত ১২/০৩/২০২১ স্বপ্না আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ বাবলু শেখ, ক ২২৫/১ খিলক্ষেত নামা পাড়া, আশকোনা, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ ইউসুফ, পিতা- মোহাম্মদ নাজির মোল্লা মরহুম, মনোহরদিয়া, ফরিদপুর-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭৫৬

স্মৃতিচারণ

খন্দকার আজমল হক

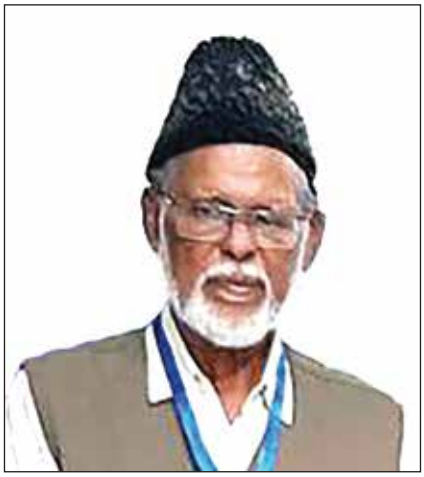

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার আমীর মীর মোহাম্মদ আলীর অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ঢাকা জামা'তের আমীর হবার পূর্বে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের এমারতের দায়িত্ব পালন করেন, তৎকালে আমি বগুড়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। জামাতি সম্পর্ক ছাড়াও তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো। এখন তারই স্মৃতিচারণ করব।

বগুড়ায় ছিলো তাঁর শ্বশুর বাড়ি। মীর সাহেবের শ্বশুর আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী, বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হতে অবসর গ্রহণের পর বগুড়া শহরেই বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী মোহাম্মদ ইয়ামিনের আপন খালু। নিকটতম প্রতিবেশী হবার কারণে এই বন্ধুত্ব অনেক গভীর ছিলো। ফলে তার সকল আত্মীয়কে নিজের বলেই মনে করতাম। মরহুম আবুল ফয়েজ খান চৌধুরীর দ্বিতীয় কন্যা বেগম মরিয়ম খান চৌধুরী সাহেবার সাথে মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের বিবাহ হয়। তাই তিনি ছিলেন ইয়ামিনের ভগ্নিপতি। এজন্য আমিও তাঁকে সেই চোখেই দেখতাম।

বগুড়ার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে মরহুম আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী সাহেবের একমাত্র পুত্র মরহুম শরীফ আহমদ খান চৌধুরী বগুড়ায় তার পৈত্রিক বাড়িতে বাস করতেন। শরীফ আহমদ খান চৌধুরী সাহেবের ডাক নাম ছিলো আসাদ। আমি তাকে আসাদ ভাই বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে দুলাভাই বলতেন। ইয়ামিনের খালাতো ভাই হওয়ায় তার সাথে আমার সম্পর্ক নিজের ভাইয়ের মতো ছিলো। ইয়ামিনের সাথে আমার সম্পর্কের কথা তিনি জানতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাই তার কোনো সন্তানাদি ছিলো না। বগুড়ার বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। ভগ্নিপতি হিসেবে মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব অভিভাবক রূপে তার দেখাশোনা করতেন।

শরীফ সাহেব মৃত্যুবরণ করলে মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ও তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র নিয়াজ আহমদ তার দাফন কাফনের ব্যাবস্থা করেন। তখন মীর সাহেব বগুড়ায় আসেন ও শরীফ সাহেবের জানাযায় শরীক হন। আমি তখন বগুড়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি আমার সাথে আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলেন ও আমার খোঁজখবর নেন।

আমার ভায়রা তাসাদ্দক হোসেন সাহেবের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা ছিলো। তাসাদ্দক হোসেন সাহেবের বাসায় তিনি প্রায়ই যেতেন। তখন তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ হতো। তাঁর এমারতের প্রথম দিকে তিনি আমার সাথে কোনো কারণে কিছু কঠোর আচরণ করলেও পরবর্তীতে আমার প্রতি তাঁর আচরণ অত্যন্ত নম্র ও মার্জিত ছিলো। তিনি আমার লেখা, মালী কোরবানী ও নেজামে ওসিয়্যত পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বইটি সম্পর্কে একবার তিনি মন্তব্য করেন যে তিনি বইটি মাঝে মধ্যেই পড়ে থাকেন।

আল্লাহ্ তাঁর রূহের মাগফিরাত দান করুন।

মরিয়ম আপাকে আমি দেখি নাই। তাঁর সাথে আমার আলাপ-পরিচয় না থাকলেও ইয়ামিন ও আসাদ ভাইয়ের ভগ্নী হওয়ায় আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তার এই বিপদে তাকে সহমর্মিতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আল্লাহ্ তাকে ও তার সন্তানদের সবরে জামিল দান করুন।

সংবাদ

রংপুরের উদ্যোগে আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২০/০৩/২০২১ তারিখে বিভাগীয় শহর রংপুর প্রেসক্লাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুরের উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অত্যন্ত সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সভা উপলক্ষে ঢাকা থেকে আগমন করেন মৌলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত নওমোবাইন ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আহমদ এবং আঞ্চলিক মুরুব্বী মৌলানা শেখ শরীফ আহমদ। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলামের পরিচালনায় সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মৌলানা শরীফ আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, রংপুর।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পরিচিতি শীর্ষক 'বুকলেট' বিস্তারিত ভাবে পাঠ করে শোনান স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব সেলিম আহমদ কাজল। এরপরে শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। আলোচ্য বিষয়ের ওপরে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। জনাব শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন পবিত্র কুরআন হাদীস ও সমসাময়িক জ্ঞানের আলোকে সেগুলোর যথাযথ এবং হৃদয়গ্রাহি উত্তর প্রদান করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভারতের কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী তা প্রমাণ করা এবং তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারে রত তা তুলে ধরা ইত্যাদি। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সভা শেষে সবাইকে আপ্যায়ন করানো হয়।

সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ প্রায় ২৫ জন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ, *জেনারল সেক্রেটারী*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুর

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে, ঢাকার প্রয়াত আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সহধর্মিনী মোহতারমা মরিয়ম খান গত ২৭ এপ্রিল ২০২১ আনুমানিক রাত ১০:৩০ মিনিটে ঢাকা'র ইম্পালস হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। স্বামীর মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিনের মাথায় স্ত্রীও পরকালে যাত্রা করলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র এবং নাতী-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমার জানাযার নামায আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বকশিবাজারস্থ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাযে ইমামতি করেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারম আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি প্রসন্ন হোন এবং জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে জায়গা দিন।

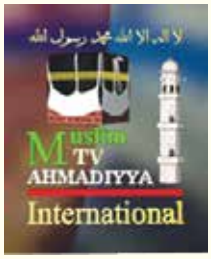

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO ENTERTAINMENT REIMAGINED JUNCTION

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা), পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন), পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময় ঃ
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা
(মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য ঃ ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

New Vol. No. 83 | 20th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

30th April, 2021 | Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**

২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)